NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বিদ্যার দেবী সরস্বতী থেকে প্রেমের দেবী সরস্বতীর ঘটেছে নানান পরিবর্তন

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাজকোট টেস্টে অভিষেক হতে পারে সরফরাজের ৮

কলকাতা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৯ মাঘ ১৪৩০ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ২৪২ সংখ্যা ১২ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 13.2.2024, Vol.17, Issue No. 242, 12 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সন্দেশখালি ইস্যুতে তুলকালাম বিধানসভায়

সাসপেন্ড শুভেন্দু-সহ ৬ বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি ইস্যু নিয়ে ফের তুলকালাম বিধানসভায়। অসংসদীয় আচরণের দায়ে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বিরোধী দলনেতা-সহ ৬ বিধায়ককে। চলতি অধিবেশনের জন্য তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। সন্দেশখালি কাণ্ডকে সামনে রেখে বিরোধীদের প্রতিবাদ বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন সোমবার সকাল থেকেই ছিল উত্তপ্ত। অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হতেই তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় রাজ্য বিধানসভায়। এদিন সন্দেশখালির সঙ্গে আছি লেখা টি-শার্ট পরে বিধানসভায় আসেন বিজেপি বিধায়করা। যাতে মৌখিক আপত্তি জানান অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি বিধায়কদের পোশাক খুলতে বলেন তিনি। এমন পোশাক বিধানসভায় বাঞ্ছনীয় নয় বলে মত তাঁর। কিন্তু তাঁর নির্দেশ অমান্য করেন তাঁরা। উল্টে কাগজ ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানান। এরপরই ৬ জন বিজেপি বিধায়ক সাসপেন্ড হন। অধিবেশন কক্ষে অসংসদীয় আচরণ করার জন্য ৩৪৮ ধারাতে সাসপেন্ড করা হয়। এরপর বিরোধী দলনেতা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সরব হন। মুলতুবি প্রস্তাব এনে আলোচনার দাবি জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। বিজেপির বিক্ষোভ চলাকালীন অধিবেশন কক্ষে মুখ দিয়ে হুইসেল বাজানো হয় বলে অভিযোগ। সবশেষে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। এই ঘটনার পর সাসপেন্ড হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী-সহ ৬ জন বিধায়ক। স্পিকার সাসপেন্ড করেছেন শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পল, শঙ্কর ঘোষ, মিহির গোস্বামী, বঙ্কিম ঘোষ এবং তাপসী মণ্ডলকে। চলতি অধিবেশনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরা সাসপেন্ড থাকবেন বলে অধ্যক্ষ জানান। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এই সাসপেনশনের বিষয়ে জানান, 'আমরা গর্বিত। সন্দেশখালির মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা লড়াই করছি। তার জন্য যদি সাসপেন্ড হতে হয়, হব।'

১০ সদস্যের দল গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে মহিলাদের অভিযোগ নিয়ে তদন্তের জন্য ১০ সদস্যের দল গঠন করল রাজ্য পুলিশ। দলের মাথায় থাকবেন ডিআইজি পদমর্যাদার এক জন মহিলা অফিসার। সোমবার এ কথা জানিয়েছেন বারাসাতের ডিআইজি সুমিত কুমার। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সন্দেশখালিতে কোনও ধর্ষণের অভিযোগ ওঠেনি। সোমবার সকালেই সন্দেশখালিতে গিয়েছিল রাজ্য মহিলা কমিশন। কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে 'শ্লীলতাহানি'-র কোনও অভিযোগ তাঁরা পাননি। তার পরেও মহিলাদের অভিযোগ নিয়ে তদন্তের জন্য দল গঠন করেছে রাজ্য পুলিশ।

আগামী বছর মাধ্যমিক শুরু ১৪ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হল সোমবার। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। জানান, আগামী বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। শেষ হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষা হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২২ ফেব্রুয়ারি ও ২৪ ফেব্রুয়ারি। চলতি বছরের মাধ্যমিক শুরু হয় ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। ১২ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা শেষ হয়।

কেন্দ্রের ভরসা আর নয়, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের টাকা দেবে রাজ্যই

আরামবাগে দেবের 'আবদারে' মমতার বড় ঘোষণা

মহেশ্বর চক্রবর্তী, হুগলি

প্রত্যাশা মতোই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগের প্রশাসনিক সভা থেকে উন্নয়ন নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন। লোকসভা ভোটের আগে আরও কল্পতরু হয়ে উঠলেন মমতা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বিরাট ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী। মঞ্চে ঘাটালের সাংসদ দেব অধিকারীর আবেদন শুনে তিনি বলেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত করবে রাজ্য সরকার।

এদিন মমতা বলেন, 'দেব হলেন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের চ্যাম্পিয়ন। সুতরাং তোমার আবদার আমি কিন্তু রেখেছি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা দেব আমাকে বলেছে। ইতিমধ্যেই আমি এ নিয়ে আলোচনা করে নিয়েছি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান আমরা তৈরি করছি। এই প্ল্যানের মাধ্যমে ১৭ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। কেন্দ্রীয় সরকার ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছে না বলে, প্রোজেক্টগুলি করা যায়নি। তবে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে আরও ১ হাজার ২৫০ কোটি টাকা লাগবে, আমি অলরেডি বলেছি। দেব যখন আমার কাছে বলেছে, দিদি ভাইকে তো ফেরাতে পারে না। কবে দিল্লি দেবে, তারপরে হবে! দিল্লির উপর ভরসা করে বসে না থেকে, এটা যাতে আমরা ৩-৪ বছরের মধ্যে রূপায়িত করতে পারি সেই নির্দেশ দিচ্ছি।' এছাড়াও দেবের সাংসদ এলাকায় ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোল্ডহাব হবে বলে ঘোষণা করেন। এদিন আরামবাগের কালীপুর মাঠের সভায় মমতার সঙ্গে ছিলেন ঘাটালের সাংসদ অভিনেতা দেব। মমতার ঘোষণার পর দেবের মুখে চওড়া হাসি লক্ষ করা যায়। আর এ থেকেই সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দেব যে ঘাটাল থেকে লোকসভায় লড়াই করছেন তা স্পষ্ট হয়। এদিন তিনি বলেন, 'আমি রাজনীতি ছাড়লেও, রাজনীতি আমাকে ছাড়বে না।' এর পরেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

এদিন আরামবাগে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান ও প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই আমজনতার কাছে রাজ্যের জনমুখী প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরেন তিনি। চলতি বছরে বাজেটে নতুন যে প্রকল্পগুলির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলিও তুলে ধরেন তিনি। সারা হুগলি জেলা জুড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করেন তিনি। রাস্তা থেকে শুরু করে সেতু ও ভবন নির্মাণ রয়েছে। সিঙ্গুরে কৃষকদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য মনুমেন্ট নির্মাণের কথা বলেন। এদিন সভা থেকে রাজ্যের চাকরি পরিস্থিতি নিয়ে গর্জে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১৫৫টি টিম পাঠিয়েছে কেন্দ্র। তারা গিয়ে রিপোর্ট দিয়েছে সব ঠিক আছে। তারপরও বকেয়া টাকা দেয়নি।' তিনি ঘোষণা করেন, গঙ্গাসাগরের উপর সেতু করবে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে নয়। অনেকদিন অপেক্ষা করা হয়েছে। ৬টি ইকোনমি করিডর করছি। তার পাশে শিল্প তৈরি হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন, 'চিকিৎসক সহায়ক যোগ্যশ্রীর মাধ্যমে নার্স নেওয়া হবে। এবার তৈরি হচ্ছে শিল্প।' আরামবাগের কামারপুকুরের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। তারকেশ্বর মন্দিরে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলে তিনি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে দেবের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া-সহ সভাধিপতি কৃষ্ণ চন্দ্র সাঁতরা, আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিব থেকে অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকেরা।

'আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার আরামবাগে মমতার সফর-সঙ্গী ছিলেন সাংসদ দেব। আরামবাগে এক সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে দেব বললেন, 'আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেব এদিন বলেন, 'আমি রাজনীতিতে এসেছিলাম দিদির হাত ধরে। আমি রাজনীতিতে থেকে গেলাম, দিদির হাত ধরে।' দেবের আরও দাবি, তিনি ঘাটালের মানুষের জন্যই আবার ফিরলেন। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের জন্য লড়াই করার জন্যই তিনি আবার ঘাটালে ফিরলেন, সে কথাও জানালেন দেব। বললেন, '২০২৪ সালে আমি জিতব কি জিতব না, তা জানি না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানটা যেন রাজ্য সরকারের হাত ধরেই হয়।'

সন্দেশখালি পরিদর্শন সেরেই দিল্লি রওনা হলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি পরিদর্শন সেরে ফিরেই দিল্লি রওনা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রাথমিকভাবে অনুমান, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে কেন্দ্রকে রিপোর্ট দিতেই এই সফর। যদিও এ বিষয়ে রাজভবনের তরফে স্পষ্টভাবে কোনও তথ্য মেলেনি।

সন্দেশখালি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কেন শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, তা নিয়ে সবর হয়েছিলেন তিনি। গত কয়েকদিনে স্থানীয়দের আন্দোলনে কার্যত জ্বলছে সন্দেশখালি। পরিস্থিতির জটিলতা বুঝে কেরল সফর কাটছাঁট করে বাংলায় ফিরেছেন রাজ্যপাল। সোমবার সকালে দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছন রাজ্যপাল বোস। সেখান থেকে সড়কপথে সোজা সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা দেন। সন্দেশখালির কাছে মিনাখাঁর বামনবাজারের কাছে ১০০ দিনের বকেয়ার দাবিতে তাঁর কনভয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তবে শেষমেশ ধামাখালি নদী পেরিয়ে সন্দেশখালি পৌঁছন রাজ্যপাল।

প্রথমে ত্রিমোহনী বাজারে যান রাজ্যপাল। সেখানে স্থানীয় মহিলাদের কাছে নানা অভাব অভিযোগের কথা শোনেন। এক এক করে তাঁদের হাড়হিম করা অভিজ্ঞতার কথা রাজ্যপালকে জানান। শিবু, শাহজাহানদের বিরুদ্ধে কেউ করেন শ্লীলতাহানির অভিযোগ। আবার কারও দাবি জমিজমা লুটপাট করে নিয়েছেন শাহজাহান। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বহু মহিলা। অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান গ্রামের নির্যাতিতা মহিলারা। রাজ্যপালের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করেন তাঁরা। সন্দেশখালি থেকে ফিরেই এবার দিল্লি গেলেন আনন্দ বোস। মনে করা হচ্ছে, সন্দেশখালি নিয়েই বিস্তারিত তথ্য কেন্দ্রের কাছে পেশ করবেন তিনি।

সন্দেশখালি নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: একমাসেরও বেশি সময় ধরে উত্তপ্ত সন্দেশখালি। জানুয়ারির গোড়া থেকে সেখানে অশান্তি ছড়ানোর পর সেভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে। তবে সোমবার আরামবাগ যাওয়ার পথে ডুমুরজলায় দাঁড়িয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'ওখানে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাদের তো গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি সকালে মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদের ওখানে পাঠিয়েছিলাম। ওঁরা দেখে এসে রিপোর্ট দিয়েছেন।' এই উত্তপ্ত পরিবেশেই সেখানে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর জবাব, 'যে কেউ যেতেই পারেন।' সন্দেশখালিতে আঁচ ক্রমশই বাড়ছে। এদিন সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন। সেখানে নারী নির্যাতনের যে অভিযোগ উঠেছে, তা খতিয়ে দেখতেই তাঁদের যাওয়া।এই পরিস্থিতিতে এতদিন পর মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তিনি আরামবাগ যাওয়ার পথে জানান, ওখানে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত তিনি বলবেন আরামবাগের সভা থেকে। মনে করা হচ্ছে, এদিনই তিনি শাহজাহানকে নিয়ে মুখ খুলতে পারেন।

সন্দেশখালি যাবে তৃণমূলও

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা উত্তপ্ত সন্দেশখালি। স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভ নতুন মাত্রা পেয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক সন্দেশখালি সফর নিয়ে। এরই মধ্যে শাসকদল তৃণমূলের পক্ষেও সন্দেশখালি যাওয়ার কর্মসূচি ঠিক হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার দুই বিধায়ক পার্থ ভৌমিক ও নারায়ণ গোস্বামী যাবেন শাহজাহান-গড় সন্দেশখালিতে। প্রসঙ্গত, পার্থ রাজ্যের সেচমন্ত্রী এবং নারায়ণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি। এই দুই নেতাকে পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকছে না তৃণমূল। এখন সন্দেশখালি থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে পুলিশ। রাজ্য প্রশাসন মনে করছে, আগামী শনিবারের মধ্যে ১৪৪ ধারা উঠে যাবে। সে ক্ষেত্রে রবিবার ওই এলাকার পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটি জনসভা করার ভাবনা তৃণমূলের। সেখানে পার্থ ও নারায়ণ ছাড়াও যাওয়ার কথা তিন মন্ত্রী রথীন ঘোষ, ব্রাত্য বসু ও সুজিত বসুর। এ ছাড়াও যাবেন বিধায়ক তাপস রায়, সুকুমার মাহাতো, নির্মল ঘোষ। এঁদের মধ্যে সুকুমার সন্দেশখালির বিধায়ক। তবে সেই সভার আগে আপাতত স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছেন পার্থ ও নারায়ণ। এর পাশাপাশি সুকুমারকে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট দিতে বলেছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই রিপোর্ট দেখার পরেই দল সভা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করবে।

বিহারে আস্থা ভোটে জয়ী নীতীশ, ভাঙন আরজেডির ঘরেও

পাটনা, ১২ ফেব্রুয়ারি: রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটল বিহারে। সোমবার বিহার বিধানসভায় আস্থা ভোটে জিতল নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। আস্থা প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট পড়ল ১২৯টি। নবমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরে আস্থা ভোটে জয় পেলেন জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ। তাঁর পক্ষে ভোট দিলেন লালুপ্রসাদ যাদবের দলের তিন বিধায়কও।

আস্থাভোটের আগে রীতিমতো হুঙ্কার দিয়েছিলেন বিহারের সদ্যপ্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। জানিয়েছিলেন, নীতীশের দলের বহু বিধায়ক তাঁর বিপক্ষে ভোট দিতে পারেন। খেলা এখনও বাকি আছে। কিন্তু সোমবার বিহারের বিধানসভায় অন্য 'খেলা' দেখতে পেলেন তেজস্বীরা। শুরু থেকেই এনডিএ বেঞ্চে গিয়ে বসলেন আরজেডির তিন বিধায়ক। ভোটাভুটি শুরুর আগেই পদত্যাগ করেন বিহার বিধানসভার স্পিকার। তার পরে বক্তৃতা পেশ করতে উঠে নীতীশকে লাগাতার আক্রমণ করেন তেজস্বী।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মহাগঠবন্ধন সরকার ছেড়ে ফের এনডিএ জোটে যোগ দিয়েছেন নীতীশ কুমার। আগের সরকার থেকে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির সঙ্গে নতুন সরকার গঠন করেছেন। রেকর্ড নবমবারের মতো বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। যার মধ্যে, চলতি মেয়াদেই তিনি তিন-তিনবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বর্তমান সরকারে উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিজেপির বিজয়কুমার সিন্‌হা এবং সম্রাট চৌধুরী।

কাতার থেকে ফিরলেন মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত নৌসেনা কর্তারা

ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রীকে

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি: মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ভারতীয় নৌসেনার আট কর্তাকে মুক্তি দিয়েছে কাতার। সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে দেওয়া বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে দেশে ফিরেছেন সাত নৌসেনা কর্তা। অষ্টম জনও দ্রুত ঘরে ফিরবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপেই কাতার সরকার সিদ্ধান্ত বদল করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কাতারে আটক থাকা নৌসেনাকর্তারা এর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই এর কৃতিত্ব দিচ্ছেন। ভিন দেশে মৃত্যুদণ্ড, সেখান থেকে মুক্তি, এমনকী সুস্থ শরীরে দেশে প্রত্যাবর্তনের এই ঘটনা যে নয়াদিল্লির বিরাট কূটনৈতিক জয়, তা বলা বাহুল্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কূটনীতিতে শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ডের সাজাই এড়ালেন না, সুস্থ শরীরে দেশেও ফিরে আসতে পারলেন ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন কর্তারা। দেশের মাটিতে পা রেখেই তাঁরা বললেন 'ভারত মাতা কি জয়'। একইসঙ্গে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ধন্যবাদ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ভারত সরকারকে। এ দিন সকালেই বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বন্দি ভারতীয়দের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাতার। নৌসেনার আটজন প্রাক্তন কর্তার মধ্যে ইতিমধ্যেই দেশে ফিরে এসেছেন সাতজন। কাতার থেকে ভারতে ফিরে এক প্রাক্তন নৌসেনা কর্তা বলেন, 'সুরক্ষিতভাবে দেশে ফিরতে পেরে আমরা খুব খুশি। আমরা অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। উনি ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন বলেই আমরা আজ দেশে ফিরতে পেরেছি।' উল্লেখ্য, নৌসেনা থেকে অবসরের পর কাতারে একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতে গিয়েই ফেঁসে গিয়েছিলেন এই আটজন। তাঁদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ ওঠে। ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে কাতার আদালতের তরফে ক্যাপ্টেন নভতেজ সিং গিল, ক্যাপ্টেন সৌরভ বশিষ্ট, কম্যান্ডার পুরনেন্দু তিওয়ারি, ক্যাপ্টেন বীরেন্দ্র কুমার ভর্মা, কম্যান্ডার সুগুনাকর পাকালা, কম্যান্ডার সঞ্জীব গুপ্তা, কম্যান্ডার অমিত নাগপাল ও সেলর রাগেশকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। এই সাজা ঘোষণার পরই উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারত সরকার। এরপরে ডিসেম্বর মাসেই ভারত সরকারের কূটনৈতিক পদক্ষেপের পর কাতারের তরফে ওই আট ভারতীয়ের মৃত্যুদণ্ডের সাজা বাতিল করে দেওয়া হয়।

সন্দেশখালি ইস্যুতে মমতাকে আক্রমণ স্মৃতির

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি: সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে লাগাতার আক্রমণ করে চলেছেন রাজ্য বিজেপি নেতারা। রাজ্যপালের কাছেও গিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীরা। বিধানসভায়ও এই নিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপি বিধায়করা। এবার সন্দেশখালি ইস্যুতে মমতা সরকারকে তুলোধনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তিনি। কেন সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ করছে না, তার কারণও জানালেন কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, 'এই ব্যক্তিরা কারা? সন্দেশখালিতে মহিলাদের ধর্ষণের দায়িত্বে কারা ছিল? মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হবে, কোথায় শেখ শাহজাহান। ইডি অফিসারদের ঘেরাও করা, ইট-পাথর ছুড়ে আহত করার সময় এই ব্যক্তির নাম শোনা গিয়েছিল। আপনি নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে মহিলাদের সম্মান বেচে দিচ্ছেন। জবাব আপনাকে দিতেই হবে।'

'বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসের জন্য আটকে নিয়োগ, এটা দুর্নীতি'

বিরোধীদের আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের নিয়োগ-জট নিয়ে বাম-বিজেপি ও কংগ্রেসকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের জন্যই শিক্ষক নিয়োগ আটকে রয়েছে বলে অভিযোগ করলেন তিনি। মমতার অভিযোগ, বিরোধীরা আমজনতার বদলে নিজেদের স্বার্থের কথা বেশি ভাবছে. আর তাই সরকার নিয়োগের প্রস্তুতি নিলেই মামলা ঠুকছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বহু শূন্যপদ রয়েছে। কিন্তু নিয়োগ করতে পারছি না। এই বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস নেতাগুলোর জন্য নিয়োগ আটকে রয়েছে। চাকরি পেলে ওদের লোকসান।' বিরোধীদের বিরুদ্ধে পালটা 'দুর্নীতি' তোপ দেগে মমতার দাবি, 'এটা একটা বড় দুর্নীতি। যারা মানুষের কাজ আটকায় সেটা বড় দুর্নীতি। চাকরি আটকাতে নেই, এটা মনে রাখবেন।'

এবার রাজ্য বাজেটে ৫ লক্ষ সরকারি শূন্যপদে নিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়াও ১ লক্ষ শিক্ষক পদ, পুলিশের ৬০ হাজার পদও ফাঁকা রয়েছে বলে সোমবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সমস্ত পদে নিয়োগ করতে চায় রাজ্য। কিন্তু বিরোধীদের জন্য সরকারের সেই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারছে না বলে দাবি তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, '৬০ হাজার পুলিশ, ১ লক্ষ শিক্ষক, বিভিন্ন দপ্তরে ৫ লক্ষ যুবক-যুবতীকে নেওয়া হবে। যেই আমরা রেডি করছি, ওমনি (বিরোধীরা) মামলা ঠুকে দিচ্ছে। আর হাসতে-হাসতে বলছে, দেখলে তো চাকরিটা হতে দিলাম না। যেন জমিদারি পেয়ে গিয়েছেন! ক্ষমতা থাকলে ভোটে লড়ুন। গণতন্ত্রের লড়াইটা রাস্তায় নেমে করুন।'

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয় বিরোধীরা। এবার তাদেরই সেউ দুর্নীতি কাঁটায় বিঁধলেন মমতা। বলেন, 'সবকিছুতে দুর্নীতি করবেন না। এটা একটা বড় দুর্নীতি। যারা মানুষের কাজ আটকায় সেটা বড় দুর্নীতি।' রেলের নিয়োগে 'বেনিয়ম' নিয়ে সরব হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যান, রেলে দেখুন, কত দুর্নীতি হয়েছে! আমরা তো কখনও বলি না। যাই হোক, ছেলেমেয়েরা চাকরি তো পাচ্ছে। চাকরি আটকাতে নেই, এটা মনে রাখবেন।' পরিশেষে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের বার্তা, 'সিপিএম আর বিজেপি নেতাদের বলুন, বেকার যুবক-যুবতীদের ভবিষ্যত নষ্ট না করতে। এই চাকরিগুলো আটকাবেন না।' মমতার প্রশ্ন, 'চাকরিগুলো আটকাতে একটু মায়া লাগে না?'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৮/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট আমি Molay Kanti Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Monindra Chandra Ghosh ও Monindra Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৮/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯৯৮ নং এফিডেভিট বলে Pintu Kumar Pal S/o. Narendra Nath Pal ও Pintu Kr. Pal S/o. Late Narendra Nath Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Samar Kumar Bhattacharyya S/o. Monotosh Bhattacherjee ও Samar Kumar Bhattacharya S/o. M. Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৮৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Priya Mandal (old name) W/o. Asis Mandal R/o. Saheb Bagan, Bandel, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Priya Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Priya Mandal & Priya Mondal W/o. Asis Mandal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Atrai Mandal.

নাম-পদবী

গত ০৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২০৫০ নং এফিডেভিট বলে Amlan Mukherjee S/o. Kalyan Kumar Mukherjee ও Dr. Amlan Mukherjee S/o. K. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২০৫১ নং এফিডেভিট বলে Debashish Banerjee S/o. Anil Kumar Banerjee ও D. Banerjee S/o. A. K. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২১১৮ নং এফিডেভিট বলে Samar Banerjee S/o. Narayan Chandra Banerjee ও Samar Bandyopadhyay, Samar Bandopadhyay S/o. Lt. N. Bandyopadhyay, Narayan Bandopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Buddhadeb Mondal S/o. Hajari Mondal R/o. Bali More, Kalitala, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে Buddhadeb Mondal & Shibu Mondal S/o. Hajari Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Souvik Mondal.

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Buddhadeb Mondal S/o. Hajari Mondal R/o. Bali More, Kalitala, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে Buddhadeb Mondal & Shibu Mondal S/o. Hajari Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sougata Mondal.

নাম-পদবী

LIC এর 428247758 পলিসিতে আমার নাম সুপর্ণা সাহা মৃত বীমাকারীর (সুভাষ সাহা) স্ত্রী হিসাবে এবং বয়স ২১ বছর লেখা হয়েছে। ৫-২-২৪ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে আমি মৃত বীমাকারীর ভাইঝি হিসাবে এবং বয়স ২৯ বছর করা হয়েছে।

নাম-পদবী

আমি Sumana Das, Vill+ P.O.- Barnia, P.S.- Palashipara, Dist- Nadia, West Bengal, Berhampore Notary Public Affidavit being Sl. No.- 1119, Dt- 05-02-2024 বলে ধর্মান্তরীত হয়ে Aysha Khatun হলাম। Sumana Das এবং Aysha Khatun এক ও অভিন্ন ব্যক্তি

নাম-পদবী

আমি Masiar Rahaman Mallick, S/O. Lt. Sariutulla Mallick, সাং + পোঃ বড়বাড়িয়া, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB 5119870054420 নাম Md. Mashiar Mallick, S/O. Md. Shoriotulla Mallick হইয়াছে। ০৭.০২.২০২৪ তারিখের রানাঘাট ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিটবলে Masiar Rahaman Mallick, S/O. Lt. Sariutulla Mallick ও Md. Mashiar Mallick, S/O. Md. Shoriotulla Mallick একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২৯শে মাঘ। মঙ্গলবার। চতুর্থী তিথি। জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা, বিংশোত্তোরী শনি মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান।ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধি র সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ।মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানি র মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ।শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তি র বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো।শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ,ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(শ্রী শ্রীগনপতিবরদা চতুর্থী দিবস। বিনায়ক চতুথী ব্রতম সংক্রান্তী)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
মোকাম মেদিনীপুর সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশান) ১ নং আদালত
Ref.:- Other Suit Case No. - 18/2022
সেক মুস্তাক হাবিব... বাদী
বনাম
শ্রীমতি মঞ্জু প্রঃ মঞ্জুরানী সুর.. বিবাদিনী

শ্রীমতি মঞ্জু প্রঃ মঞ্জুরানী সুর, স্বামী- শ্রী সৈলেশচন্দ্র সুব, সাং -ছোটবাজার, পোঃ + থানা-মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্তমান ঠিকানা সাং - জামকুন্ডা, পোঃ - হরিশপুর, থানা - মেদিনীপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর .... **বিবাদিনী**

এতদ্বারা, জানানো হইতেছে যে, আপনার বিরুদ্ধে সেক মুস্তক হাবিব, পিতা - সেক মুসলেম আলি, সাং- - বৈজুয়ারা (বেজারা), পোঃ - মুগবসান, থানা- কেশপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, উপরিউল্লিখিত আদালতে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্বন্ধে উপরিউল্লিখিত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ত্রিশ দিন মধ্যে আপনি স্বয়ং বা আপনার পক্ষে ব্যবহার জীবি হাজির না হইলে আপনার অনুপস্থিতিতে একতরফা মতে অত্র মোকর্দ্দমা শুনানী হইবে।

-ঃ তপশীল সম্পত্তির বিবরন :-

জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও A.D.S.R. অফিস- মেদিনীপুর, মৌজা- জামকুন্ডা, ৬/১ পাচখুরি গ্রাম পঞ্চায়েত জে. এল. নং - ১৯৯, আর এস. খতিয়ান নং - ১২৫, হাল খতিয়ান নং - ১২৫/১, ১২৫/২, এল. আর. খতিয়ান নং - ৫৪৮ এবং ৫৪৪ মিউটেশান পরবর্তী এল. আর. খতিয়ান নং -৪০৯৮, আর. এস. এবং এল. আর. দাগ নং - ৩৬ বাস্তযোগ্য ০৫ ডেঃ, আর. এস. এবং এল. আর. দাগ নং - ৩৬/১৩৮৬ বাস্ত ০২ ডেঃ, ৭০০ বর্গফুট যুক্ত একতল এবং ৭০০ বর্গফুট যুক্ত দ্বিতল (1st Floor) সর্ব্বমোট ১৪০০ বর্গফুট যুক্ত সম্পূর্ণ পোক্তা গৃহ ইত্যাদি।

৩৬/১৩৮৬ দাগের পরিমাপ ০২ ডেঃ, উত্তর বাহু - ৩৫ ফুট, দক্ষিন বাহু - ৩৫ ফুট,পূর্ব বাহু - ২৮ ফুট, পশ্চিম বাহু - ২৮ ফুট। ৩৬ দাগের পরিমাপ ০৫ ডেঃ, উত্তর বাহু - ৭৬ ফুট, দক্ষিন বাহু - ৬২ ফুট, পূর্ব বাহু - ২৪ ফুট, পশ্চিম বাহু - ৪৫ ফুট, **চৌহদ্দী** :- উত্তর - প্রস্তাবিত ১২ ফুটের কাঁচা রাস্তা, দক্ষিন - ৪০ ফুটের পাকা রাস্তা, পূর্ব - প্রস্তাবিত ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম - ৩৬ দাগের বাকী অংশ ।

অনুমতি অনুসারে
অয়ন চক্রবর্ত্তী (ভারপ্রাপ্ত)
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশান)
১ নং আদালত, ০৮.০২.২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

‘একশো দিনের কাজের টাকা আটকাতে মিথ্যা অনিয়মের অভিযোগ আনছে কেন্দ্র’

নিজস্ব প্রতিবেদন: একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রাখতে রাজ্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা অনিয়মের অভিযোগ আনছে কেন্দ্র। রাজ্যের খেটে খাওয়া গরিব মানুষকে বঞ্চিত করতে মিথ্যার বেসাতি শুরু করেছেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা। সোমবার বিধানসভায় রীতিমত তথ্য প্রমাণ দিয়ে একথা দাবি করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। বিধানসভায় পঞ্চায়েত দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা শেষে জবাবি ভাষণে তিনি এবিষেয় বিস্তারিত পরিসংখ্যান পেশ করেন। পঞ্চায়েতমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে অসত্য অভিযোগ তোলা হচ্ছে। মিথ্যার বেসাতি করে কেন্দ্রীয় সরকার এরাজ্যের গরিব মানুষকে আইন সিদ্ধ ন্যায্য প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। তিনি জানান, এ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি তাঁর কাছে রয়েছে প্রয়োজনে বিরোধীরা তা দেখতে পারেন। ২০-২১ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত এমজিনারেগা প্রকল্পের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বা টাকা ব্যবহারের সংশাপত্র, অডিট রিপোর্ট, কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া প্রাপ্তি স্বীকারের চিঠি-সহ সমস্ত নথি স্পিকারের কাছে জমা দেন। এদিন কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া মোট ৬৫ টি প্রাপ্তি স্বীকারের চিঠির প্রতিলিপি তিনি জমা দিয়েছেন। ভুয়ো জব কার্ড প্রসঙ্গেও বিরোধীদের তোলা অভিযোগ খারিজ করে দিয়ে প্রদীপ বাবু বলেন, ২০২১ সালে একশো দিনের জব কার্ডের সঙ্গে আধার যোগ শুরু হওয়ার পর থেকে গত বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত এরাজ্যের ৯৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ জবকার্ডধারির আধার যোগের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এসময়ের মধ্যে রাজ্যে ২২ লক্ষ্যের কিছু বেশি জব কার্ড বাতিল করা হয়েছে। যেখানে বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশে ৫২ লক্ষের বেশি ভুয়ো জব কার্ড বাতিল হয়েছে। তা স্বত্তেও শুধুমাত্র এরাজ্যেই দরিদ্র মানুষের টাকা কেন্দ্র আটকে রাখা হয়েছে। এর আগে সরকার পক্ষের বিধায়করা পঞ্চায়েত দপ্তরের বাজেট আলোচনায় অংশ নেন। তবে বিরোধী দলের কোনও সদস্যই এসময় বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন না। যা নিয়ে তাদের কটাক্ষ করেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী-সহ অন্যান্য বক্তারা। প্রদীপ বাবু বলেন, সত্যি কথাটা শোনার সাহস নেই বিরোধীদের। সেকারণেই তাঁরা পালিয়ে গিয়ে মুখ বাঁচাচ্ছেন। আলোচনা শেষে ধ্বনি ভোটে পঞ্চায়েত দপ্তরের বাজেট প্রস্তাব বিধানসভায় গৃহীত হয়।

মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ শিবরাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: সোমবার হাওড়াতে দলীয় সংগঠনের কাজে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দাগলেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের পুন্য ভূমিকে দুর্নীতির রাজ্য বানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্নীতি তার চরম শিখরে রয়েছে। জনতা ত্রাহি ত্রাহি করছে। এর থেকেই রাজ্যে পরিবর্তন হবে।’ এছাড়াও দেশের ইন্ডিয়া জোট প্রসঙ্গে শিবরাজ বলেন, ‘ ইন্ডিয়া জোট এখন নিজেদের মধ্যেই লড়াই করছে। মমতা কংগ্রেসকে তার অওকাত দেখিয়ে বলছে ৪০ টির বেশি আসন পাবে কি না! অরবিন্দ কেজরিওয়াল আরেক অওকাত দেখাচ্ছে। পাঞ্জাবে একলা লড়বে আবার দিল্লির বিষয়ে ভাববে। নির্বাচনের আগেই ইন্ডিয়া জোট ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। নির্বাচন চলাকালীন এর অস্তিত্ব মুছে যাবে। আমরা আমাদের কাজ করছি। নরেন্দ্র মোদির আকর্ষণে প্রভাবিত হয়ে লোকেরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, তাঁদেরকে স্বাগত জানাই।’ এছাড়াও সন্দেশখালির ঘটনার প্রেক্ষিতে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার দাবি করেন। পাশপাশি নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তাকেই হাতিয়ার করে বিজেপি নির্বাচনে সামিল হবে বলেও জানান।

প্ল্যাটফর্মে আগুন জ্বালানো যাবে না, কড়া পদক্ষেপ রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্ল্যাটফর্মে গরম চা, ঘুগনি অথবা গরম চপ খেতে অনেকের ভালো লাগে। অমেক সময় দেখা যায় প্ল্যাটফর্মে স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না হচ্ছে। এ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে চলেছে পূর্ব রেল।

‘রেলওয়ে ক্যাটারিং পলিসি’ অনুযায়ী কোনভাবেই প্ল্যাটফর্মে আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ। পূর্ব রেলের দাবি , আগুন থেকে ঘটে যেতে পারে বিপজ্জনক দুর্ঘটনা। তাই পূর্ব রেল জানাচ্ছে প্ল্যাটফর্মের এই দোকানগুলি, যারা চা অথবা ঘুগনি বিক্রি করছেন, বিশেষ করে শিয়ালদা সাউথ অথবা মেনলাইনেই হোক, রেল থেকে এরকম কোন ঠেলাগাড়ি বা অস্থায়ী দোকানকে অনুমোদন দেওয়া হয়নি। এগুলি সম্পূর্ণ বেআইনি। পাশাপাশি রেলের আরও দাবি আগুন যদি কোন ভাবেই এই অননুমোদিত দোকানগুলি থেকে ছড়িয়ে পড়ে তবে রেলের মতো জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি তো হবেই সঙ্গে যাত্রীদেরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে প্ল্যাটফর্মে আগুন জ্বেলে রান্না বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে রেল। এ ব্যাপারে যাত্রীদেরও সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়েছে।

সরস্বতী পুজোয় কম মেট্রোরেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার সরস্বতী পুজোর দিন কমছে মেট্রোর সংখ্যা। ওইদিন ১০৬টির বদলে গ্রিন লাইনে ৯০টি রেক চলবে।

প্রথম পরিষেবা
০৬৫৫ টায় শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর পর্যন্ত (কোনও পরিবর্তন নেই)
০৭০০ টায়। সল্টলেক সেক্টর থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই)

শেষ পরিষেবা
২১৩৫ টায়। শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই)
২১৪০ টায়। সল্টলেক সেক্টর থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই)

ওই দিন জোকা-তারাতলা লাইনে কোনও মেট্রো পরিষেবা মিলবে না।

‘প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েল’
বাইডেনের এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নেতানিয়াহু

গাজা, ১২ ফেব্রুয়ারি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দীর্ঘদিন নাকি কথা বলেন না ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এক সাক্ষাৎকারে নিজেই এই কথা জানালেন ইহুদি দেশটির রাষ্ট্রনেতা। খোলসা করলেন ‘বন্ধু’ বাইডেনের সঙ্গে ‘মনোমালিন্যের’ আসল কারণ। এই সংঘাতের মূলে নাকি রয়েছে মাত্র তিনটি শব্দ। গাজায় ইজরায়েলি সেনার হামলায় প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল আমেরিকা। সেই থেকেই কূটনৈতিক মহলে কানাঘুষো শুরু হয়েছে, ইজরায়েলের পাশ থেকে সরে আসতে চাইছে আমেরিকা! এই প্রেক্ষিতে এমন কোন কথার জন্য দূরত্ব বাড়ল দুই নেতার মধ্যে? কী জানালেন নেতানিয়াহু?

রয় সূত্রে খবর, গত রবিবার ফক্স নিউজের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রয়োগ করা তিনটি শব্দই নাকি তাঁদের মনোমালিন্যের কারণ। গাজায় ইজরায়েলের হামলাকে তিনটি শব্দে ব্যাখ্যা করেছিলেন বাইডেন। সেই শব্দগুলো হল ‘ওভার দ্য টপ’। এনিয়েই নেতানিয়াহু বলেন, হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েল যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে আমেরিকা আমাদের পাশে রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এই সমর্থনে আমরা আপ্লুত। আমি তাঁর সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। কিন্তু ওই তিন শব্দের মাধ্যমে বাইডেন ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন তা আমি জানি না। সেদিনের পর থেকে ওঁর সঙ্গে আমি আর কথা বলিনি।

উল্লেখ্য, ইজরায়েলের হামলায় গাজায় মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। প্রাণ হারাচ্ছেন হাজার হাজার মহিলা ও শিশুও। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন বাইডেন। গত বছরে ডিসেম্বরে গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যু নিয়ে তিনি ফোনে কথা বলেছিলেন নেতানিয়াহুর সঙ্গে। সেই সময়ই হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলি ফৌজের হামলাকে ‘ওভার দ্য টপ’ বলেছিলেন তিনি। যার অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েল। বিশ্লেষকদের মতে, বাইডেনের এই মন্তব্য ভালোভাবে নেননি নেতানিয়াহু। সেসময় তিনিও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত লড়াই চলবে।

বলে রাখা ভালো, গাজায় মৃত্যুমিছিল রুখতে রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল। রক্তপাত থামাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস। কিন্তু আমেরিকার ভেটোতেই তা আটকে যায়। ওয়াশিংটনের যুক্তি ছিল, এই প্রস্তাবে যুদ্ধের ময়দানে পরিস্থিতি কিছুই পালটাবে না। বাস্তব থেকে যোজন দূরে এই প্রয়াস। এটা অর্থহীন। উল্লেখ্য, গত বছরের ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিতে হামাসকে চিরতরে মুছে ফেলার পণ করেছে ইজরায়েল। জঙ্গিদের নিকেশ করতে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। ইতিমধ্যে চার মাসের যুদ্ধে প্রাণ গিয়েছে প্রায় ২৮ হাজার মানুষের।

জামিন পেলেন মণীশ সিসোদিয়া

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি: জামিন পেলেন মণীশ সিসোদিয়া। তিন দিনের জন্য দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীকে জামিন দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভেনিউ আদালত। জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মণীশের ভাইঝির বিয়ের অনুষ্ঠান রয়েছে। সেখানে যোগ দেওয়ার জন্যই তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। উল্লেখ্য, দিল্লিতে আবগারি দুর্নীতির কারণে গত বছর থেকে জেলবন্দি ছিলেন সিসোদিয়া। সিসোদিয়া এর আগে একাধিকবার জামিনের আবেদন করলেও তা খারিজ করে আদালত। আবগারি মামলায় সিবিআইয়ের পরে ইডির হাতেও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তিনি। তার পরে সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন করেও ধাক্কা খান তিনি।

অর্থকরী ফসলের জন্য বিমার প্রিমিয়াম দিতে হবে না কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে কোনো অর্থকরী ফসলের জন্য সংশ্লিষ্ট কৃষককে আর বিমার প্রিমিয়াম দিতে হবেনা। রাজ্য সরকারই এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ বহন করবে। রাজ্য বিধানসভায় সোমবার কৃষি দপ্তরের বাজেট আলোচনার শেষে জবাবি ভাষণে কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

তিনি জানান, আগামী অর্থ বছরের শুরু থেকেই আলু-সহ সমস্ত অর্থকরী ফসলের চাষিরা এই সুবিধা পাবেন। কৃষকদের স্বার্থে এরাজ্যেই প্রথম এধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রীর দাবি। তিনি জানান, ২০২৩ সালের খারিফ মরশুমে প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষক বাংলা শস্য বিমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় নাম নথিভুক্ত করেছেন। ২০১৯ সালে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত ৯৮ লক্ষ কৃষককে এই প্রকল্পের আওতায় ফসলের ক্ষতি বাবদ ২৮৩৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে রাজ্যের সাফল্য তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী বিধানসভায় জানান, ২০১০-১১ আর্থিক বছরের নিরিখে এই সময় ধানের উৎপাদন ৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন বেড়েছে। ২২-২৩ আর্থিক বছরে রাজ্যে প্রায় ১৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদন হয়েছে। ধান উৎপাদনে রাজ্য দেশের মধ্যে প্রথম স্থানে পৌঁছে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজ্যে ডালের উৎপাদন ২৬০ শতাংশ, তৈলবীজ উৎপাদন ১৮০ শতাংশ এবং সামগ্রিক ভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১২৯ শতাংশ বেড়েছে। বিভিন্ন কৃষি প্রকল্প ও রাজ্যকে সারের বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে কৃষিমন্ত্রী বিধানসভায় সরব হন। তিনি অভিযোগ করেন, বাজেটে সারে ভর্তুকির অঙ্ক কমিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যে আলু চাষিদের ভাতে মারতে এনপিকে সারের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। দিল্লির কাছে ৫.৭৩ লক্ষ টন সার চাওয়া হয়েছিল। মিলেছে মাত্র ৭৫ হাজার টন।

অন্যদিকে তিনি জানান, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে কৃষকদের আয় বেড়েছে অতীতের তুলনায় ৩ গুণ। রিজার্ভ ব্যাংকের রিপোর্ট থেকেই এই তথ্য সামনে এসেছে। কৃষি দপ্তরের কাজে আরো গতি আনতে রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ১২২ জন আধিকারিককে খুব শীঘ্রই নিয়োগ করার কথাও কৃষিমন্ত্রী ঘোষণা করেন এর আগে শাসক দলের বেশ কয়েকজন সদস্য কৃষি দপ্তরের বাজেট আলোচনায় অংশ নেন। তবে বিরোধী বিজেপির কোনো বিধায়কই কৃষি দপ্তরের বাজেট আলোচনার সময় বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন না। একমাত্র বিরোধী আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি আলোচনায় অংশ নিয়ে কৃষি দপ্তরের লোকাভাব, কৃষি জমির চরিত্র বদল নিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আলোচনার শেষে কৃষি দপ্তরের বাজেট প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

অ্যাপের মাধ্যমে ঘরের রান্না পৌঁছবে বিভিন্ন প্রান্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দারুণ রান্না করেন, কিন্তু কিন্তু ভিন রাজ্যে থাকা ছেলের জন্মদিনে তার পছন্দের খাবার পৌঁছে দিতে পারছেন না। এবার সেই সমস্যারও সমাধান হতে চলেছে। বাড়িতে তৈরি রান্না শুধু ভিন রাজ্যের আত্মীয়দের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন তাই নয়, দিল্লি-মুম্বই-আমেদাবাদ কিম্বা দেশের অন্য কোনও শহরে ঘরে তৈরি রান্না বিক্রিও করা যাবে। কলকাতার ‘টি টু পি’ নামে একটি সংস্থা বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে তা পৌঁছে দেবে দেশের অন্য শহরে। কিংবা অন্য কোনও শহরের গরম খাবার খেতে চাইলে সেই খাবারও এক রাতের মধ্যেই পৌঁছে যাবে যে কোনও বাড়িতে।

কলকাতার ‘চারবুনি সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড’ এতদিন রেস্তোরাঁয়া রান্না করা খাবার পৌঁছে দিত এক শহর থেকে অন্য শহরে। কিন্তু এখন তারা হোম ডেলিভারির দায়িত্ব নিচ্ছে। কলকাতা, পাটনা, লখনউ, দিল্লি, গুরগাঁও, ফরিদাবাদ, নয়ডা ও গ্রেটার নয়ডা, গাজিয়াবাদ, জয়পুর, অমৃতসর, মুম্বই, নবি মুম্বই, থানে, পুণে, চিনচৌড়, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, কোচি ও গোয়ায় এই পরিষেবা রয়েছে। আগামী ৩০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে আমেদাবাদ, চেন্নাই, কানপুর, লুধিয়ানা ও গুয়াহাটিতে।

অডিও মাধ্যমে চৈতন্যদেবের মতাদর্শ ‘জীবাতু’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্যকে তুলে ধরা এবং গৌড়ীয় সন্ত জীবনী ও বাণীকে আধুনিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে শুরু হল ‘জীবাতু’ নামে অডিও বুক। জীবাতুর অর্থ হল জীবনধারণের আহার বা রসদ। সাধু সন্তরা মনে করেন, এই অডিও বুক শ্রবনের মাধ্যমে জীব অর্থাৎ মানুষ তার আধ্যাত্মিক আহার বা জীবনধারণের আহার বা রসদ পেয়ে যাবেন। আধুনিক শ্রোতাদের কথা ভেবেই মূল প্রবন্ধের ভাবকে বিকৃত না করে কিছুটা ভাষার সরলীকরণ করে পরিবেশন করা হয়েছে ।

গৌড়ীয় মঠ ও ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে সোমবার এই ‘জীবাতু’ অডিও বুকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও সভাপতি শ্রীমৎ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। তিনি বলেন, ‘জীবাতু’ দ্বারা আপামর বাংলা ভাষী বা বাংলা জানা মানুষের কাছে গৌড়ীয় সন্তদের জীবনী এবং প্রভুপাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের কর্মকাণ্ড ও গৌড়ীয় দর্শন পৌঁছে দেওয়া যাবে। মানুষ কর্মব্যাস্ততার মধ্যেও এটি শুনতে পারবেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ২৯ মাঘ ১৪৩০ মঙ্গলবার

গ্রেপ্তার করা হবে না আশ্বাস দিলে হাজিরা দেবেন শাহজাহান

আইনজীবী মারফৎ আদালতে আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অশান্ত সন্দেশখালি। পুড়ছে বাড়িঘর। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন রাজ্যপালও। কিন্তু রাজ্যপালের আশ্বাস সত্ত্বেও অধরা সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা' তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহান। আইনজীবীর সাহায্যে আদালতে তাঁর বক্তব্য পৌঁছে গেলেও শাহজাহানের টিকিও ছুঁতে পারেনি পুলিশ।

এই পরিস্থিতিতে শেখ শাহাজাহানের আইনজীবী মারফৎ আদালতে আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গেল। শাহজাহানের আইনজীবীর আবেদন ছিল, গ্রেপ্তার করা হবে না বলে জানানো হোক। তাহলেই ইডির হাজিরা দেবেন তৃণমূল নেতা। বিরোধিতা করেন ইডির আইনজীবী।

পুলিশের খাতায় ফেরার হয়েও আদালতে আগাম জামিনের আর্জি জানিয়েছেন শেখ শাহাজাহান। এদিন ব্যাঙ্কশাল আদালতে ছিল জামিন মামলার শুনানি। সেখানেই শাহজাহানের আইনজীবী আগাম জামিনের আর্জি করেন। বলেন, '২ দিন সময় দেওয়া হোক। গ্রেপ্তার করা হবে না তা নিশ্চিত করা হোক। তাহলে হাজিরা দেবেন শেখ শাহজাহান।'বিরোধিতা করেন ইডির আইনজীবী। রক্ষকবচ প্রসঙ্গে তিনি সাফ জানান যে, তিনি কোনও দায় নেবেন না। ইডির আইনজীবী আদালতে বলেন, 'তল্লাশিতে যাওয়া হয়েছিল। গ্রেপ্তারির প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি। এখানে বিষয়টা ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি।' ইডির আইনজীবী সন্দেশখালির ঘটনার কথা ফের তুলে ধরেন আদালতে। জানান, শাহজাহানের বাড়িতে অভিযানের দিন ইডিকে পাথর ছোড়া হয়েছিল। আক্রমণ করে ইডির বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। আদালতে আগাম জামিনের আর্জি নিয়েও উষ্মাপ্রকাশ করেন আইনজীবী। এর পরই বিচারক শাহজাহানের আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, ওনার মক্কেল কেন ইডির তলবে যাচ্ছেন না? জবাবে তিনি বলেন, তদন্তকারীদের ধারণা শাহজাহান সীমান্ত দিয়ে বিদেশে টাকা পাচার করেন। উনি প্রভাবশালী। মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ। তথ্য নষ্টের আশঙ্কায় জামিনের বিরোধিতা করা হচ্ছে। তাই শাহজাহানের আশঙ্কা তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তবে গ্রেপ্তার করা হবে না নিশ্চিত হলেই শাহজাহান প্রকাশ্যে আসবেন বলেই জানালেন আইনজীবী।

কুমোরটুলি থেকে স্কুলে পুজোর জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে। ছবি: অদিতি সাহা

বাকিবুরের আইনজীবীর আবেদনে টাকা নয়ছয়ের আশঙ্কা ইডির

হিসেব দিলে তবেই চেকে সইয়ের অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানের চালকল রয়েছে। এদিকে, বাকিবুর এই মুহূর্তে ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা সংক্রান্ত নথিতে সই করতে না পারায় চাল কলের কর্মীদের বেতন আটকে গিয়েছে বলে আদালতে জানান বাকিবুরের আইনজীবী। আবেদন করেন চালকল চালানোর জন্য ব্যাঙ্কিং নথিপত্রে বাকিবুরকে সই করার অনুমতি দেওয়া হোক।

সোমবার এই আবেদনেরই বিরোধিতা করলেন ইডির আইনজীবী। রাইসমিল বা চালকল চালু রাখতে চেক এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত নথিতে স্বাক্ষরের অনুমতি দিলে টাকা নয়ছয় হতে পারে। আদালতে দাঁড়িয়ে এমনই আশঙ্কাপ্রকাশ করল ইডির। কোন খ াতে কত টাকা কাজে লাগানো হবে, সে সংক্রান্ত নথি বাকিবুরের আইনজীবীকে জানাতে হবে বলেই দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার।

গত ২ ফেব্রুয়ারির শুনানি বাকিবুর রহমানের আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেল চেক এবং ব্যাঙ্কের নথিপত্রে সই করতে পারছেন না বলে তাঁর রাইসমিলের কর্মীদের বেতন দিতে সমস্যা হচ্ছে। যাতে তিনি ব্যাঙ্কের নথিপত্রে সই করতে পারেন, সেই আবেদন জানান। সোমবার ওই মামলার শুনানিতে বাকিবুরের আইনজীবী বলেন, 'এনপিজি রাইসমিলের অন্তত ১ হাজার কর্মচারী রয়েছেন। তাঁদের বেতন, পিএফ, ইএসআই দিতে হয়। রাইসমিল চালাতে ইলেকট্রিক বিল দিতে হয়। ৭৫ কোটি টাকা লোনের ইএমআই দিতে হয়। তাই পাঁচটি চেক আপাতত দেওয়া হয়েছে। এখন এগুলি না হলে রাইসমিল বন্ধ হয় যাবে। ইডি প্রত্যেকক্ষেত্রে হিসাবপত্র জানতে চাইছে। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ বলা কষ্টকর। বাকিবুরের আইনজীবীর দাবি শুনে বিচারক ইডির কাছে জানতে চান, 'কেন আপনারা নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ জানতে চাইছেন?' ইডি তার পরিপ্রেক্ষিতে টাকা নয়ছয়ের আশঙ্কার কথা জানায়।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ইএমআই বা যাঁকে যা দেওয়া হবে, তার হিসাব দেওয়া হোক। এটা টাকার বিষয়। নইলে অন্য জায়গায় টাকা পাঠিয়ে অ্যাকাউন্ট ফাঁকা হয়ে যেতে পারে। যদিও পুঙ্খানুপুঙ্খ খ রচখরচার হিসাব দিতে রাজি না হলেও মোটের উপর একটি হিসাব দিতে রাজি হন বাকিবুরের আইনজীবী।

রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে প্রথমেই বাকিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তার পর একে একে গ্রেপ্তার হন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং শংকর আঢ্য। বর্তমানে এই একই মামলায় ইডির স্ক্যানারে শেখ শাহজাহান। যদিও তাঁর খোঁজ পাচ্ছেন না তদন্তকারীরা।

সন্দেশখালি-কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সন্দেশখালি-কাণ্ডের প্রতিবাদে ব্যারাকপুর জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চ মিছিল করল সোমবার। এদিন বিকেলে ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছ থেকে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে টিটাগড় থানা পর্যন্ত যাওয়ার কথা থাকলেও পুলিশ চিড়িয়া মোড়ে তাদের আটকে দেয়। মিছিলে ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সম্পাদক যথাক্রমে পিনাকী চট্টোপাধ্যায় ও রোহিত সাউ। মিছিল থেকে শেখ শাহজাহান বাহিনীকে গ্রেপ্তারের দাবি করা হয়। পিনাকি চট্টোপাধ্যায় জানান, সন্দেশখালিতে মা-বোনদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এই মিছিল। টিটাগড় থানায় তাঁদের স্মারকলিপি জমা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশ চিড়িয়া মোড়ে আটকে দিয়েছে।

প্রবীণদের অভিজ্ঞতা, নবীনদের তারুণ্য নিয়েই প্রার্থী তালিকার ভাবনা বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের অন্দের নবীন বনাম প্রবীণের দ্বন্দ্ব কিছুদিন আগেই বড় আকার ধারণ করেছিল। তবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নবীন-প্রবীণকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে চায় বামেরা। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে ধরে নিয়েই লোকসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করার কাজ শুরু করেছে সিপিএম। প্রার্থী তালিকায় তারুণ্যাকে অগ্রাধিকার দিলেও নবীন ও প্রবীণের মেলবন্ধন রেখেই এগোতে চায় আলিমুদ্দিন।

পার্টির সিনিয়র ও কট্টরপন্থী নেতাদের কথায়, লোকসভা ভোটে আসন সংখ্যা সীমিত। বিধানসভার মতো বেশি সংখ্যাক আসন নেই। তাই অভিজ্ঞতাকে মাথায় রেখে প্রবীণদের বড় অংশকেও প্রার্থী তালিকায় রাখা উচিত। তরুণ প্রজন্ম থেকে অবশ্যই প্রার্থী হবে, তবে প্রবীণ বাদ যেতে পারে না। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে নবীনদের সঙ্গে প্রবীণদেরও যেন মেলবন্ধন থাকে প্রার্থী তালিকায়। এমনটাই মত পার্টির সিনিয়র নেতৃত্বের একাংশের। প্রসঙ্গত,

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে যুব ও ছাত্র নেতৃত্বের অনেককেই প্রার্থী করেছিল সিপিএম। কিন্তু বিধানসভা ভোটে আসন সংখ্যা অনেক। ফলে তরুণ প্রজন্ম থেকে বেশিজনকে প্রার্থী করার সুযোগ থাকে। কিন্তু লোকসভা ভোটে মাত্র ৪২টি আসন। সুযোগও কম।

পার্টির একাংশের কথায়, ব্রিগেড সমাবেশ জমায়েত ভালো হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের হাতে সমাবেশের রাশ ছেড়ে দিয়ে নতুন বার্তা দিতে পেরেছে আলিমুদ্দিন। সিপিএম মানে বয়স্কদের পার্টি, সেই তকমা পুরোপুরি মুছে দিতে চাইছে আলিমুদ্দিন। পার্টির বিভিন্ন কমিটিতেও ছাত্র-যুবদের বেশি করে রাখা হচ্ছে। ২০১১ সালে যেসব মুখ কে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই সব মুখ আর সামনে রাখতে চায় না পার্টি। তাই সামনে নিয়ে আসা হয়েছে আভাস রায়চৌধুরী, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সৃজন ভট্টাচার্য, দীপ্সিতা ধরদের। আর এই পুরো টিমের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রার্থী তালিকা থেকে বুথস্তরের লড়াই, সর্বক্ষেত্রেই ছাত্র-যুবদের সামনে রাখতে চাইছে সিপিএম নেতৃত্ব। পার্টির প্রবীণদেরও গুরুত্ব দিয়েই তৈরি হোক প্রার্থী তালিকা।

উদ্বোধন নতুন দমদম ব্রিজের, ভোগান্তি কমবে আম জনতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে চালু হল দমদম ব্রিজ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার এই দমদম ব্রিজের উদ্বোধন করলেন। যশোর রোড থেকে আর ঘুরে ঘুরে নয়, সরাসরি নাগেরবাজার মোড় থেকে গাড়ি চলে যাবে দমদম স্টেশনের দিকে।

ব্রিজ ভাঙার কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই এই রাস্তা দিয়ে যান সরাসরি দমদম স্টেশনের দিকে যেতে পারছিল না গাড়ি। বহুদিন পর ফের দমদম ব্রিজের উপর দিয়ে চলবে গাড়ি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে সংস্কারের পর নবরূপে উদ্বোধন হল দমদম ব্রিজের। প্রায় ২৩ কোটি ৫৪ লাখ টাকা খরচ করে এই ব্রিজ তৈরি করেছে পূর্ত দপ্তর। সোমবার দমদম ব্রিজ উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বোস ও স্থানীয় তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়।

প্রসঙ্গত, দমদম রোডের উপর এই ব্রিজটির স্বাস্থ্য একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রাথমিকভাবে ২০২১ সালে এই ব্রিজের উপর দিয়ে ভারী গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করে

দেওয়া হয়েছিল। তারও পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পুরনো ব্রিজটি ভেঙে নতুন করে ব্রিজ তৈরি করা হবে। ২০২৩ সালের এপ্রিলে নতুন করে ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। তারপর থেকেই এককথায় ভোগান্তি বাড়ে আম জনতার। দমদম রোড কার্যত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ব্রিজের এপার ও ব্রিজের ওপার। যাঁরা অটোয় চেপে যাতায়াত করতেন, তাঁদেরও সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল। অটোর রুট দুভাগ হয়ে গিয়েছিল ব্রিজ ভেঙে নতুন করে তৈরির কাজ শুরুর পর থেকে।

গঙ্গাভাঙনের গ্রাসে বাড়িঘর, পুনর্বাসনের আশ্বাস সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : ভাঙনের জেরে গারুলিয়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাঙালি ঘাট এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়ি গঙ্গায় গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। যাদের ঘরবাড়ি কোনওক্রমে টিকে রয়েছে। তারাও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। কাঙালি ঘাটের সেই অসহায় মানুষজনকে পুনর্বাসনের আশ্বাস দিলেন সাংসদ অর্জুন সিং।

সোমবার গারুলিয়ায় 'রহমা ফাউন্ডেশনে'র তরফে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে হাজির হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'পুরপ্রধান ও পূর্ত দপ্তরের সিআইসিকে বলেছি ওদের পুনর্বাসনের জন্য জমির খোঁজ করতে। সেই জমিতে অসহায় মানুষজনকে বসবাসের জন্য বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে।' সাংসদ জানান, তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থে গারুলিয়া ডানবার লাইনে রাঙ্খ স্তাঘাট গড়া হচ্ছে। রত্নেশ্বর শ্মশান ঘাটের কাছে মৃতদেহ সংরক্ষণের

জন্য 'পিস হেভেন' গড়ার কাজ চলছে। পুরসভা সন্নিহিত একটি স্কুলের উন্নয়নে অর্থ প্রদানের আশ্বাস দেন ব্যারাকপুরের সাংসদ। প্রসঙ্গত, এদিন রহমা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দরিদ্র মানুষজনকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সেলাই মেশিন ও মোটর ভ্যান দেওয়া হয়। এদিন হাজির ছিলেন গারুলিয়া পুরসভার সিআইসি গৌতম বসু, মহম্মদ মুর্তজা-সহ রহমা ফাউন্ডেশনের আধিকারিকরা।

সাইবার অপরাধ রুখতে 'দাগি'-দের তথ্য নিয়ে তৈরি হচ্ছে ডেটাবেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রযুক্তিগত উন্নতির সঙ্গে বদল হয়েছে অপরাধের ধারাও। এখন আর ঘরে থোক টাকা-পয়সা সাধারণত রাখেন না সাধারণ মানুষ। বদলের আবহে ডিজিটাল ট্রানজাংশন বেড়েছে। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চুরিও। তবে সেটা অন্যভাবে। নানা ফন্দি ফিকিরে অন লাইন প্রতারণার জালে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে হাপিস হয়ে যাচ্ছে বড় অঙ্কের টাকা। বাড়ছে সাইবার অপরাধ। তাই সাইবার অপরাধীদের চিহ্নিত করতে তাদের রেকর্ড ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টারে নথিভুক্ত করে রাখা হচ্ছে। তাদের নাম, ছবি, আঙুলের ছাপ, ফোন নম্বর-সহ সব তথ্যর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিশেষ পোর্টালে পাঠিয়ে দিচ্ছে পুলিশ।

লালবাজার সূত্রে খবর, সাইবার অপরাধের ধরন একেক রকমের হয়। যেমন সাইবার হামলা। জঙ্গিরা মাঝে মাঝে এই হামলা চালিয়ে থাকে তথ্য চুরি করে। আবার ঘরে বসে আয় করা, অনলাইন পরিষেবা, বিনিয়োগের নামে প্রতারণা, এই ধরনের সাইবার অপরাধ ইদানীং খুব বেড়েছে। অন্যান্য অপরাধীদের মতো এইসব অপরাধীদেরও গ্রেপ্তারের পর তাদের তথ্য থানায় নথিভুক্ত করে রাখা হয়। এখন সেই তথ্যে সঙ্গে সঙ্গে পোর্টালেও আপলোড করে দেওয়া হচ্ছে। এতে অপরাধীদের চিহ্নিতকরণ করতে সুবিধা হবে। তার অপরাধের সমস্ত রেকর্ডও পাওয়া যাবে। ফলে ভবিষ্যতে ওই অভিযুক্ত কোনও অপরাধ করলে তদন্তকাজেও সুবিধা হবে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার করে নাগরিকদের ব্যাটঙ্ক ব্যালান্স খালি করে দিচ্ছে প্রতারকরা, অনেকের জীবনের শেষ সম্বলটুকুও লুঠ করে নিচ্ছে তারা। সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়ে সর্বহারা হচ্ছে বহু মানুষ। শহরে এই ধরনের অভিযোগ দিনে চার থেকে পাঁচটি করে জমা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলে। এই সাইবার অপরাধ দমন করা পুলিশ প্রশাসনের কাছে এখন একটা বড় চ্যা লেঞ্জ। প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুলিশও অনেক মামলায় সাফল্য পাচ্ছে। ধরা পড়ছে অভিযুক্তরা। কিন্তু এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্তরা সহজে জামিন পেয়ে যায়। জামিন পেয়ে আবার সেই একই কাজ করতে থাকে।

এনিয়ে কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ এক কর্তা জানান, সাইবার অপরাধীদের কোনও সীমানা নেই। তারা বিশ্বের যে কোনও জায়গা থেকে নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। তাই অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের ধরা কঠিন কাজ। তার উপর প্রতারণার মতো সাইবার অপরাধে জামিনযোগ্যে ধারায় মামলা থাকে। তাই সহজে তারা জামিন পেয়ে যায়। জামিন পেয়ে আবার একই অপরাধ করতে থাকে। সেক্ষেত্রে এদের ডেটাবেস থাকলে তদন্তকাজ সহজ হবে। যেমন কোনও অভিযুক্ত ধরা পড়লে ওই পোর্টালে গিয়ে তাঁর নাম, ফোন নম্বর বা আধার নম্বর দিয়ে সার্চ করলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগে কোথায় কোথায় কত মামলা রয়েছে। কী ধরনের অপরাধ করেছে, তার সব তথ্য পাওয়া যাবে। যে হারে সাইবার অপরাধ বাড়ছে তাতে জঙ্গি, মাফিয়াদের মতো এই ধরনের অপরাধীদেরও ডেটাবেস থাকা খুব জরুরি বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা।

ক্রম বর্ধমান সাইবার ক্রাইমের মোকাবিলায় এবার বেলগাছিয়ায় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে চালু হচ্ছে সাইবার ফরেন্সিক সেকশন। সাইবার সংক্রান্ত অপরাধের প্রামাণ্য তথ্যের জন্য পুলিশকে সাহায্য করতে এই বিভাগ চালু হবে বলে জানা গিয়েছে। দিন কয়েক আগে নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। মোট ন'জনকে নতুন এই বিভাগে নিয়োগ করা হবে। মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক থেকে মুছে দেওয়া ছবি, তথ্য ইত্যাদি উদ্ধার করতে সাহায্য করবে এই নতুন বিভাগ। তাছাড়া 'গেইট' ভিডিও অ্যানালিসিস করে অপরাধী শনাক্ত করতে এই বিভাগ সহায়তা করবে।

তবে যেহেতু এটা নতুন বিভাগ, তাই নয়া রিক্রুটমেন্ট রুলের জন্য আইন বিভাগের বিবেচনাধীন রয়েছে। সেখান থেকে ছাড়পত্র পেলেই এই বিভাগে পিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে।

প্রার্থী নয় প্রচার করবেন, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জানালেন মিঠুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপির হয়ে প্রচার করবেন। প্রয়োজনে ভিন রাজ্যেও যাবেন। তবে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না 'মহাগুরু'। কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে ভর্তি ছিলেন অভিনেতা তথা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ মিঠুন চক্রবর্তী। সোমবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনি কী চাইছেন তা স্পষ্ট করে দিলেন।

জানিয়ে দিলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হচ্ছেন না। সপ্তাহ কয়েক আগে জল্পনা শোনা গিয়েছিল, মিঠুনকে লোকসভা ভোটে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি। সে ক্ষেত্রে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে তাঁকে প্রার্থী করা হতে পারে। মিঠুন যদিও এই নিয়ে কখনও মুখ খোলেননি।

শান্ত্রী সিনোর শুটিংয়ের জন্য কলকাতায় ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। শনিবার শুটিং-এ যাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল মিঠুনকে। সোমবার সেখান ছাড়া হয়েছে তাঁকে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মিঠুন বলেন, 'আমি যদি প্রার্থী হই, তা হলে ৪২টি আসনে কী হবে?'

তবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তিনি যে পদ্ম শিবিরের হয়ে জোরদার প্রচার চালাবেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। রবিবার মিঠুনকে হাসপাতালে দেখে বেরিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, 'এ বার ভোটে মিঠুনকে আমরা পুরোদস্তুর প্রচারে ব্যবহার করব।' মিঠুনও বলেন, '১ তারিখ (মার্চ) থেকে লাগাতার প্রচার করব। বিজেপির হয়েই করব। আমি আর কোন পার্টি করি? আমাদের রাজ্যের বাইরে অন্য রাজ্যে যদি ডাকে সেখানেও যাব।'

সম্পাদকীয়

আরএসএস-বিজেপির নেতাজি প্রীতি আসলে পুরোটাই নির্ভেজাল নাটক

এক প্রবন্ধে নেতাজি কন্যা অনিতা বসু নেতাজির মতাদর্শের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক তুলে ধরেছেন, যা এ দেশে নেতাজি-চর্চায় খুব বেশি আলোচিত হয়নি। সেই সুযোগেই আরএসএস-বিজেপি নিজেদের নেতাজি-বন্দনার 'চ্যাম্পিয়ন' হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করছে। নেতাজি সরাসরি হিন্দুত্ববাদীদের বিরোধিতা করেছিলেন। ১৪ জুন, ১৯৩৮ সালে কুমিল্লায় একটি ভাষণে তিনি বলেছিলেন, '...হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া হিন্দুরাজের ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা।... শ্রমসিক্ত জনসাধারণ যে সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন, সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি তার কোনটির সমাধান করিতে পারিবে কি? কিভাবে বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, দারিদ্র প্রভৃতি সমস্যার সমাধান হইবে সে সম্বন্ধে তাহারা কোনও পথ নির্দেশ করিয়াছে কি?' চল্লিশের দশকের গোড়ায় তিনি সাম্প্রদায়িক শক্তি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'হিন্দু মহাসভা... অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতা পোষকতা করতে শুরু করেছে, বাংলাদেশের এবং অন্যত্র হিন্দুদের মন বিষিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন সাম্প্রদায়িক বিষোদগার করে চলেছে।... হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি আগের থেকে অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে।' ওই একই বছর ঝাড়গ্রাম শহরে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, 'ধর্মের সুযোগ নিয়া ধর্মকে কলুষিত করিয়া হিন্দু মহাসভা রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে। হিন্দুমাত্রেরই এর নিন্দা করা কর্তব্য।' তিনি হিন্দু মহাসভার কথা না শোনার জন্য আবেদন করেছিলেন। দারিদ্র, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূর করা, বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ও বণ্টনের সমস্যা সমাজতান্ত্রিক উপায়েই সমাধান করা যেতে পারে বলে নেতাজি মনে করতেন। তাঁর নানা রচনায় সে কথা মেলে। মার্ক্সের দর্শনকে তিনি ঊনবিংশ শতকে মানব সভ্যতায় জার্মানির উল্লেখযোগ্য একটি অবদান বলে মনে করেছেন। মথুরায় ১৯৩১ সালে একটি জনসভায় তিনি বলেছিলেন, কমিউনিজমের বিশ্বজনীন এবং মানবিক আবেদন সত্ত্বেও ভারতে তার বেশি অগ্রগতি হয়নি। তার প্রধান কারণ, কমিউনিজমের সমর্থকরা যে সব পদ্ধতি এবং কলাকৌশল অবলম্বন করেছেন, সেগুলি মানুষকে আকর্ষণ করে বন্ধু ও সহযোগী বানানোর চেয়ে বরং শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছে। অতএব অনিতা বসু সঠিক মূল্যায়ন করেছেন, এবং আরএসএস-বিজেপির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তৈরিতে সক্রিয় শক্তি সম্পর্কে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

জন্মদিন

আজকের দিন

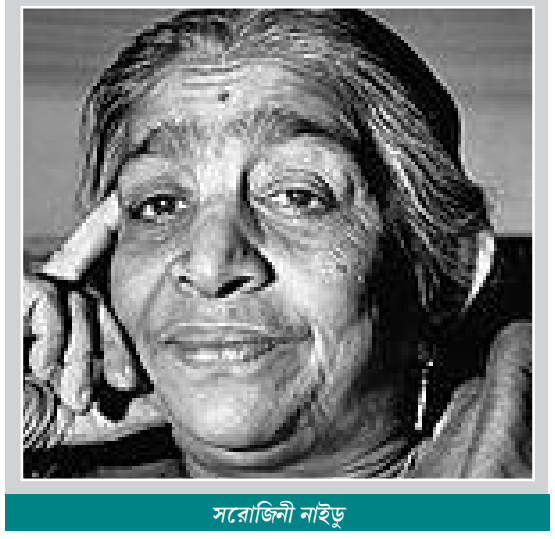

সরোজিনী নাইডু

১৮৭৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সরোজিনী নাইডুর জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিনোদ মেহরার জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় সোমদেব দেববর্মনের জন্মদিন।*

আসুন আত্মবিশ্বাসে আলো আনি

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

আসুন আজ আমরা সমাজের চেনা গল্পো করি। যে সমাজ আমাদের। আমরা যেখানে বাস করি, বড় হই, ভালো থাকতে চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না। কেনো পারি না। আসলে আমাদের বড় আত্মবিশ্বাসের অভাব। তবে কোনো কাজ পারি বা নাই পারি চেষ্টা তো করতে পারি। ইয়েস, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সাফল্য কারো হাতে নেই। তা বলে হাল ছাড়লে চলবে না। কিছুতেই। জানেন,কেউ ভালো নেই। কেউ-ই না। খুব কষ্টে সময় কাটছে মানুষের। নানা সমস্যায় আক্রান্ত মানুষ। কেউ ইনকামের, কেউ দৈহিক ,কেউ মানুষিক,কেউ সামাজিক, কেউ পারিবারিক---এরকম হাজারো প্রবলেমে মানুষ নিত্য ভুগছে। কি করা যাবে! তবু তাই নিয়ে চলতে হবে। জানেন, হাল না ছাড়া নিয়ে অনেক কথা বলেছেন মুনি ঋষিরা। সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে না খাটলেই ধ্রুব সত্য। যদি না খাটে জানবেন তা নিজের অক্ষমতায়। আগে জানুন আমি কি করতে পারি এবং কতটা করতে পারি। আপনি নিজের মত করে সেরা চেষ্টাটা দিন না। দেখবেন সব কিছু আকাশছোঁয়া উচ্চতায় চলে যাবে। না,এটা কোনো জ্ঞানের কথা বলছি না। এটা সহজ ও সরল কথা। কালের নিয়মে সব চলে যায়। যা রয়ে যায় তা--হলো 'সত্য'। সব শেষ হলেও সত্য শেষ হয় না। তাই সেটাকে আগলে রাখতে হবে। হবেই। এখন আপনি সেটাকে কি ভাবে রাখবেন সেটা আপনার নিজস্ব বিষয়।

এখানে বলবার বিষয় হলো আমারা যেন কোনো অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত না হয়। অনিশ্চয়তায় হতাশা গ্রাস করে। নিজের চেষ্টায় এগিয়ে যান। পিছনে তাকানোর কোনো প্রয়োজন নেই। ছোটোবেলায় দেখেছিলাম ফেল করা স্টুডেন্ট ফেল করা অন্য স্টুডেন্টের খবর নেয়। এদের অনেকের আবার ভাবখানা এমন যে পাশ করা কত সহজ। এখানে বলবার কথা হলো এই যে, ভালো মানুষ আপনাকে অবশ্যই ভালো গাইড করবে। আর পিছিয়ে পড়া মানুষেরা অনিশ্চয়তার কথা বলবে। কত হতাশায় যেন আমরা নিমজ্জিত। না,এমনটা কিন্তু ঠিক নয়। জানবেন চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই। আপনি যত চেষ্টা করবেন আপনি তত সাফল্যে পৌঁছাবেন। ইয়েস, সাফল্যের কোনো শর্টকাট নেই। সাফল্য মানুষ একদিনে একভাবে বা একবারে পায় না। কঠিন পরিশ্রমই আনে জীবনে সাফল্যে। আপনি বিভিন্ন সময়ের বড় মানুষের জীবনী ফলো করুন সব জানতে পারবেন। এখানেও নিন্দুকেরা বলবেন ও বড় মানুষ হয়ে গেলে ওরকম কথা সবাই বলে। নিজেদের দর বাড়ায়। প্রচার চায় — এমন হাজারো কথা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু না, বাস্তবে কিন্তু এমনটি হয় না। বাস্তবে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। আপনি নিজের জীবন দিয়ে বিচার করুন না। কোনও কাজে সাকসেস পেতে আপনার কত না কালঘাম ছুটে যায়। তবে ! এবার ভাবুন তো যারা আরো বড় পর্যায়ে আছে বা খুব বড় পর্যায়ে আছে তারা কতটা স্ট্রাগল করে তা পেয়েছে। এখানে বলবার বিষয় হলো যে যত স্ট্রাগল করতে পারবে সে তত উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে। তাই লড়াইটা শেষ হতে দিলে চলবে না। একবার ফেল করলে এটা ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই যে বার বার আপনি ফেল করবেন। বরং এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আমি এখনও এই কাজে তৈরি নন। আমার কিছু কমতি আছে। আমার জন্য ভালো কিছু অপেক্ষা করছে। আর এই অপেক্ষা করলে একদিন না একদিন সাফল্য আসবে। আসবেই। তবে তা সৎ নিষ্ঠার সাথে করতে হবে। আর অবশ্যই সে কাজে ভালোবাসা থাকতে হবে। জানবেন ভালোবাসলে সেই কাজ অন্য লোকের কাছে ভালোবাসায় পৌঁছায়। সুতরাং মন, নিষ্ঠা, সততা, আগ্রহ সব কিছু মিলেমিশে সাফল্যের পথ তৈরি হয়।

এমন কোনো মানুষ নেই যার সমস্যা নেই। এমন কোনো মানুষ নেই যার কষ্ট নেই। এমন কোনো মানুষ নেই যার অভাব নেই। আমাদের জীবনে টাকা পয়সা থাকলে সব কিছুর সমাধান হয় না দেখা গেলো অনেক টাকা থাকা মানুষটার জীবনে শান্তি নেই। তার হয়তোবা বহুমুখী সমস্যা আছে। আমরা প্রত্যেকে এরকম নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এখন কথা হলো এর থেকে আমরা কিভাবে বের হবো। এমন অনেক সমস্যা আছে যা আপনার নিজেকেই সলভ করতে হয়। এক্ষেত্রে আপনি দশজনের মত নিলেই বলবার কথা হলো আপনি নিজে সততার সাথে নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগান।এক্ষেত্রে নজর রাখবেন আপনার নিজের বুদ্ধিতে অন্যের কোনো ক্ষতি যেন না হয়।কারণ অন্যের ক্ষতি করলে নিজের ক্ষতি অনিবার্য। কেউ আটকাতে পারবে না। আজ আনন্দে থাকলেও একদিন না একদিন নিজের ক্ষতি হবে। হবেই। তাই আপনি ততটাই করুন যাতে কোনোভাবেই অন্য কেউ আঘাত না পায়। আপনি নিজের কাছে নিজে সৎ থাকুন। বেশি জটিলতায় যাবেন না। কাউকে অযথা ফলো করতে যাবেন না। যেখানে আপনার বোধের উদয় হয় সেখানে সময় ব্যয় করুন। ভালো ও যুক্তিপূর্ণ মানুষ কে ভালবাসুন। একটু যত্নে ভালবাসুন। যেখানে পাওয়ার কিছু আছে সেখানে মনোসংযোগ করুন। আর যেখানে ভালো গাইড পাওয়ার কোনো কিছু নেই সেখান থেকে এড়িয়ে চলুন।

নিজের আত্মবিশ্বাসকে কখনও হারাবেন না। যত সমস্যায়-ই আসুক না কেনো। নিজের ওপর ভরসা রাখুন। অন্যকে কখনও হিংসা করবেন না। জানবেন ওর যা আছে তা ওর। অন্যের মত আপনাকে না হলেও চলবে। জানবেন আপনি আপনার মত। আপনার এমন কিছু গুন আছে যা অন্যের নেই। আবার ওপরের যা আছে তা আপনার হয়তোবা কিছুটা কম আছে। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। ভালো কিছুর জন্য চেষ্টা করতে হয়। লড়তে হয়। পরিশ্রম করতে হয়। আজ আপনার ভালো দিন নাও থাকতে পারে কিন্তু এমন এক দিন আসবে যেখানে দেখবেন আপনার থেকে ভালো কেউ নেই। জাস্ট ভালো সময়টার অপেক্ষা করুন। নিজের পেশেন হারাবেন না। আপনার অপেক্ষা আপনাকে ঠিক ভালো সময়ে নিয়ে যাবে। আপনি আপনার কর্মে মন দিন। আপনি যা করবেন সেটা ভালোবেসে করুন। দেখবেন কেউ আপনাকে হারাতে বা ঠকাতে পারবে না। আপনার একান্ত চাওয়া আপনকে ঠিক এক জায়গায় নিয়ে যাবে। যাবেই। আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা খুব নেগেটিভ চিন্তা করে। তাদের থেকে দূরে থাকুন। আমি তো বলবো তাদের মন থেকে সরান। কারণ নেগেটিভ লোক সব সময় নেগেটিভ চিন্তা করে। তাই বলবো সব সময় পজেটিভ লোকের সাথে মিশুন। তাতে আপনার ভালো হবে। অন্তত আপনাকে খারাপ বুদ্ধি সে দেবে না। কখনও কোনো বিপদে চলনা করবে না। কথায় আছে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস। মনীষীরা বলেছেন। অত্যন্ত গভীর অভিজ্ঞতার আলোকে মোড়া বাণী। কেউ কেউ জীবনে খুব হতাশ। এবং দেখা যায় খুব অল্প কারনেই হতাশ। না এমনটি করলে বা ভাবলে চলবে না। কোনোভাবেই সামান্য কারণে ভেঙে পড়লে চলবে না। জানবেন আপনি যা পারেন তা অনেকেই পারেন না। সুতরাং ভেঙে পড়া চলবে না। রোজ নিজেকে জাগান। প্রতিটা দিন আপনার, প্রতিটা দিন আপনার কাজের, প্রতিটা দিন আপনার অনেক শেখার। দেখুন না করণাকালে আমরা কত কিছু শিখলাম। কে কত কাকে ভালোবাসে তো দেখলাম। কিভাবে ভালোবাসে তাও দেখলাম। ইয়েস-আপনি দেখেছেন, আমিও দেখেছি। কি মারাত্মক ব্যাপার। বাপ ছেলে দেখছে না তো ছেলে বাপকে ছুচ্ছে না। ভয়, যদি তার করোনা হয়। সেই সময় লড়াই করেছিল পুলিশ আর চিকিৎসকরা। তাও চিকিৎসকরা একটু সামলে চলেছেন কিন্তু সমাজে হিরোর কাজ করেছে পুলিশ আর কিছু স্বেচ্ছা সেবক।

আমরা প্রত্যেকে আমাদের বিশ্বাসের উপর ভর দিয়ে চলি। কিন্তু সেই বিশ্বাস যদি পলগা হয়ে যায় তবে তা আমাদের জীবনের বড় ক্ষতি করে দেবে। বরং বিশ্বাসের ওপর আরো জোর দিতে হবে। ভুল হবে,তবু ভুলের থেকেই ঠিক টা শিখতে হবে। কেউ আপনাকে ভালো-মন্দ শেখাবে না। আপনার নিজের অভিজ্ঞতায় ঠিক ভুল শিখে নিন। হিংসা সব সময়ের জন্যে বর্জন করুন। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হোন। আপনি যেটা ভালো পারেন সেটাই বেশি করে মন দিন। আপনি কতটা পারেন তাও আপনি জানেন । তাই নিজের লিমিটে চলুন। আর যেটা পারেন না সেটাতেও মন দিন।চেষ্টা করুন সেটা বোঝার। এই সমস্ত কিছু নির্ভর করছে আপনার ইচ্ছার ওপর। আপনি যদি শিখতে চান তবে আপনাক এই সমাজ শিখিয়ে দেবে আর যদি শিখতে না চান তবে কেউ আপনাকে কোনো কিছুই কেউ করাতে বা শেখাতে পারবে না । তাই সবার আগে চাই নিজের ইচ্ছে। পৃথিবীতে দুটি পথ আছে এক—ভালো, দুই—মন্দ।আর এটা সকলে বোঝেন। এবার আপনার চয়েজ — আপনি কোন পথে যাবেন। আপনি যা চাইবেন তাই হয়ে হবে। একটা সময় থাকে যখন আপনি বোঝেন না। তখন আপনাকে বোঝানো সম্ভব কিন্তু যখন আপনি পরিনত তখন আপনাকে আর বোঝানো সম্ভব নয়। তখন আপনি নিজেই নিজের বুদ্ধির মালিক। তখন আপনার দায়িত্ব অনেক। আপনার উপর নির্ভর করছে আবার অনেক কিছু। তাই ভালো শিখতে হবে,দেখতেও হবে। যাতে সমাজ-দেশ-দুনিয়া আপনার থেকে কিছু পায়। জানি না আপনি শুনতে পেলেন কিনা। তবে যদি পান তবে সকলকে জানবেন প্লিজ! আত্মবিশ্বাসে হৃদয়ের পাতা খুলে রইলাম শুধু ভালোর জন্যই।

বিদ্যার দেবী সরস্বতী থেকে প্রেমের দেবী সরস্বতীর ঘটেছে নানান পরিবর্তন

শুভঙ্কর দে

বাঙালিদের কাছে বিদ্যার দেবী হলেন সরস্বতী দেবী। বেদ-বেদাঙ্গ-বিদ্যার প্রসূতি সরস্বতী। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক জুড়ে জ্ঞানময়ী রূপে তিনি সর্বত্রব্যাপিনী। তাঁর জ্যোতিতেই বিশ্বভুবন প্রকাশিত। মনের মধ্যে সেই আলো প্রজ্বলিত হলে অজ্ঞানতার অন্ধকার কেটে যায়। যেভাবে তাঁর আশীর্বাদে বাল্মীকি ও কালিদাস অজ্ঞ থেকে হয়ে উঠেছিলেন মহাকবি। তাই জ্ঞানের জ্যোতি লাভের জন্যই আমরা সরস্বতী বন্দনা করে থাকি। এই পুজো নিয়ে বেশি উৎসাহ থাকে ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা সকাল থেকে উপোস করে দেবীর চরণে 'বিদ্যাংদেহি নমোহস্তুতে' প্রণাম মন্ত্র বলে মনে মনে প্রার্থনা করে 'মাগো বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, পরীক্ষায় যেন ভালো নম্বর পেয়ে পাস করি'। তবে এই দিনটি বাঙালিদের কাছে আবার প্রেমের দিন হিসেবেও পরিচিত। বাঙালির নিজস্ব 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'। তাই কেউ অপেক্ষা করে থাকে এই দিনে মণ্ডপের মধ্যে মনের মানুষটির পাশে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে অঞ্জলি দেবে বলে, কেউ কেউ অনেকদিন ধরে মনের কথা বলে উঠতে পারেনি, এই পুজোর দিনই তার একমাত্র সুযোগ, অঞ্জলি দেবার সময় প্রেমিকার মাথার উপর ফুল ছুঁড়ে দিয়ে চোখের ইশারায় জানিয়ে দেবে ভালোলাগার কথা। আবার কেউ প্রেমিকের পছন্দের রঙে শাড়ি পরে অপেক্ষারত প্রেমিককে বুঝিয়ে দেবে প্রেমের প্রস্তাবে রাজি সে। এভাবেই বই খাতার পাশাপাশি বাঙালির কাছে সরস্বতী হয়ে উঠেছেন 'প্রেমের দেবী'। কিন্তু আজকের এই সরস্বতী জন্মলগ্ন থেকেই কি বিদ্যার দেবী ছিলেন? এই পুজোর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কই বা কীভাবে হল? এগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সরস্বতী জন্মলগ্ন থেকেই নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের সরস্বতীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

পুরাণে উল্লেখ আছে সরস্বতীর উৎপত্তি হয়েছিল ব্রহ্মার মুখ থেকে। পুরাণ মতে ব্রহ্মা হলেন স্বয়ম্ভু অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজের জন্ম দিয়েছেন। তারপর তিনি ধ্যানে বসেন এবং তাঁর সকল ভালো গুণ একত্রিত করতে থাকেন। সেগুলো ধীরে ধীরে এক নারীর আকার নেয় ও ব্রহ্মার মুখ গহ্বর থেকে সৃষ্টি হয় দেবী সরস্বতীর। জন্মের পর বিশ্বভ্রমাণ্ডের সকল শব্দ ও ভাষার উত্ পত্তি সরস্বতীর মুখ থেকে হয়েছিল বলে ব্রহ্মা সরস্বতীর নাম দেন বাগদেবী। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, নারায়ণের বৈকুণ্ঠধামে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ থেকে সরস্বতীর উদ্ভব হয়। সরস্বতী যেখান থেকেই সৃষ্টি হন না কেন, তাঁর মধ্যে রয়েছে শুক্লজ্যোতি, যে জ্যোতিতে এই বিশ্বভুবন প্রকাশিত হয়েছে। তাই 'সরস্বতী' শব্দের বিশেষ অর্থ জ্যোতির্ময়ী। তিনি তিমির বিনাশী, তিনি তমসো মা জোতির্গময়ো। কখনও তিনি ব্রহ্মার কন্যা, কখনও তিনি ব্রহ্মার স্ত্রী। আবার কখনও নারায়ণের স্ত্রী, কখনও ইন্দ্রের স্ত্রী। বিশ শতকেও কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী 'সারদামঙ্গল' কাব্যে সরস্বতীকে পত্নীরূপে কল্পনা করেছেন। এমনই সরস্বতীর স্বরূপ। তাই হয়তো তিনি গণিকালয়েও পূজিতা হন। দক্ষিণ ভারতে যে ময়ূরবাহন সরস্বতীর মূর্তি পাওয়া যায় সেটা কার্তিকের স্ত্রী কৌমারীর সঙ্গে মিল আছে। তাই গণিকাদের দেবতা কার্তিকের পাশাপাশি সরস্বতীর পুজো হয়ে থাকে। নেপালের চতুর্দশ শতকের শিলালিপিতে পাওয়া যায়;ত্সারদা তুমি মাতৃরূপী, তুমি কামমূর্তিদ। তাঁর পুজোর মন্ত্রে উচ্চারিত হয়; তওঁ জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারেদ।

বেদে সরস্বতীকে পাওয়া যায় চিকিৎসার দেবী হিসেবে। শুক্ল যজুর্বেদে সরস্বতীকে দেবতাদের বৈদ্য অশ্বিনীদ্বয়ের স্ত্রীরূপে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে একাদশ শতকে রচিত 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থ থেকেও জানা যায় পাটুলীপুত্রের নাগরিকরা রুগ্নব্যক্তির চিকিৎসার জন্য যে ঔষধ ব্যবহার করতেন তার নাম ছিল সারস্বত; যার স্ত্রীরূপ মনে করা হয় সরস্বতীকে। এখনও পুজোর উপকরণে বাসক ফুল ও যবের শিষ, আমের মুকুল প্রদানেই তা বোঝা যায়।

'সরস্বতী' নাম বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, সংস্কৃত 'সরস' ও 'বতী' এই দুই শব্দের সন্ধি হয়ে 'সরস্বতী' নামের উৎপত্তি। এখানে 'সরস' শব্দের অর্থ সরোবর, আবার কেউ বলেছেন বাক্য। 'বতি' শব্দের অর্থ 'যিনি অধিষ্ঠাত্রী'। অর্থাৎ যে দেবী বাক্যের অধিকারিণী। আবার অনেকে বিশ্লেষণ করেছেন যে, 'সরস্বতী' শব্দের অর্থ যেখানে জল আছে। 'সৃ' ধাতু নিষ্পন্ন করে 'সর' শব্দ পাওয়া যায়, 'সর' এর অর্থ হল জল। সে ক্ষেত্রে যেখানে জল আছে সেটাই সরস্বতী। সেই জল সবসময় প্রবাহমান। কয়েক হাজার বছর আগে বৈদিক সভ্যতায় ভারতবর্ষে সরস্বতী নদীর উপস্থিতি ছিল বলে জানা যায়। এই নদীটিকে দেবী সরস্বতীর ধরিত্রী রূপ বলা হয়ে থাকে। ঋগ্বেদেও লেখা আছে তঅম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতীদ।

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে দেখতে পাই উত্তরপশ্চিম ভারতে এক সুবিশাল নদীর নাম ছিল সরস্বতী। হিমালয়ের সিমুর পর্বতের প্লক্ষ প্রস্রবণ ছিল এই সরস্বতী নদীর উৎসস্থল। জলপ্রবাহ ছিল নির্মল, স্বচ্ছ এবং পবিত্র। নদীর দুই তীরে গড়ে ওঠে বৈদিক সভ্যতার প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্র। এই নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হত বৈদিক সারস্বত যজ্ঞ। ঋকবেদে অবশ্য 'সরস্বান' নামে এক নদীদেবতার কথা আছে। অনেকের মতে তারই স্ত্রীলিঙ্গ এই সরস্বতী। সারস্বত সমভূমি ছিল খুব উর্বরা। কৃষিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। এই কারণে সরস্বতী একসময় কৃষিদেবী হিসাবে পূজিত হয়েছেন। সেই সময়ের মে ে য. ব. া 'সারস্বতব্রত' পালন করতেন ভালো ফসল প্রাপ্তির আশায়। তাই বৈদিকসভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সরস্বতী নদী। দুই তীরে গড়ে উঠেছিল লতাকুঞ্জে ঘেরা সারস্বত তপোবন।

বৈদিক যুগে মূর্তি পুজোর প্রচলন ছিল না বলেই সরস্বতী নদীকে বিগ্রহ ভেবে নিয়ে ঋষিরা সেখানে বেদপাঠ করতেন। সূচনা ও সমাপ্তিতে করতেন সরস্বতী নদীর বন্দনা। রচনা করতেন বৈদিক সূক্ত। মহাজাগতিক ভাবরসে পুষ্ট সেই মন্ত্রগাথা। এভাবেই বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নদীরূপ সরস্বতী হয়ে ওঠেন বিদ্যার দেবী। কালক্রমে সরস্বতী নদী আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে লাগলো এবং বৈদিক যুগেরও শেষ হতে থাকলে নদী সরস্বতী বৈদিক সাহিত্য থেকে পুরোপুরি বাগদেবী হয়ে চলে এলেন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে। এখান থেকেই মূর্তির প্রচলন শুরু হল। নদীর তীরে বেদপাঠ, মন্ত্রগাথা হত, সেই সূত্র ধরেই বিদ্যার বন্দনার জন্য বাগদেবীর মূর্তির সামনে পুজো শুরু হল। প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকেরা এই বাগেশ্বরীর পুজো করতেন। সুতরাং বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক থেকেই সরস্বতী সম্পূর্ণভাবে হয়ে উঠলেন বিদ্যার দেবী।

তারপর ভারতে বৌদ্ধ ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান সরস্বতী। সম্রাট অশোকের কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। এই বৌদ্ধ ধর্মের একটি ধারা বজ্রযান। এই বজ্রযান গ্রন্থেই বৌদ্ধরা সরস্বতীকে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং তন্ত্রে মাতৃকামূর্তি রূপে পূজিতা হলেন। বৌদ্ধ ধর্ম যখন ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হতে থাকে, তখন স্থান ভেদে সরস্বতীর নাম পরিবর্তন হতে থাকলো;তিব্বতে নাম হয় ইয়াং চেন মো, চিন দেশে মিয়াওয়িন মু, জাপানে বেনজিয়াতেন ইত্যাদি।

প্রতিমা মূর্তির পরিকল্পনাতেও অনেক বৈচিত্র দেখা যায়। বৌদ্ধ ধর্মে সরস্বতীর হাতে বীণা রয়েছে। মথুরায় জৈনদের প্রাচীন সরস্বতী মূর্তিতে দেখা যায় এক হাতে পুস্তক ধারণ করে আছেন, অন্য হাতে বীণা। তিব্বতে সরস্বতী যিনি সঙ্গীতের দেবী রঙ তাঁর শ্বেতবর্ণ, চিনের দ্বিভূজা সরস্বতীর এক হাতে শস্য, রূপে অগ্নিবর্ণ, জাপানে বেনজিয়াতেন সরস্বতী চতুর্ভুজা, দুই হাতে বীণা, অন্য দুই হাতে পাখা ও পদ্মফুল। একমাত্র জাপানের এই মূর্তির সঙ্গেই আজকের ভারতীয় সরস্বতীর মিল রয়েছে। নানান দেশে নির্মাণশৈলীতে এমন বৈচিত্র্য থাকলেও সকলের মধ্যেই সাধারণ সাদৃশ্য দেখা যায় তা হল, দেবী কোথাও দ্বিভূজা, কোথাও চতুর্ভুজা, দেবীর হাতে বীণা ও পুস্তক রয়েছে। তিনি কোথাও পদ্মাসনা, কোথাও দণ্ডায়মান।

এই সকল বৈশিষ্ট্য নিয়েই বাঙালি সমাজে পূজিত হতে থাকলেন চতুর্ভুজা সরস্বতী। তবে বিশ শতক থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সরস্বতী পুজোর প্রচলন শুরু হয়। ভারতে সরস্বতী পূজিতা হন মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। এই তিথিতেই বসন্ত পঞ্চমী শুরু হয়। বসন্ত পঞ্চমীতেই দেবী সরস্বতীর জন্ম। তাই সরস্বতী পুজোকে বসন্ত পঞ্চমী বলা হয়ে থাকে। আকাশে বাতাসে তখন বসন্তের হাওয়া বয়তে শুরু করে। সকলের মনে তখন প্রেমের ভাব প্রকাশ পায়। আবার বসন্ত পঞ্চমীতে দেবী সরস্বতীর আরাধনার সঙ্গে হিন্দুদের প্রেমের দেবতা কামদেব ও রতির পুজোও করা হয়ে থাকে। এই কারণে এই দিনটি বাঙালিদের কাছে বিয়ের জন্য শুভ দিন মানা হয়। সেইজন্য এখন সরস্বতী পুজো হয়ে উঠেছে ভালোবাসার উদযাপনের দিন। তার'পর এবারের সরস্বতী পুজো ও 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে' একই দিনে । সব মিলিয়ে এবছর সরস্বতী পুজো বাঙালির কাছে ভরা প্রেমের মরসুম হয়ে উঠবে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

এসবিআই জয়নগর মজিলপুর শাখা (১০৫৪২)
জয়নগর রোড জগন্নাথ পাড়া-জয়নগর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৭৭
ইমেল- sbi.10542@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

অ্যাক. নং- ৩০৭৪২১৫৮৬০৭ (ক্যাশ ক্রেডিট)।

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জয়নগর মজিলপুর শাখার** অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(২০০২ এর নং ৩) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে ০৯.০৭.২০২২ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিস জারি করে ঋণগ্রহীতা- **মেসার্স তারামা সিল্ক বস্ত্র, স্বত্বাধিকারী- জয়দেব বার (মৃত), পিতা-প্রয়াত বিপিন বার গ্রাম- জয়চন্ডীতলা, পোস্ট- জয়নগর মজিলপুর, থানা-জয়নগর মজিলপুর, জেলা-২৪ পরগনা (দ), পিন-৭৪৩৩৩৭ ১. রেখা বার (বন্ধকদাতা), বন্ধকদাতা জয়দেব বারের (মৃত) স্ত্রী ও আইনগত উত্তরাধিকারী, ২. পলাশ বার, জয়দেব বারের (মৃত) পুত্র ও আইনি উত্তরাধিকারী, ৩. রাজেশ বার, জয়দেব বারের(মৃত) পুত্র ও আইনগত উত্তরাধিকারী, ৪. মিঠু মল্লিক, জয়দেব বারের(মৃত) কন্যা ও আইনগত উত্তরাধিকারী, ৫. মিনু মল্লিক, স্বামী-প্রবীর মল্লিক, জয়দেব বারের(মৃত) কন্যা ও আইনগত উত্তরাধিকারী, ৬. মীরা আরহ্ম, জয়দেব বারের(মৃত) কন্যা ও আইনগত উত্তরাধিকারী, ৭. প্রয়াত জয়দেব বারের(মৃত) । সমস্ত প্রতিনিধি ও ওজানা আইনি উত্তরাধিকারী- কে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ৮,৭৭,২২৯.০০ টাকা (আট লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশো উনত্রিশ টাকা মাত্র) ০৫.০৭.২০২২ অনুযায়ী** বকেয়া পরিশোধ করার কথা বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখে রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনোরকম লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও প্রকার লেনদেন করলে সেটি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জয়নগর মজিলপুর শাখার ৮,৭৭,২২৯.০০ টাকা (আট লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশো উনত্রিশ টাকা মাত্র) ০৫.০৭.২০২২** অনুযায়ী তদুপরি হারানোর **অর্জিত সুদ সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জয়নগর মজিলপুর শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।**

ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পদের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মৌজা- জয়নগর, জেএল নং-১৭, পরগনা বারিহাটি, তৌজি নং- ৪৪৪/২৮৩৫, দাগ নং- ১৫৬, আরএস খতিয়ান নং- ১১৩১, আরএস খতিয়ান নং- ১১৪৩ এর দাগ নং-১৫৬-এর অধীনে ১০ শতক পরিমাপের জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এডিএসআরও জয়নগর, দলিল নং-২২১ সাল-১৯৮২, এবং অই-৪৭১৫ সাল- ১৯৯০। সম্পত্তিটি রেখা বার এর নামে আছে, স্বামী- জয়দেব বার (মৃত)।

বিঃদ্রঃ- দখল বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছে রেজিস্টার্ড স্পিড পোস্টে পাঠানো হয়েছে। যদি, এই ধরনের কোনো পার্টি/পার্টিগুলি এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি সেই সমস্ত পার্টির পরিবর্তিত একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হবে।

তারিখ: ০৭.০২.২০২৪
স্থান: জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী দৌড়ে পাল্লা ভারী কবীর শংকরের!

নিলয় ভট্টাচার্য ◼ নদিয়া

দুয়ারে কড়া নাড়ছে লোকসভা নির্বাচন। বিজেপির পাখির চোখ কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র। যেনতেন প্রকারে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র দখল করতে ও এখানকার তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে হারাতে বিজেপি মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলে খবর। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে মহুয়া মৈত্রের নাম একপ্রকার ঘোষণা করে দিয়েছেন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে মহুয়াকে টক্কর দিতে বিজেপির প্রার্থী কে? কান পাতলে শোনা যাচ্ছে একাধিক নাম। অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে, প্রাক্তন ভ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এমনকী, ব্যারিস্টার কবীর শংকর বোসের নামও উঠে আসছে। কিন্তু হেভিওয়েট সংসদে ঝড় তোলা মহুয়াকে টেক্কা দেবে কে? সেই নিয়েই এখন জেলার রাজনৈতিক মহলে। তবে দলীয় সূত্রে খবর, কৃষ্ণনগরে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে দৌড়ে এগিয়ে কিন্তু ব্যারিস্টার কবীর শংকর বোস। কবীর শংকর গত জগদ্ধাত্রী পুজো থেকেই বিভিন্ন ভাবে কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন জায়গায় জনসংযোগ ও সমাজসেবামূলক কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তবে দল যদি তাঁকে টিকিট দেয় মহুয়াকে তিনি টক্কর দেবেন বলেই মত রাজনৈতিক কাণ্ডারীদের। গত রবিবার কৃষ্ণনগরে একটি বেসরকারি লজে কৃষ্ণনগর উত্তর সাংগঠনিক জেলা সভাপতিকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে বসেছিলেন কবীর শংকর বোস। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন তিনি। তা হলে কি ব্যারিস্টার কবীর শংকরই এবার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী? কেননা প্রাক্তন এজি, সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভোটে দাঁড়াচ্ছেন না বিশ্বস্ত সূত্রে এমনটাই খবর। অন্যদিকে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী অসুস্থ, তিনিও কৃষ্ণনগরের মতো জায়গায় দাঁড়ানোর ঝুঁকি নেবেন না বলেই খবর। তাই স্বাভাবিক ভাবেই কবীরের দিকেই পাল্লা ভারী। কবীর শংকর টিকিট পেলে মহুয়াকে বেকায়দায় পড়তে হবে এটা তৃণমূল কংগ্রেস খুব ভালো ভাবে জানে। সময় দিল্লির চোখ এই কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের দিকে। তাই যোগ্য প্রার্থী হিসেবে ব্যারিস্টার কবীর শংকর যদি বিজেপি প্রার্থী হন, তা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আমস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৫৫৭০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩১-১০-২০২৩** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী অমরনাথ সিংহ রায় (মেসার্স প্রাকৃতি কৃষি ভান্ডারের স্বত্বাধিকারী)** কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৭,৫৩,৬৮৪.৫০ টাকা (সাতান্ন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শো চুরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, **৮ ফেব্রুয়ারি , ২০২৪ তারিখে।**

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৫৭,৫৩,৬৮৪.৫০ টাকা (সাতান্ন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শো চুরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** এবং তার উপর সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (প্রতিভাগিনে নাগান্তে)** ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পদ দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল শ্রী অমরনাথ সিংহ রায়ের নামে যার মৌজা বোহার, জেএল নং ৯৩, থানা -মেমারি, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৪০৭, আর.এস. এবং এল.আর.প্লট নং-৫৬১৮, বোহার ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪৩০, পশ্চিমবঙ্গ। **সীমানা**- উত্তরে অন্যদের খালি জমি, দক্ষিণে- ৬ ফুট চওড়া প্যাসেজ, পূর্বে- অন্যদের খালি জমি, পশ্চিমে- ৮ ফুট চওড়া রাস্তা।

২) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল শ্রী অমরনাথ সিংহ রায়ের নামে যার মৌজা বোহার, জেএল নং ৯৩, থানা -মেমারি, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৪০৭, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং -৫২৩৮, বোহার ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪৩০, পশ্চিমবঙ্গ। **সীমানা**- উত্তরে- অশোক কুমার সিংহ রায়ের জমি, দক্ষিণে- অম্লান সিংহ রায়ের জমি, পূর্বে - ১৫ ফুট প্রশস্ত বোহর থেকে বিত্রা রোড, পশ্চিমে- সুকুর আলীর জমি।

তারিখ-০৯.০২.২০২৪
স্থান- সাতগাছিয়া
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ভ্যালেন্টাইন ডে ও সরস্বতী পুজো একদিনে, গোলাপের দাম উর্ধ্বমুখী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রোজ সপ্তাহের প্রথম দিন প্রকৃতির খ মেঘেলোপিলনায় হঠাৎ গরম পড়ে যাওয়ায় গোলাপের উৎপাদন বেশ বেড়ে গেলেও মিনিপল ভ্যারাইটি গোলাপের দাম বেশ কম ছিল। ডাচ গোলাপ সহ হলুদ, গোলাপি ও সাদা গোলাপের দাম তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি ছিল। তবে ভ্যালেন্টাইন ডে এবং সরস্বতী পুজো একসঙ্গে পড়ায় আগামীতে গোলাপের দাম উর্ধ্বমুখী। সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, রাজ্যে রোজ সপ্তাহ ও শেষ দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে মিলে প্রায় ৫০ লক্ষ গোলাপ ফুলের চাহিদা থাকে। কলকাতার মল্লিকঘাট সহ জেলার বিভিন্ন ফুল বাজারগুলিতে মিনিপল-সহ সব রঙের গোলাপ ফুলের দাম উর্ধ্বমুখী।

মল্লিকঘাটের পাইকারী ফুলবাজারে সোমবার একটি মিনিপল লাল গোলাপের কুঁড়ি বিক্রি হয়েছে ৪ টাকা করে। হলুদ গোলাপ প্রতি কুঁড়ি ১২ টাকা, গোলাপি রঙের গোলাপের কুঁড়ি ১৬ টাকা, সাদা রঙের গোলাপের কুঁড়ি ২০ টাকা, ম্যাটগোল্ড প্রজাতির গোলাপের কুঁড়ি প্রতি পিস ১০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। অন্যদিকে ডাচ গোলাপ বিক্রি হয়েছে প্রতি পিস ৩০ টাকা।

মূলত, পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া-কোলাঘাট, পশ্চিম মেদিনীপুরে দাসপুর-মাদপুর,হাওড়া জেলার বাগনান ব্লকে ব্যাপক পরিমাণে মিনিপল গোলাপ ফুলের উৎপাদন হয়। অন্যদিকে হাওড়া জেলার বাগনান ব্লকে ম্যাটগোল্ড প্রজাতির গোলাপ ফুলের চাষ হয়।

সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে সিপিএমের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে সোমবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ অণ্ডালের উখড়া পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ কর্মসূচি করে সিপিএম। দলের নেতা অঞ্জন বক্সি জানান, সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, গ্রামবাসীদের ওপর নির্যাতন বন্ধ ও প্রাক্তন বাম বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়।

এসবিআই আরএসিপিসি হাওড়া(১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ইমেল- sbi.10263@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, হাওড়া শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নেউল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল, ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্টএর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত অর্থ ও তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া শাখা**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র নং	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	শ্রী প্রদীপ মালি পিতা- শ্রী নন্দ কিশোর মালি, বাসস্থান- ১৫০/২, সি রোড, বামুনগাছি, ওয়ার্ড নং ৭, পোস্ট ও থানা- লিলুয়া, হাওড়া- ৭১১১০৬, পশ্চিমবঙ্গ **লোন এ/সি নং- ৩৮৮৭৭৮৯১৬৬৬ (এইচবিএল), ৩৮৮৭৭৯১৮৬৭৯ (সুরক্ষা)**	**জমি ও ভবনের বিবরণ** **সম্পত্তি ১** - জি+৪ নবনির্মিত সমাপ্ত বিল্ডিং এবং সমস্ত সুবিধা ও নীচের সুবিধা এবং ১২ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ সহ ০৩ (তিন) কাঠা, ০২ (দুই) ছটাক ৩৮ (আটত্রিশ) বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের মোকোরারি মৌরাশি বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান- হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ১৫০/২, 'সি' রোড, (পূর্বতন ১৪৯ এবং ১৫০, সি' রোড,) থানা- লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, ওয়ার্ড নং ৭ আর এস দাগ নং ৩৩৮ ও ৩৩৯, এলআর দাগ নং ৫৩৪ এবং ৫৩৫ অধীন, খতিয়ান নং ২২৩৬, ২১৮৭ এবং ২১৯০, মৌজা- বামুনগাছি, জেএল নং. ১০ যা ডিএসআর এবং এডিএসআর হাওড়ার এখতিয়ারের মধ্যে এবং এটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- **উত্তরে**- সি রোড; **দক্ষিণে**- সন্তোষ দাসের জমি; **পূর্ব দিকে**- আগন্তুক ক্লাব; **পশ্চিমে**- ১২ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ দ্বারা। **ফ্ল্যাটের বর্ণনা** স্বয়ংসম্পূর্ণ কমপ্যাক্ট মার্বেল ফ্লোরিং ফ্ল্যাট নং ১০৪ এর সকল প্রথম ফ্লোরে পরিমাপ ৫২৪ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি তফসিল- 'এ'-এর বাইরে থাকা সুপার বিল্ট-আপ এলাকা সহ। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ১৫০/২, 'সি' রোড (পূর্বে ১৪৯-এর অংশ) এর মধ্যে অবস্থিত শান্তি অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত ভবনে এবং ১৫০, সি' রোড,) বামুনগাছি, ওয়ার্ড নং ০০৭-এর অধীনে, পোস্ট ও থানা-লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০৬, আরএস দাগ নং-৩৩৮ এবং ৩৩৯-এর নতুন দাগ নং এলআর দাগ নং ৫৩৪ ও ৫৩৫ খতিয়ান নং ২২৩৬, ২১৮৭ এবং ২১৯০, মৌজা- বামুনগাছি, জেএল নং ১০, থানা-লিলুয়া, জেলা- হাওড়া, এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ, যা নিম্নরূপ **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে**- লিফ্ট এবং সিঁড়ি কেস; **দক্ষিণে**- খোলা আকাশ; **পূর্ব দিকে**- ফ্ল্যাট নং.১০৩; **পশ্চিমে**- খোলা আকাশ;সম্পত্তিটি **প্রদীপ মালির নামে** আছে ২০২০ সালের দলিল নং ০৫০১০০৫৮৬, বুক-১-, ভলিউম নং ০৫০১-২০২০, পৃষ্ঠা ২৩৬৮৯ থেকে ২৩৭৩৬ পর্যন্ত, জেলা সাব রেজিস্ট্রারে ডিএসআর- ১ হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গের অফিসে নিবন্ধিত।	১. ১৭.১০.২০২৩ ২. ০৮.০২.২০২৪ ৩. **১৫,৪৯,৬৯৯.০০ টাকা (পনের লাখ উনপঞ্চাশ হাজার ছশো নিরানব্বই টাকা) টাকা ১৭.১০.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।
২.	শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তী ফ্ল্যাট নং ১, ৩য় ফ্লোর, ব্লক-১, ১১২, দিবাকর দত্ত গুপ্ত সরণী, সাঁতরাগাছি, পোস্ট- বাকসারা, হাওড়া- ৭১১৩০৬ **লোন এ/সি নং- ৩৫৮৮৪৪৩৩৪০৫ (এইচবিএল) ৩৮১২৯১৪৩২১৬ (এইচবিএল টপআপ) এবং ৩৫৯৫৬০৪৭৮৪০ (সুরক্ষা)**	**জমি ও ভবনের বিবরণ** প্রায় ০৯ (নয়) কাঠা ১৪ (চৌদ্দ) ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- উত্তর বাকসারা, জে.এল. নং-০৭, আর.এস. আরএস দাগ নং- ৩৭৫ এর অধীনে আরএস খতিয়ান নং- ৪০২, এলআর দাগ নং - ১০৭৯ এলআর খতিয়ান নং ৯২১/১ এবং ১৮৪০/১ এর অধীনে, থানা- (পুরাতন) জগাছা (নতুন) সাঁতরাগাছি, হাওড়া পৌরসভা কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং - ৪৫, হোল্ডিং নং- ১১২, দিবাকর দত্ত গুপ্ত সরণি, জেলা- হাওড়া, সকল অধিকার সহ অন্যান্য সুবিধা, স্বত্ব, ইন্টারেস্ট, এবং অনুষঙ্গগুলি সহ যা নিম্নরূপ **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে**- তারাপদ দাসের সম্পত্তি; **দক্ষিণে**- ০২ 'প্রশস্ত ড্রেন; **পূর্ব দিকে**- ১৫' কর্পোরেশন রোড; **পশ্চিমে**- ০২ 'প্রশস্ত ড্রেন দ্বারা। **ফ্ল্যাটের বর্ণনা** আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল চতুর্থ তলায় ফ্ল্যাট নং ১, ব্লক -১, পরিমাপ প্রায় ৭৪২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ ০২ (দুই) শয়নকক্ষ, ০১ (এক) ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ০২ (দুই) স্নান এবং প্রিভি, ০১ (এক) রান্নাঘর এবং ০১ (এক) বারান্দা ও আচ্ছাদিত বারান্ধা এবং অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সমন্বিত বিল্ডিংয়ের নীচের জমি সহ ভবনের সাধারণ অংশ এবং অংশগুলির উপর সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ এবং যার মৌজা- উত্তর বকসারা, জেএল নং ০৭, আরএস দাগ নং- ৩৭৫ খতিয়ান নং- ৪০২, এলআর দাগ নং নং ১০৭৯ এর অধীনে এলআর খতিয়ান নং ৯২১/১ এবং ১৮৪০/১, হাওড়া পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং - ৪৫, হোল্ডিং নং - ১১২, দিবাকর দত্ত গুপ্ত সরণি, থানা- (পুরাতন) জগাছা (নতুন) সাঁতরাগাছি, জেলা- হাওড়া এবং উক্ত ফ্ল্যাট নিম্নরূপ চতুর্দিক **পরিবেষ্টিত- উত্তরে** - খোলা আকাশ তারপর তারাপদ দাসের সম্পত্তি; **পূর্ব দিকে**- সিঁড়ি কেস, ফ্ল্যাট নং ২ এবং ফ্ল্যাট নং ৩; **দক্ষিণে**- খোলা আকাশের পর রঞ্জিত কুমার বসুর সম্পত্তির; **পশ্চিমে**- খোলা আকাশের পর অসিত কারার সম্পত্তি দ্বারা। সম্পত্তিটি **শ্রী জয়ন্ত চক্রবর্তীর নামে** আছে ২০১৬ সালের ডিড নং ০৫০১০৭১১০ ভলিউম নং ০৫০১- ২০১৬, বুক-১-এ, পৃষ্ঠা- ১৮১৯৭১ থেকে ১৮১৯৯৪ পর্যন্ত, ডি.আর.আর. হাওড়ার জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত অনুসারে।	১. ২২.১১.২০২৩ ২. ০৯.০২.২০২৪ ৩. **১৩,১৯,৫৬৩.০০ টাকা (তেরো লাখ উনিশ হাজার পাঁচশ তেষট্টি টাকা) টাকা ২২.১১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৮.০২.২০২৪ এবং ০৯.০২.২০২৪, স্থান - হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের কিছু সম্পত্তি এবং রিল্যান্স রিয়েলটি লিমিটেড এবং ক্যাম্পলন প্রপার্টিজ লিমিটেডের কিছু সম্পত্তি বিক্রির জন্য আগ্রহের প্রকাশ জমা দেওয়ার আমন্ত্রণ

১. রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড ('**কর্পোরেট ডেটর**') হল একটি টেলিকম কোম্পানি যা জুলাই ১৫, ২০০৪-এ নিগমিত। এটির এইচ ব্লক, ১ম ফ্লোর, ধীরুভাই আম্বানি নলেজ সিটি, নাভি মুম্বাই, মহারাষ্ট্র ৪০০৭১০, ভারতে এর নিবন্ধিত অফিস রয়েছে।

২. কর্পোরেট ডেটর বর্তমানে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্সি কোড ২০১৬ ('**আইবিসি**') এর বিধানের অধীনে কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া (**সিআইআরপি**') এর মধ্য দিয়ে চলছে এবং শ্রী অনীশ নিরঞ্জন নানাবতী কর্পোরেট ডেটরের রেজোলিউশন পেশাদার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। ('**আরপি**')।

৩. কর্পোরেট ডেটরের কমিটির ('**সিওসি**') নির্দেশাবলী এবং অনুমোদনের অধীনে আরপি (১) কর্পোরেট ডেটরের কিছু রিয়েল এস্টেট সম্পদ এবং/অথবা (১) ক্যাম্পিয়ন প্রপার্টিজ লিমিটেডের শেয়ার বিক্রি করতে ইচ্ছুক ('**সিপিএল**')। এবং রিল্যান্স রিয়েলটি লিমিটেড ('**আরআরএল**'), কর্পোরেট ডেটরের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সাবস্কিলারি, যেমনটি আরও বিশেষভাবে এখানে পরিশিষ্ট ১ এ উল্লেখ করা হয়েছে, কর্পোরেট ডেটর (রিয়েল এস্টেট সম্পদ এবং সিপিএল এবং আরআরএল-এর শেয়ারহোল্ডিং পরবর্তীতে যৌথভাবে 'আরকম অ্যাসেট' হিসাবে বলা হয়েছে সম্পদের মূল্য সর্বাধিক করার জন্য ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসন) রেগুলেশন, ২০১৬ ('**সিআইআরপি রেগুলেশনস**') এর রেগুলেশন ২৯ এর শর্তাবলীতে সম্ভাব্য দরদাতাদের কাছে। এই বিষয়ে, আরপি সিওসি-এর অনুমোদন অনুসারে এনসিএলটি, মুম্বাই বেঞ্চে সিআইআরপি রেগুলেশনের রেগুলেশন ২৯ এর অধীনে ৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের আদেশের অধীনে আর কম সম্পদ বিক্রির জন্য অনুমোদন চেয়ে একটি আবেদন দাখিল করেছিল , এনসিএলটি এটাতে অনুমতি দিয়েছে।

৪. আরও, সিওসি সিপিএল এবং আরআরএল -এর সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে কর্পোরেট ঋণদাতার সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মূল্যের জন্যও আকাঙ্খিত এবং এর অগ্রগতিতে, সিপিএল এবং আরআরএল নির্দিষ্ট কিছু চিহ্নিত রিয়েল এস্টেট বিক্রি করতেও সম্মত হয়েছে। সম্ভাব্য দরদাতাদের কাছে যথাক্রমে তাদের দ্বারা ধারণকৃত সম্পদ, যেমনটি আরও বিশেষভাবে পরিশিষ্ট ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. তদনুসারে, এই যোগাযোগটি আরপি দ্বারা জারি করা হচ্ছে (সিওসি-এর নির্দেশের অধীনে) কর্পোরেট ঋণখে লাপির সম্পত্তি বিক্রি এবং আরআরএল এবং/অথবা সিপিএল-এর শেয়ারহোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বিড জমা দেওয়ার জন্য আগ্রহী পক্ষগুলিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। কর্পোরেট ডেটর, যেমনটি আরও বিশেষভাবে এখানে পরিশিষ্ট ১-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. আরও, আরআরএল এবং সিপিএল -এর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন অনুসারে, এই যোগাযোগটি আরআরএল এবং সিপিএল -এর পক্ষে এবং পক্ষ থেকে, দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য আগ্রহী পক্ষগুলির আগ্রহের অভিব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যও আরপি দ্বারা জারি করা হচ্ছে। সম্ভাব্য দরদাতাদের কাছে যথাক্রমে তাদের দ্বারা ধারণকৃত চিহ্নিত রিয়েল এস্টেট সম্পদের বিক্রির সম্মান, যেমনটি আরও বিশেষভাবে পরিশিষ্ট ১ এ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭.মূল্য সর্বাধিকীকরণের লক্ষ্যে, সিওসি-এর অনুমোদনের অধীনে আরপি আরকম সম্পদ (আরআরএল এবং সিপিএল -এ শেয়ারহোল্ডিং সহ) বিক্রির জন্য বিড চাওয়ার জন্য একটি সাধারণ প্রক্রিয়া চালাচ্ছে সেইসাথে আরআরএল এবং এর চিহ্নিত সম্পদগুলির জন্য সিপিএল (তাদের নিজ নিজ বোর্ডের অনুমোদন অনুযায়ী)।

৮.সন্দেহ এড়ানোর জন্য, এটা স্পষ্ট করা হয় যে আরকম সম্পদের বিক্রয় আরপি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে সিআইআরপি রেগুলেশনের রেগুলেশন ২৯ এর অধীনে সিওসি-এর নির্দেশ এবং অনুমোদনের অধীনে এবং এতে সিওসি -এর অনুমোদন সাপেক্ষে সম্মান

৯. আরআরএল এবং সিপিএল -এর সম্পদের বিক্রয় আরআরএল এবং সিপিএল দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, একটি সাধারণ বিক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সম্ভাব্য দরদাতাদের মূল্য সর্বাধিকীকরণের সামগ্রিক উদ্দেশ্য সহ নমনীয়তা প্রদান করার জন্য, তাদের চিহ্নিত সম্পদগুলির জন্য বিড করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আরআরএল এবং/অথবা সিপিএল যেমন পরিশিষ্ট-।.

১০. কর্পোরেট ঋণদাতার মালিকানাধীন সম্পদের (সিপিএল এবং/অথবা আরআরএল -এর শেয়ার সহ) ব্যাপারে (যেমন এখানে পরিশিষ্ট ১ এ উল্লেখ করা হয়েছে), প্রতিটি সম্ভাব্য দরদাতা এর জন্য বিড করতে পারে এই ধরনের এক বা একাধিক সম্পদ এবং কর্পোরেট ঋণদাতার যেকোন সম্পদের (আরআরএল এবং/অথবা সিপিএলের শেয়ারহোল্ডিং সহ) অ্যানেক্সার ১-তে উল্লেখিত যে কোনো একটির জন্য আগ্রহের অভিব্যক্তি জমা দিতে পারে। যেকোনো সম্ভাব্য বিডার আরআরএল এবং/অথবা সিপিএল -এর সম্পদে আগ্রহী হতে পারে আরআরএল এবং/অথবা সিপিএল -এর সম্পদের জন্য বিড করুন পরিশিষ্ট ১ তে উল্লেখ করা এবং এর জন্য আগ্রহের একটি অভিব্যক্তি জমা দিন।

১১. সম্ভাব্য দরদাতাদের ২৬ মার্চ, ২০২৪ ('নির্ধারিত তারিখ') ইমেলের মাধ্যমে ১৮০০ ঘন্টা বা তার আগে তাদের সাম্প্রতিকতম আগ্রহের অভিব্যক্তি জমা দিতে হবে, ইমেল ঠিকানা inrcomip@deloitte.com -এ, সম্ভাব্য দরদাতা যে সম্পদ/শেয়ারগুলির জন্য আগ্রহী তা নির্ধারণ করে একটি বিড জমা দিন ইমেলের বিষয় লাইনটি 'রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড/ক্যাম্পলন প্রপার্টিজ লিমিটেড/রিল্যান্স রিয়েলটি লিমিটেডের সম্পদের জন্য বিড জমা দেওয়ার জন্য আগ্রহের প্রকাশ' হিসাবে থাকা উচিত।

১২. উপরন্তু, উপরোক্ত বিক্রয় প্রক্রিয়ার বিষয়ে কোন স্পষ্টীকরণ বা প্রশ্নের জন্য, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে atinrcomip@deloitte.com -এ যোগাযোগ করতে পারেন।

১৩. সম্ভাব্য দরদাতাদের তাদের আগ্রহের প্রকাশের সাথে, কর্পোরেট ঋণদাতার ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করা ফর্ম্যাটে, অর্থাৎ, https://www.rcom.co.in/our-company/investor-relations/ibc-2019/ একটি গোপনীয়তা অঙ্গীকার জমা দিতে হবে - আরও, সম্ভাব্য দরদাতারা নিশ্চিত করবে যে তারা আইবিসি এর ধারা ২৯এ এর অধীনে অযোগ্য নয়।

১৪. প্রস্তাবের জন্য একটি বিশদ অনুরোধ ('আরএফপি') দরদাতাদের কাছে জারি করা হবে যারা নির্ধারিত তারিখে বা তার আগে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আগ্রহ এবং গোপনীয়তার অঙ্গীকার জমা দেয়। আরএফপি-এ বিক্রয় প্রক্রিয়া, যোগ্যতার মানদণ্ড, সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকবে দরপত্রের বিষয়বস্তু, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং ভার্চুয়াল ডেটা রুমে অ্যাক্সেস দরদাতাদের আরএফপি ইস্যু করার সময় বিস্তারিত বিড/প্রস্তাব জমা দিতে হবে, যেভাবে আররফই এ সেট করা আছে।

বিঃদ্রঃ

১. কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার আরপি/সিওসি, তাদের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নির্ধারিত তারিখের পরে আরকম সম্পদগুলির যে কোনও জন্য প্রাপ্ত যে কোনও ইওআই বিবেচনা করার এবং গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। আরআরএল/সিপিএল-এর পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা, আরআরএল/সিপিএল-এর সম্পদের জন্য প্রাপ্ত যেকোন ইওআই বিবেচনা করার এবং গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করে (যেমনটা ঘটনা হতে পারে), আরপি এবং সিওসি-এর সাথে পরামর্শ এবং সম্মতির ভিত্তিতে।

২. এটি একটি অফার নথি নয় এবং কর্পোরেট ঋণদাতা/আরপি/আরআরএল/সিপিএল-এর পক্ষ থেকে এটিকে একটি বাধ্যতামূলক অফার হিসাবে বোঝানো উচিত নয়, যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ধারিত, সংশোধন বা অন্য পর্যায়ে পরিবর্তন করা যেতে পারে আরপি/সিওসি-এর বিবেচনার ভিত্তিতে। কর্পোরেট ডেটর (আরকম সম্পদের ক্ষেত্রে) এবং আরআরএল/সিপিএল-এর পরিচালনা পর্ষদের জন্য (তাদের নিজ নিজ সম্পদের ক্ষেত্রে)।

৩. কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার আরপি/সিওসি বিক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং/অথবা বিক্রয় প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে কোনো আগ্রহী পক্ষ/বিড/অফারকে কোনো কারণ ব্যতীত এবং কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রত্যাখ্যান/অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, এখানে এবং আরএফপি-এ নির্ধারিত যেকোন সম্পদের বিক্রয় কর্পোরেট ঋণদাতার আরপি/সিওসি-এর একমাত্র বিবেচনা এবং অনুমোদন সাপেক্ষে।

৪. আরআরএল এবং সিপিএল এর সম্পদের ক্ষেত্রে, তাদের নিজ নিজ সম্পদের বিক্রয় তাদের নিজ নিজ পরিচালনা পর্ষদ এবং শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে।

সম্ভাব্য দরদাতাদের নিয়মিতভাবে https://www.rcom.co.in/our-company/investor-relations/ibc-2019/ ওয়েবসাইটে গিয়ে স্পষ্টীকরণ, সংশোধনী বা সময়ের সম্প্রসারণ সম্পর্কে আপডেট রাখতে হবে, যদি থাকে।

স্বা/-
অনিশ নিরঞ্জন নানাবতী
রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের জন্য রেজোলিউশন প্রফেশনাল
(কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস অধীনে)
নিবন্ধন নম্বর. IBBI/IPA-002/IP-N00272/2017-18/10830
ডেলয়েট ইন্ডিয়া ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি,
ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, টাওয়ার ৩, ৩২ তম ফ্লোর,
সেনাপতি বাপট মার্গ, এলফিনস্টোন রোড (পশ্চিম), মুম্বাই ৪০০০১৩, ভারত।
anishnanavaty@deloitte.com; inrcomip@deloitte.com

তারিখ: ফেব্রুয়ারী ১৩, ২০২৪
স্থান : মুম্বাই

পরিশিষ্ট-১
সম্পদ/শেয়ারের তালিকা

ক্র. নং	শনাক্তকৃত সম্পদ	বর্ণনা/ মন্তব্য
রিলায়েন্স কমিউনিকেশন লিমিটেড (আরকম সম্পদ)		
১.	চেন্নাই হ্যাডো অফিসের জমি ও ভবন	জি+৭ বিল্ডিং (বেসমেন্ট হিসাবে আরও ২ তলা সহ) যেখানে আরকম এর চেন্নাই অফিস রয়েছে; জমির পরিমাণ - ১.৩ একর। ১ম এবং ২য় ফ্লোর ব্যবহারকারী গ্লোবালকম আইডিসি লিমিটেড আইডিসি হিসাবে ব্যবহার করছে, ৩য় ফ্লোর বা আরকম আংশিকভাবে সার্কেল অফিস হিসাবে ব্যবহার করছে, ৫ম ফ্লোর ক্যান্টিন হিসাবে, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৪র্থ ৬ষ্ট ও ৭ম ফ্লোর খালি রয়েছে এবং ২ টি বেসমেন্ট পার্কিং এর জন্য
২.	আম্বত্তুর, চেন্নাইতে ল্যান্ড পার্সেল	-৩.৪৪ একর খালি শিল্প জমি। বর্তমানে একটি খোলা গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
৩.	পুনেতে ল্যান্ড পার্সেল	৮৭১.১ বর্গমিটার; জি+২ নির্মাণের শুধুমাত্র আরসিসি কাঠামোর ফ্রেম সহ জমি।
৪.	ভুবনেশ্বর অফিস -অফিস স্থান	৬ষ্ঠ ফ্লোর রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের মালিকানাধীন, পরিমাপ ৩৬,৯৪৮ বর্গফুট। বর্তমানে শূন্য।
৫.	ক্যাম্পিয়ন প্রপার্টিজ লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডিং	ক্যাম্পিয়ন প্রপার্টিজ লিমিটেডের ১০০% ইক্যুইটি শেয়ার (৩৫,৬৩,৬০১ ইক্যুইটি শেয়ার প্রতিটি ফেস ভ্যালু আইএনআর ১০ সম্পূর্ণ পরিশোধিত)
৬.	রিলায়েন্স রিয়েলটি লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডিং	রিলায়েন্স রিয়েলটি লিমিটেডের ১০০% ইক্যুইটি শেয়ার (প্রত্যেকটি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত (আইএনআর ১০ -এর অভিহিত মূল্যের ৫০,০০,০০০ ইক্যুইটি শেয়ার)
ক্যাম্পিয়ন প্রপার্টিজ লিমিটেড		
৭.	রিলায়েন্স সেন্টার	ক্যাম্পিয়ন প্রপার্টিজ লিমিটেডের মালিকানা দিল্লিতে রিলায়েন্স সেন্টার (পূর্বতন রঞ্জিত হোটেল) -৩ .৭ একর জমিতে বিস্তৃত প্রধান অবস্থানে অবস্থিত সি.১.৬২ লক্ষ বর্গফুট এলাকা - মহারাজা রঞ্জিত সিং মার্গ, নতুন দিল্লি; আংশিকভাবে সার্কেল অফিস হিসাবে ব্যবহৃত।
রিলায়েন্স রিয়েলটি লিমিটেড		
৮.	ধীরুভাই আম্বানি নলেজ সিটি এবং মিলেনিয়াম বিজনেস পার্ক	রিলায়েন্স রিয়্যালটি লিমিটেডের বাড়িগুলি ধীরুভাই আম্বানি নলেজ সিটিতে বিস্তৃত ১৩২ একর জমিতে নভি মুম্বাইতে ফিনটেক নীতির অধীনে উন্নয়ন অধিকার সহ সি.৩১.৫৪ লক্ষ বর্গ ফুট এলাকা তৈরি; মিলেনিয়াম বিজনেস পার্ক, নাভি মুম্বাইতে সি.৩.৯ লক্ষ বর্গফুট বিল্ট-আপ এলাকা নিয়ে ৭টি বিল্ডিং।

পঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাংক Punjab & Sind Bank

পরিশিষ্ট - ৪ দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যশোর রোড ব্রাঞ্চ
৩০, যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৮
ফোন নং - ০৩৩-২৫২৯ ৩৪৬৯, ই-মেল আইডি : k1373@psb.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৪.১০.২০২২ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী কাজল বরণ সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতি সংযুক্তা সেনগুপ্ত (জামিনদাতা)** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১০,৭৮,৬৭৬.৩৪ টাকা** (দশ লাখ আটাত্তর হাজার ছশো ছিয়াত্তর টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে**।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, যশোর রোড ব্রাঞ্চ,** নিকট বকেয়া **১০,৭৮,৬৭৬.৩৪ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ - ৭৫৯.৮৬ বর্গফুট পরিমাপের তিনতলা বিল্ডিং বিশিষ্ট আবাসিক বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল আরএস দাগ নং ১০১০, ১০১২, আরএস খতিয়ান নং ২০৩৮ জমির প্লটে তৈরি, মৌজা -সাতগাছি, জেএল নং ২০, ওয়ার্ড নং ১৫, থানা-দমদম, দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং ১৩২ (পূর্বতন ১৩৮/১৩), ৩য় তল, দেবী নিবাস রোড, জেলা - ২৪ পরগনা (উঃ), পিন - ৭০০ ০৭৪ **শ্রী কাজল বরণ সেনগুপ্তের** নামে রেজিস্টার্ড জেলা ২৪ পরগণার নিবন্ধনে।

পরিবেষ্টিত- উত্তরে- দেবীনিবাস রোড, দক্ষিণে- খালি জমি, পূর্বে- শ্রী গোপাল দাসের বাড়ি, পশ্চিমে- ডক্টর পি.সি. মিত্রের বাড়ি দ্বারা।

তারিখ : ০৯.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

আইবিসি, ২০১৬ অধীনে ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অভিজিৎ হাজারীবাগ টোল রোড লিমিটেডের (ইন লিকুইডেশন)
রেজিস্টার্ড অফিস- এফই-৮৩, সেক্টর-৩ সল্টলেক সিটি, প্রথমত কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৬
প্রধান কার্যালয় - ৭৯/৪ প্রশান্ত নগর, আজনি, নাগপুর ৪৪০০১৫, মহারাষ্ট্র ভারত
CIN : U45209WB2010PLC149763

অভিজিৎ হাজারীবাগ টোল রোড লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন) ('**কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা**') এর নিম্নোক্ত সম্পদ বিক্রির বিষয়ে সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্সি কোড ২০১৬ ('**কোড**') অধীনে মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা

কর্পোরেট ডেটরের নিম্নোক্ত সম্পদ, এটির লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩৩ সহ পঠিত আইবিসি এর ৩৫(এফ), ২০১৬ অনুসারে বিক্রির জন্য দেওয়া হচ্ছে। অনলাইন ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড https://eauctions.co.i/n এর মাধ্যমে বিডিং সঞ্চালিত হবে।

ক্র. নং	লট নং	জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংরক্ষিত মুল্য	বায়না টাকা জমা	বিড বর্ধিত মুল্য
১	১	মৌজা জাপ, তালুকা - সুধাগড়, জেলা- রায়গড়, মহারাষ্ট্র, ভারত এর ৬৮ নম্বর প্লটে, সার্ভে নং ৩৩২/এ+৩৩৪/এ+৩৩৮/এ -এ ২৩০.০০ বর্গ মিটার পরিমাপের খোলা ফ্রিহোল্ড অকৃষি জমি।	৮.৫০ লক্ষ (আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)	০.৮৫ লক্ষ (পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র)	১০০০০/- (দশ হাজার)

ক্র. নং.	বিশেষ	বিস্তারিত
১	নিলামের তারিখ এবং সময়	তারিখ- সোমবার, ১৮ মার্চ ২০২৪ সময়- সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা (৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ)
২	আবেদনের শেষ তারিখ	বুধবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৪
৩	যোগ্য দরদাতাদের ঘোষণার তারিখ	শুক্রবার, ১লা মার্চ, ২০২৪
৪	পরিদর্শনের শেষ তারিখ	শনিবার, ৯ই মার্চ ২০২৪
৫	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	শনিবার, ১৬ই মার্চ ২০২৪

গুরুত্বপূর্ণ নোট :

১. বিক্রয় হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে যেমন আছে', 'যাহাই আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে; এবং 'রিকোর্স ছাড়াই'

২. প্রক্রিয়া এবং সময়সীমার বিশদ বিবরণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে বর্ণিত আছে। আগ্রহী আবেদনকারীরা অনলাইন ই-নিলামের শর্তাবলী, বিড ফর্ম, যোগ্যতার মানদণ্ড, দরদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিংকস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ প্রাসঙ্গিক ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি দেখতে করতে পারেন। উল্লিখিত ওয়েবসাইটের ঠিকানা হল https//eauctions.co.in/

৩. আগ্রহী দরদাতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সহ বাধ্যতামূলকভাবে পড়া এবং সম্মত হওয়ার পরে অংশগ্রহণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী, ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের আগ্রহের প্রকাশ জমা দেবেন।

৪. এটি স্পষ্ট করা হয় যে, এই বিজ্ঞপ্তিটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটরের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার স্বার্থে তার বিবেচনার ভিত্তিতে ই-নিলামের সময়সীমা সহ যেকোনও শর্ত প্রসারিত/বিলম্বিত/বাতিল বা সংশোধন করার, মুছে ফেলার এবং/অথবা কোনো পূর্ব বিজ্ঞপ্তি বা কোনো কারণ ব্যতিরেকে কোনো বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে নিলামের যেকোনো পর্যায়ে যাই হোক না কেন।

৫. কোডের ধারা ৩৫-এর (এফ) ক্লজ অনুসারে আগ্রহী দরদাতা যদি কোডের ধারা ২৯এ-এ বর্ণিত (সময়ে সময়ে সংশোধিত মত) যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তিনি বিড জমা দেওয়ার যোগ্য হবেন না

৬. দরদাতা, যিনি অনলাইন নিলাম বন্ধ করে সর্বোচ্চ অফার জমা দেবেন, তাকে লিকুইডেটরের অনুমোদন সাপেক্ষে সফল ঘোষণা করা হবে।

৭. বিক্রয়ের নিশ্চিতকরণের পরে, ক্রেতাকে বিড সফল ঘোষণা করার ৭ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ (ইএমডি পরিমাণ সহ) জমা দিতে হবে এবং ৭৫ শতাংশ ব্যালেন্স বিক্রয় বিবেচনার তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। বিক্রয় তবে শর্ত থাকে যে ৩০ দিনের পরে করা অর্থ ১২ শতাংশ হারে সুদ আকর্ষণ করবে যদি ক্রয়কারী সময়মতো অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত হবে এবং সম্পদ পুনরায় নিলাম করা হবে।

৮. প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে লিঙ্ক স্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করুন ৯/সি বর্ধান টাওয়ার, লাখুদি সার্কেলের কাছে, বিমল হাউসের পাশে, নাভারংপুরা, আহমেদাবাদ-৩৮০০১৪ ইমেল আইডি হল- admin@eauctions.co.in এবং যোগাযোগ নম্বর হল শ্রী বিজয় পিপলিয়া / মিঃ আহমেদ ৯৮৭০০৯৯৭১৩

৯. সমস্ত অনুসন্ধানের জন্য জন্য অনুগ্রহ করে নিম্ন স্বাক্ষরিতের সঙ্গে যোগাযোগ করুন cirp.ahtrl@gmali.com, nirmalagarwal123@rediffmail.com-এ

স্বা/-
সিএ নির্মল কুমার আগরওয়াল
লিকুইডেটর - অভিজিৎ হাজারিবাগ টোল রোড লিমিটেড
তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ (রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P0211/22020-2021/13380)
স্থান- কলকাতা
শ্রী কুঞ্জ, ৮৩ গোলাঘাটা রোড, শ্রীভূমী,
উত্তর ২৪ পরগণা (কলকাতা) পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪৮
ইমেল আইডি - cirp.ahtrl@gmail.com, nirmalagarwal123@rediffmail.com
ফোন +৯১ ৯১০১২৯৫৯১৫

EASTERN LOGICA INFOWAY LIMITED
CIN: U30007WB1995PLC073218
Registered Office: 2 Saidat Place, 1st Floor Kolkata - 700072
Tel: 033 40680300
Email- gaurav@easternlogica.com
Website: www.easternlogica.com

NOTICE OF RECORD DATE FOR ISSUE OF BONUS SHARE

Notice is hereby given, pursuant to section 91 of Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, the Board of Directors of the Company at its meeting held on Wednesday, January 17, 2024 has declared issue of Bonus share in the ratio of 5:1 i.e. Five new bonus Equity Share for every One existing fully paid up Equity Shares of Rs. 10/- each, subject to approval by the members and any other applicable statutory and regulatory approvals. The Company has further fixed Record Date as Wednesday, February 21, 2024 to determine eligible shareholders entitled to receive bonus shares declared at the said meeting.

For Eastern Logica Infoway Limited
Sd/-
Priyanka Baid
Company Secretary & Compliance Officer
Place: Kolkata
Date: 12-02-2024

পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক
সাহাগঞ্জ ব্রাঞ্চ, গুরুদোয়ার পাঞ্জাবি সঙ্গত, সাহাগঞ্জ, হুগলি
Where service is a way of life

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

নিম্নস্বাক্ষরকারী পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান শাখার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা- মেসার্স সুরিয়া এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শম্পা চক্রবর্তী,** স্বামী- স্বপন চক্রবর্তী এবং **গ্যারান্টর- সোহম চক্রবর্তী,** পিতা- স্বপন চক্রবর্তী, ৪১/এ. দেশপ্রিয় সরণি, খামারপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, পিন নম্বর , ৭১২৫০২ এবং **শ্রী স্বপন চক্রবর্তী,** দেশপ্রিয় সরণি, খামারপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি, পিন- ৭১২৫০২	বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ০.০২২ একর কমবেশি ০১ কাঠা ০৬ ছটাক সেখানে থাকা কাঠামো সহ যার মৌজা- খামারপাড়া, জেএল নম্বর -২২, থানা- চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার এখতিয়ারের মধ্যে জেলা হুগলিতে অবস্থিত ওয়ার্ড নং - ৪. হোল্ডিং নং- ৪১/এ, মহল্লা- দেশ প্রিয় সরণি খতিয়ান নং ২২০৯ (পুরাতন) ২৬৫৭ (নতুন), এল.আর. প্লট নং -১৪১২ (পি) আরএস প্লট নং -১০১৪(পি) এর এর সাথে সম্পর্কিত এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল প্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ। স্বত্ব দলিল নং- আই-৬১ ৯৪/২০১১, তারিখ - ০৬.০৯.২০১১ ডিএসআর হুগলিতে সিডি ভলিউম- ১৮, পৃষ্ঠা ৩৭৬৬ থেকে ৩৭৭৭ পর্যন্ত তে নথিভুক্ত শ্রী স্বপন চক্রবর্তীর নামে । **সম্পত্তিটির সীমানা**- উত্তর- বিবেক বালার বাড়ি, দক্ষিণ- মালিকের জমি, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিম- দিলীপ দে-এর বাড়ি দ্বারা।	ক) ১৪.০৬.২০২২ খ) ০৯.০২.২০২৪ গ) ৬,৫০,৪৪৯.০০ টাকা **(ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার চারশ উনপঞ্চাশ টাকা) ৩১.০৫.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা- মেসার্স জয়ী এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতি দেবশ্রী সেন,** নলডাঙ্গা ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলি, পিন নম্বর-৭১২১২৩ এবং **শ্রীমতী দেবশ্রী সেন, স্বত্বাধিকারী- মেসার্স জয়ী এন্টারপ্রাইজ,** স্বামী- সুরজিৎ সেন, নলডাঙ্গা ব্যান্ডেল, হুগলি, পিন নম্বর -৭১২১২৩ এবং **গ্যারান্টার- শ্রীমতি লাবণী দাস,** স্বামী- শ্রী প্রিয়া রঞ্জন দাস, নলডাঙ্গা কলোনি, নারায়ণপুর, জেলা- হুগলি, পিন নম্বর - ৭১২১২৩	মৌজা বারাকপুর নওয়াপাড়া, জেএল নং - ৬৭, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলির অন্তর্গত রাজহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে অবস্থিত ০৩ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও বিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর নির্মাণ যার এল.আর. দাগ নং- ৩৭২ , আর.এস. দাগ নং - ৩১৯, এল আর খতিয়ান ৩৩৫ (পুরাতন), ৩৯০ (দেবশ্রী সেনের নামে নতুন) এর অধীনে এবং সেখানে সমস্ত ধরণের সুবিধার অধিকার সংযুক্ত রয়েছে । স্বত্ব দলিল নং - আই-০৬০২-০২৪৬১ তারিখ- ১৩.০৪.২০২১, ডিএসআর- ২, হুগলিতে শ্রীমতী দেবশ্রী সেন এর নামে নিবন্ধিত বই নং - ১, ভলিউম নং - ০৬০২-২০২১, পৃষ্ঠা নং - ৬৫৫৬৭ থেকে ৬৫৫৯০ তে নথিভুক্ত। **সম্পত্তিটি যে হিসাবে পরিবেষ্টিত**- উত্তর- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- ডোবা (পুকুর), পূর্ব- বিশ্বনাথ সেনের সম্পত্তি, পশ্চিম- প্রদীপ সেনের সম্পত্তি দ্বারা।	ক) ২০.১১.২০২৩ খ) ০৯.০২.২০২৪ গ) ১১,৫৪,৩৬৪.১২ টাকা **(এগার লাখ চুয়ান্ন হাজার তিনশ চৌষট্টি টাকা এবং বারো পয়সা) ৩১.১০.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৯.০২.২০২৪
স্থান : সাহাগঞ্জ
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

ভারত-বাংলাদেশ জলপথে বাণিজ্যিক বন্দর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লালগোলা: আরও সুগম হল ভারত থেকে বাংলাদেশে জলপথ বাণিজ্য। সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ব্লকের ময়া এলাকায় পদ্মা নদীর ওপর উদ্বোধন হল ভারত-বাংলাদেশ জলপথে বাণিজ্যিক বন্দর। এখন থেকে এই পথে রোজ যাতায়াত করবে কার্গো ভেসেল। বছরে দু' দেশের মধ্যে ২.৬ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণ হবে এই জলপথ দিয়ে। লালগোলায় ময়াতে বন্দর তৈরি হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশের সুলতানগঞ্জে তৈরি হয়েছে বন্দর। দুই বাংলার বাণিজ্যে পথ দেখাবে এই জলপথ।

মুর্শিদাবাদের ময়া নদী বন্দর থেকে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা করলেন কেন্দ্রের জাহাজ এবং বন্দর দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। নদীপথে বন্দর চালু হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে কার্গো ভেসেল সরাসরি বাংলাদেশের সুলতানগঞ্জের নদী বন্দরে পৌঁছে যাবে। জানা গিয়েছে, জাতীয় জলপথ নম্বর ৫ এবং ৬-এর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছে ভারতের ময়া এবং বাংলাদেশের সুলতানগঞ্জ। মুর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ অংশের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত থাকলেও এতদিন বাংলাদেশ থেকে ভারতে বা ভারত থেকে বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদ দিয়ে সরাসরি বাণিজ্যের কোনও পথ ছিল না। বনগাঁ সীমান্ত অথবা মালদার মহদিপুর দিয়ে এই জেলার ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি করতে হত।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর জানান, ময়াতে নদী বন্দর চালু হয়ে যাওয়ায় জেলার অর্থনীতি অনেক মজবুত হবে। এই বন্দরের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য, পাথর প্রভৃতি একাধিক পণ্য বাংলাদেশে পাঠানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈধ পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হলেও পণ্য পরিবহণে কড়াকড়ি নজরদারি চালাবে কেন্দ্র বাহিনী। জেলা পুলিশও সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।

গত একবছর আগে বন্দর তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শেষ করা হয়েছে। মাস খানেক আগে কেন্দ্রের পিএসসি (পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি) র চেয়ারম্যান অধীর চৌধুরী পিএসসির সদস্যদের ময়ায় নদী বন্দর পরিদর্শন করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। অধীর চৌধুরী কেন্দ্র সরকারের কাছে দীর্ঘদিন ধরে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে দু' দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে শুরু হল দু' দেশের মধ্যে কার্গো ভেসেল পরিবহণ।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45201WB1996PLC077451

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৯, স্বায়িকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.)৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪৩৬৭৩

ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, ইমেল: info@dynamicarchistructures.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(ইপিএস ছাড়া টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত/চলতি বর্ষ সমাপ্ত	বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষের
		৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২২
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২.৬৩	৬.২২	০.৬১
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে #)	২.৪১	৫.৫৬	০.৪৪
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	২.৪১	৫.৫৬	০.৪৪
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	২.২৩	৪.৯৯	০.৩৬
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয়(করের পরে)]	২.২৩	৪.৯৯	০.৩৬
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মৌলিক :	৪.৪৪	৯.৯৬	০.৭৩
	২. মিশ্রিত :	৪.৪৪	৯.৯৬	০.৭৩

দ্রষ্টব্য :

ক উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com -এ পাওয়া যাবে।

খ #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা ইন্ড এএস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

দানমাল পোরওয়াল

চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর (DIN- 00581351)

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১২.০২.২০২৪

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

9331059060–9831919791

দ্য গ্রোব টি কোং লিঃ

CIN : L15494WB1895PLC000963

রেজি অফিস : "হাউটি স্ট্রিট" ১০তম, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬

ফোন নং. +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬

ই-মেল: grobtea@rawalwasia.co.in ওয়েবসাইট: www.grobtea.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৩৪০২.৫১	২৭৩১.৩৩	৮৪৫৫.০৪	৮৯৩৮.৪৮
২	নিট লাভ সময়কালের জন্য, কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফাপূর্ব	২৪৯.৪৮	(৭.০১)	১৩৯৬.৩৩	১৮৮১.৮১
৩	নিট লাভ সময়কালের জন্য করপূর্ব, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	২৪৯.৪৮	(৭.০১)	১৩৯৬.৩৩	১৮৮১.৮১
৪	নিট লাভ সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	২৪৯.৪৮	(৭.০১)	১৩৯৬.৩৩	১৮৮১.৮১
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ কর পরবর্তী এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় কর পরবর্তী]	২৯১.৮২	(৭৪.৮৬)	১৪৬৯.১৮	১৮৫১.৮১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো)	-	-	-	-
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি, চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :				
	১. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব (বার্ষিকীকৃত নয়)	২১.৪৬	(০.৬০)	১২০.১৩	১৬১.৯০
	২. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী (বার্ষিকীকৃত নয়)	২১.৪৬	(০.৬০)	১২০.১৩	১৬১.৯০

দ্রষ্টব্য :

উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.grobtea.com** -এ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে

স্বা/-

(পি. কে. আগরওয়াল)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

(DIN : 00703745)

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

সরস্বতী পুজোয় দুর্লভ বাসন্তী গাঁদা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত পোহালেই সরস্বতী পুজো। বাংলার ঘরে ঘরে আরাধিতা হবেন বাগদেবী। আর সরস্বতী পুজার অনুষঙ্গ হিসেবে বাঙালির প্রিয় গাঁদা ফুল।

উল্লেখ্য, শিউলি ফুলের গন্ধ যেমন দেবী দুর্গার আসছেন বলে জানান দেয়, তেমনি গাঁদা ফুলের গন্ধও জানিয়ে দেয় সরস্বতীর কথা। এ রাজ্যে সাধারণত হলুদ, লালচে হলুদ আর বাসন্তী রঙের গাঁদা ফুলের চাষ হয়। আর এই গাঁদা ফুলের মধ্যে পুষ্পপ্রেমীদের প্রিয় বাসন্তী গাঁদা। কিন্তু এ বছর প্রকৃতির খামখেয়ালিপনার জন্য বাসন্তী গাঁদার চাহিদা থাকলেও, তা মেলা দুষ্কর বলে দাবি। চাষিদের দাবি, এ বছর বাসন্তী গাঁদার কুঁড়ি কুঁকড়ে গিয়েছে। কুয়াশায় যেমন বৃদ্ধি হয়নি তেমনই গাছেও ছত্রাক আক্রমণ শুরু হয়েছে। ফলে সরস্বতী পূজার সময়ে বাসন্তী বা হলুদ রঙের গাঁদা এবছর যেমন দামি হবে তেমনই মিলবে না পর্যাপ্ত পরিমাণে। তাই সরস্বতী পুজোর আগে মন খারাপ ফুল চাষিদের। শ্বেতশুভ্র সরস্বতীর গলায় বাসন্তী গাঁদার দেখা মিলবে কদাচিৎ।

বেহাল রাস্তা পুনর্নির্মাণের দাবিতে অবরোধ, ক্ষোভ হাজারো গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল বলে দাবি। রাস্তাজুড়ে বড় বড় গর্তে পড়ে প্রায়শই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন চলাচলকারী যানবাহন থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে আবেদন জানিয়েও লাভ না হওয়ার অভিযোগে আজ এলাকার কয়েক হাজার মানুষ নাগরিক মঞ্চের ব্যানারে নেমে এলেন রাস্তায়। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন তাঁরা। অবরোধ তুলতে গিয়ে এলাকার মানুষের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকদেরও। ঘটনা বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের পাপড়া মোড়ের। তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকার ঘটা করে পথশ্রী প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিল। রাস্তাঘাটের সর্বত্র চোখে পড়ছে পথশ্রী প্রকল্পের বড় বড় ব্যানার। যে ব্যানারে দাবি করা হচ্ছে রাজ্যজুড়ে ১২ হাজার কিমি রাস্তা নতুন করে পাকা করা হচ্ছে অথবা পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। অথচ বাঁকুড়া জেলায় খাতড়া ব্লকের পাপড়া মোড় থেকে আড়কামা রাস্তার বেহাল অবস্থা থাকলেও, কিছু হচ্ছে না। বেহাল এই সড়ক নিয়ে সাধারণের ক্ষোভ ধীরে ধীরে জমতে জমতে আজ আছড়ে পড়ল পাপড়া মোড়ে। স্থানীয়দের দাবি, পাপড়া মোড় থেকে আড়কামা পর্যন্ত প্রায় ১০ কিমি রাস্তার হাল এমনই যে সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাই দুঃসাধ্য। ওই রাস্তা দিয়ে সারা দিনে ১০ থেকে ১২টি যাত্রীবাহী বাস চলাচল করলেও কার্যত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন বাসযাত্রীরা। কোনও গাড়ি ওই রাস্তায় ভাড়া যেতে চাইছে না। চলাচল করতে পারছে না অ্যাম্বুল্যান্সও। এলাকার মানুষ সাইকেল বা বাইকে যাতায়াত করতে গিয়েও বারেবারে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা বদলের দাবিতে এলাকার মানুষ বারেবারে দ্বারস্থ হয়েছে প্রশাসনের। কিন্তু অভিযোগ, ঘুম ভাঙেনি প্রশাসনের। গত কয়েকবছর ধরে এমন দুর্ভোগের পর আজ নাগরিক মঞ্চের ব্যানারে এলাকার কমপক্ষে ২০ টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ নেমে আসেন রাস্তায়। পাপড়া মোড়ের কাছে খাতড়া থেকে সিমলাপাল যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। তাঁরা দাবি করেন, জেলাশাসককে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে রাস্তার হাল খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আশ্বাস দিয়ে অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ। দীর্ঘক্ষণ ধরে অবরোধের জেরে খাতড়া সিমলাপাল গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়। অবিলম্বে বেহাল ওই সড়কের হালবদল না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L27100WB2010PLC144405

রেজিস্টার্ড অফিস: বিকানির বিল্ডিং, ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা পঃবঃ-৭০০০০১ ভারত

ই-মেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com

দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

"৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয়ম াসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ"

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১০৩৪৮.১৮	৩১৪৭৮.৪০	১০৮২২.৭৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	১৬২.৬৭	৪৭০.০৭	২০৩.৬২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	১২৩.২২	৩৫১.৪৪	১২৬.২৭
মোট ব্যাপক আয় [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত]	১২৩.২২	৩৫১.৪৪	১২৬.২৭
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (টা.)	০.১৯	০.৫৪	০.১৯
(খ) মিশ্রিত (টা.)	০.১৯	০.৫৪	০.১৯

দ্রষ্টব্য-

(ক) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।

(খ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com-তেও পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

সুনীল কুমার আগরওয়াল

(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

DIN: 00091784

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১২.০২.২০২৪

জয়শ্রী নির্মাণ লিঃ

রেজিঃ অফিস: কক্ষ নং ৫০৩, ১ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯

সিআইএন নং : L45202WB1992PLC054157

ইমেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	বর্ষ থেকে তারিখ ০১.০৪.২০২৩ থেকে ৩১.১২.২০২৩	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
		টাকা '০০০ -তে		
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১,৬২৫.৭৩	৬,৫৪৯.৯৬	৭২,৭২২.৮৪
২.	কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে নিট লাভ / (ক্ষতি)	-১৬৯.০০	৬১৬.৯৮	৬০,০০৮.৪৭
৩.	কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে লাভ / (ক্ষতি)	-১৪,৪৯১.৬৯	-১৯,৮৩৮.৫৪	৪৮,৩০৫.৬৪
৪.	সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) মোট ব্যাপক আয় (লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)	৩,১৩,৭১১.৫৯	৬,৪৩,২২০.৭১	-৬,৬৬,৭১৭.৭৭
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০	৫০,৬১২.০০
	ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতিটি	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৬.	ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ	২,৩৫৫.০০	২,৩৫৫.০০	১৭,১১,৭৭৪.০০
৭.	নিট মূল্য	২,৪০৫.৬১	২,৪০৫.৬১	১৭,৬২,৩৮৬.০০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল এবং মিশ্রিত) -	-২.৮৬	-৩.৯২	৯.৫৪

দ্রষ্টব্য :

উপরোক্তটি এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।

ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট : **www.jayshreenirmanlimited** -তে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

বোর্ডের আদেশানুসারে

জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড -এর পক্ষে

অমিত এন প্যাটেল

ডিরেক্টর

DIN : 09795548

তারিখ : ১২/০২/২০২৪

স্থান : কলকাতা

অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L01113WB1990PLC050020

রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক-বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, সুইট নং ৫০৪, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১, ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭-৫৫৫৫ / +৯১ ৮৪২০০ ৪৭৮০১

ই-মেল : calcutta@acknitindia.com, ওয়েবসাইট : www.acknitindia.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২
মোট আয় কার্যাদি থেকে	৪৬৩৩.৩৫	১৫২২১.১৪	৪৭৮৯.৮৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ব)	২৬৭.১৪	৭৩১.০৪	৩১১.৯০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী)	১৯৯.৯৮	৫৪৭.৭২	২৩০.৪৯
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	১৯৯.৯৮	৫৪৭.৭২	২৩০.৪৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০৪.০০	৩০৪.০০	৩০৪.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)			
মৌলিক :	৬.৫৮	১৮.০২	৭.৫৮
মিশ্রিত :	৬.৫৮	১৮.০২	৭.৫৮

দ্রষ্টব্য :

(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.acknitindia.com)-তে পাওয়া যাবে।

(খ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ১২.০২.২০২৪ তারিখের সভায় অনুমোদিত।

(গ) পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত এবং পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশক্রমে

স্বা/-

শ্রী কৃষাণ সরাফ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

DIN : 00128999

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১২.০২.২০২৪

THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LIMITED

CIN: L15100WB1989PLC046886 [illegible]

Regd. Off.: Plot No 62 Tower II, 12th Floor, Millennium City Information Technology Park, Sector-V, Block DN, Kolkata Bidhan Nagar, North 24 Parganas, Saltlake, West Bengal India, 700091

STATEMENT OF UN- AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 31.12.23

((Amount In Lacs))

SL NO	Particulars	STANDALONE 3 Months ended 31.12.2023	Proceeding 3 months 30.09.2023	Correspon 3 months ended in the previous year 31.12.2022	9 months ended 31.12.2023	Correspon 9 months ended in the previous 31.12.2022	Previous year 31.03.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Income						
	(a) Revenue From Operations	0.00	0.00	2.15	0.00	82.64	136.89
	(b) Other Income	0.36	19.13	2.32	21.14	11.58	14.44
	Total Income	0.36	19.13	4.47	21.14	94.22	151.33
2	Expenses						
	(a) Cost of materials consumed	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(b) Purchases of stock-in-trade	0.00	0.00	0.00	118.99	79.83	79.83
	(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	7.32	-24.81	2.10	-126.31	5.85	53.17
	(d) Employee Benefit Expenses	0.00	0.94	4.57	4.76	13.76	18.36
	(e) Finance Cost	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00
	(f) Depreciation and amortisation expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(g) Directors Remuneration	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(h) Consultancy charges/ Professional Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(i) Listing Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(j) Commission	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(k) Traveling Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(l) Other expenses (Any item exceeding 10% of the total expenses relating to continuing operations to be shown separately)	0.62	1.47	1.10	7.37	6.62	8.62
	Total Expenses	-6.70	-22.50	7.77	5.33	106.08	159.58
3	Profit / (Loss) before exceptional items and tax (1-2)	7.06	41.64	-3.30	15.81	-11.86	-8.65
4	Exceptional items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Profit / (Loss) before tax (3-4)	7.06	41.64	-3.30	15.81	-11.86	-8.65
6	Tax Expenses						
	(a) Current Tax						
	(b) Deferred Tax						
	(c) Income Tax						
7	Total Tax Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Profit / (Loss) for a period from continuing operations (5-7)	7.06	41.64	-3.30	15.81	-11.86	-8.65
9	Profit/ (Loss) for a period from dis-continuing operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Tax Expenses of discountined operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Profit/ (Loss) for a period from dis - continuing operations (after tax) (9-10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Other Comprehensive Income/ (Loss)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A) (i) Amount of items that will not be reclassified to profit or loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B) (i) Amount of items that will be reclassified to profit or loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit/loss) and other comprehensive income for the period) (8+11-12)	7.06	41.64	-3.30	15.81	-11.86	-8.65
	Paid -up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	220.76	220.76	220.76	220.76	220.76	220.76
14	Earning Per Share (For continuing operations)						
	(a) Basic	0.32	1.89	-0.15	0.72	-0.54	-0.39
	(b) Diluted	0.32	1.89	-0.15	0.72	-0.54	-0.39

Notes:

1 The above financial results for the quarter/period ended 31st December, 2023 are approved by the Board of Directors at its meeting held on 12.02.2024

2 These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards(referred to as "Ind AS") 34 Interim Financial Reporting prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time. These results have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 12th February, 2024. The statutory auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results

3 Previous years/periods' figures have been rearranged/regrouped/reclassified, wherever necessary, to make them comparable with those of current year/period.

4 In terms of Ind AS-12 "Accounting for Taxes on Income", Deferred Tax Assets/Liabilities will be recognised at the end of the financial year.

For THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIARIES LIMITED

sd/-

RASHMI CHANDRAKANT VARTAK

Director

DIN: 10259700

Place : Kolkata

Dated : 12.02.2024

SOMA TEXTILES & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001, Tel.: 033-22487406

Website: www.somatextiles.com E-mail ID: investors@somatextiles.com

CIN:L51909WB1940PLC010075

EXTRACTS OF THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended Unaudited 31.12.23	Quarter Ended Unaudited 31.12.22	Nine Month Ended Unaudited 31.12.23	Nine Month Ended Unaudited 31.12.22	Year Ended Audited 31.03.23
Total income	209	1096	670	1516	1662
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items) *	(41)	715	(124)	(62)	(216)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items) *	84	13110	182	16789	16726
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	84	13110	182	16789	16546
Total comprehensive income for the period [(Comprising Profit (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)]	84	13110	182	16789	16547
Paid up Equity Share Capital	3303	3303	3303	3303	3303
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
Basic :	0.25	39.68	0.55	50.82	50.09
Diluted:	0.25	39.68	0.55	50.82	50.09

* Includes share in profit of associate.

Extract from the Standalone financial results:

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended Unaudited 31.12.23	Quarter Ended Unaudited 31.12.22	Nine Month Ended Unaudited 31.12.23	Nine Month Ended Unaudited 31.12.22	Year Ended Audited 31.03.23
Income from operations (Turnover)	206	201	470	242	620
Profit before tax	84	13110	182	16789	16726
Profit after tax	84	13110	182	16789	16546

Note:

1) The above results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 12, 2024 and the Statutory Auditors of the Company have carried out "Limited Review" of the same.

2) The above is an extract of the detailed format of year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 05, 2016. The full format of the same are available on Stock Exchanges Website i.e. NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com) and on Company's website www.somatextiles.com.

For Soma Textiles & Industries Ltd.

A. K. Somany

Managing Director

DIN: 00024903

Place: Ahmedabad

Date: 12th February 2024

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড

CIN: L65993WB1970PLC027781

রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৯ম তল), কলকাতা- ৭০০০১৬

টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮৭ - ৯৩৫৯/৯৩৬০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৭ - ২০৪৭

ই-মেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৮৩.৭৯	২৪৩.৬৬	৭২.৮৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাপূর্ব)	৯১.৩১	১৫৭.০০	২১.৯১
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৯১.৩১	১৫৭.০০	২১.৯১
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৭০.৪৫	১২১.৮৯	২৪.১৮
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৭০.৪৫	১২১.৮৯	২৪.১৮
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) সমাপ্ত ৩১ মার্চ পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো			
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :			
	১. মৌলিক	১.৩২	২.২৯	০.৪৫
	২. মিশ্রিত	১.৩২	২.২৯	০.৪৫

দ্রষ্টব্য :

ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১.১২.২০২৩ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ।

খ) ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ - www.bseindia.com, www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com -তেও।

বোর্ডের আদেশক্রমে

(এ. কে. ডাবরিওয়ালা)

চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর

DIN : 00024498

স্থান : কলকাতা

তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন অব্যাহত রেখে মালদা জেলা পরিষদের বাজেট পেশ হল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন অব্যাহত রেখেই মালদা জেলা পরিষদের ১৯১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩১৪ টাকার বাজেট পেশ হল। যদিও গত বছরের থেকে প্রায় ১১০ কোটি টাকার বাজেট চলতি অর্থবর্ষে কমেছে। এব্যাপারে কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ বিভিন্ন ফান্ড থেকে টাকা বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। সোমবার ইংরেজবাজার শহরের বিনয় সরকার অতিথি আবাসে ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষের এই বাজেট পেশ হয়। জেলা পরিষদের সভাধিপতি ছাড়াও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা মালদা জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক জামিল ফিরদৌস জেবা সহ তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদের সমস্ত নির্বাচিত সদস্যরা। তবে এদিন কংগ্রেসের ৫ নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে চারজন উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বিজেপির চারজন সদস্যের মধ্যে একজন উপস্থিত হয়েছিলেন। বিরোধীদলের সদস্যদের উপস্থিতিতেই এদিন তৃণমূলের ৩৪ জন নির্বাচিত সদস্যরা এই বাজেট পেশের ক্ষেত্রে হাত তুলে সমর্থন জানান।

এদিন বাজেট বৈঠক পেশ হওয়ার পর মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, গতবারের তুলনায় এবছর বাজেটে অর্থ বরাদ্দ অনেকটাই কম হয়েছে ঠিকই। কিন্তু গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি রাখা হচ্ছে না। এতদিন কেন্দ্র সরকারের অধীনস্থ যে ফান্ডগুলি থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হত, সেগুলি স্বশাসিত হওয়ায় নতুন করে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এবারের চলতি অর্থবছরে বাজেট পেশে টাকার অঙ্কের পরিমাণ অনেকটাই কমানো হয়েছে। কিন্তু কোনওরকম উন্নয়নমূলক কাজে ত্রুটি থাকবে না।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ আরও জানিয়েছেন, মূলত গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এজন্য সেই সব প্রকল্পের দিকেই বেশি করে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বিদ্যালয় ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫ কোটি টাকা। স্বাস্থ্য খাতে এ বছরের বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ৩ কোটি টাকা। পর্যটন স্থানগুলির উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি টাকা। গঙ্গার ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাজেটে বরাদ্দ হিসেবে ধরা হয়েছে ১৫ কোটি টাকা। পথশ্রী প্রকল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দ হয়েছে ২০ কোটি টাকা। এরকম আরও বিভিন্ন প্রকল্পের সব মিলিয়ে ২০২৪-২৫ অর্থ বর্ষে ১৯১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩১৪ টাকার বাজেট পেশ হয়েছে।

এদিন এই বাজেট পেশ কর্মসূচিতে উপস্থিত মালদা জেলা পরিষদের বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্য আব্দুল হান্নান জানিয়েছেন, আমাদের হাতেগোনা কয়েকজন সদস্য রয়েছেন। সেখানে বিরোধিতামূলক কোনও প্রশ্নই আসে না। তবে এদিন বাজেট বৈঠকে যেসব প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন হোক এটাই আমরা আশা রাখছি।

OFFICE OF THE
CHARKALGRAM GRAM PANCHAYAT
PAPURI :: NANOOR :: BIRBHUM :: PIN-731240

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the e-Tender ID: **2024_ZPHD_665730_1 to 6 and 2024_ZPHD_665749_1 to 6** which is uploaded in the office website-**http://wbtenders.gov.in/**
Last Date of Dropping: **01-Mar-24 (Before 03:00 PM)**
Date of Opening: **04-Mar-24 at 10:30 AM**
FUND:- SBM

Sd/- Prodhan
Charkalgram Gram Panchayat

Office of the
GARAIMARI GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Garaimari, P.S.: Domkal, Dist- Murshidabad, (W.B)
Under Domkal Block

NIeT No: 14 (3rd Call)/2023-24, 15(3rd Call)/ 2023-24 & 16(3rd Call)/2023-24
Publishing & Bid Submission Start Date: **12/2/2024 from 9.00 AM**, Bid Submission Closing Date: **17/2/2024 upto 10.00 AM**, Bid Opening Date: **19/2/2024 after 12.00 PM**
Details See In: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garaimari Gram Panchayat

E-Tender

E-Tender invited by Prodhan, Bhaluka Gram Panchayat under Krishnagar-I Panchayat Samiti, P.O. Krishnagar, Dist. Nadia. **NIT No.- 24/Bhaluka/15th FC (untied)/ 2023-24 Dt. 09.02.2024**, vide **Memo No. 33/Bhaluka GP/2024 dt. 09.02.2024.** Last date & time for submission of E-tender on **19.02.2024 upto 3 p.m.** (as per server clock). For details please contact to the office or visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Bhaluka Gram Panchayat,

E-TENDER

e-Tenders are invited by the D.P.O, WBCADC Ranaghat-II Project against NIT No. :- 1/2023-2024, Dated :- 07.02.2024 for Repair and Renovation Works of Administrative Building and Allied Works. Last Date of Submission of Tender Paper - 04.03.2024 up to 06:30 P.M. For details please contact to the Office or Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Deputy Project Officer
WBCADC, Ranaghat-II Project

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৬৩০ www.myhmc.in

HMC/HWW/P-27/23-24 তারিখ : ০৯.০২.২০২৪

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি (৪র্থ কল)

নির্বাহী বাস্তুকার, এইচএমসি দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস পদ্মপুকুর এবং শ্রীরামপুর** [illegible] https://wbtenders.gov.in [illegible] টেন্ডার আইডি- 2024_MAD_664384_1

২৭১(২)/২৩-২৪
১২.২.২৪

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Tender Notice

On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

Sl. No.		NIT No. Scheme name & Estd Cost,
1.	Construction of Concrete Drain	1) From the house of Susanta Das to the house of Binay Das, NIT- 66/15th FC-Tied /NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 278782.00 2) From the Anchal Road to west side Nimno Buniyadi Vidlaya, NIT- 67/ 15th FC-Tied /NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 268713.00
2.	Construction of Community Latrine	1) Near Netaji Bazar, NIT- 68/ 15th FC-Tied /NIT/BGP /2024, Scheme Cost- 279055.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl N 1-2 is : 13/02/202411-00 a.m.
For details Pradhan **Mob-9593018053** Up Pradhan **Mob-7407741092/ brajaballavpur-grampanchayaet@gmail.com**

Tender Notice

Following an E- tender and two offline tender notice are hereby invited on behalf of Prodhan, Bahirgachi GP, Post- Hat Bahirgachi, Dt.- Nadia vide **NIT No- 25(e)/ BGP /MPLADS/ LIGHT/ 2023-24 and 26(e), 27(e), 28(e)/ BGP/15th CFC/2023-24 date- 12.02.2024**. Details information are available in **www.etender.wb. nic.in** and Bahirgachi

Sd/- Prodhan
Bahirgachi Gram Panchayat
Bahirgachi, Hat Bahirgachi, Nadia

মুড়িগঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত
পাখিরালা, সাগর, দঃ ২৪ পরগনা

ABRIDGED eNIT

On behalf of Muriganga-I Gram Panchayat of Sagar Block under South 24 Parganas Dist. invites bids for 2 Nos. Tube well, 2 Nos Road, 2 Nos Toilet **(Vide NIT No. 26-28 & 30-32)** within the GP area. Scheme wise separate bid is invited. The last date of submission of online Bid is **20/02/2024 upto 3 P.M.** For details please visit to **www.wbtenders.gov.in**

SD/- Pradhan,
Muriganga-1 GP

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from Bonafede experienced and reliable contractors for Construction of 6 no's W.H.S scheme under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **12/02/2024 to 27/02/2024. Vide NIT- 08/PMKSY-WDC2-NRM-5/1/23-24**
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Baghmundi Block &
PIA, Kharkai & Subarnarekha Watershed

বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহ লক্ষ্য করুন ঃ নির্দেশিক বিজ্ঞপ্তি

পূর্ব রেলওয়ে দ্বারা বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহের তালিকাভুক্তি

পূর্ব রেলওয়ের জনসংযোগ সম্পর্কিত কাজ করতে তালিকাভুক্তির জন্য [illegible] বিজ্ঞাপন সংস্থাসমূহ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। আমাদের ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in (Supplier Information → Other information)** থেকে ১৩.০২.২০২৪ থেকে ১৪.০৩.২০২৪ তারিখে বেলা ১২টা পর্যন্ত আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে। আবেদনপত্রের মূল্য জমা সাপেক্ষে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক-এর কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, ৩, কয়লাঘাট স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে ১৩.০৩.২০২৪ তারিখের মধ্যে যে কোনও কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত এবং ১৪.০৩.২০২৪ তারিখে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত এই আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। [illegible] "পূর্ব রেলওয়ে"র অনুকূলে [illegible] ডিমান্ড ড্রাফট অথবা [illegible] আকারে আবেদনপত্রের মূল্য হিসাবে ২,৩০০ টাকা (২,০০০ টাকা + ১৫% জিএসটি ৩০০ টাকা) (অফেরতযোগ্য) জমা করতে হবে। নির্ধারিত উপায়ে জমা দেওয়া আবেদনপত্রের মূল্য সহ সর্বতোভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র উপরোক্ত ঠিকানায় ১৪.০৩.২০২৪ তারিখে দুপুর ২টার মধ্যে অতি অবশ্যই পৌঁছতে হবে, অন্যথায় আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না। বিশদ বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। এ-বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান/স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে ০৩৩-২২৩৮-৪৫৭৮ নম্বরে যোগাযোগ করুন।

মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক
পূর্ব রেলওয়ে

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

[illegible] http://www.ireps.gov.in [illegible] (PR-1128)

---

e-Tender Notice

e-TENDER invited by the Prodhan Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas. Tender Notice No: CHOW II/65/24, Dated: 09/02/2024. Last date of Bid submission: 24/02/2024. Technical Bid open: 27/02/2024 at 11 AM. For more details please visit: **https://wbtenders.gov.in** or contact to the G.P Office.

Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas.

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/ 471/23-24 Dated 12.02.2024	Construction of concrete road at Ashram Para from house of Biplob to Barun Sarkar in ward no-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,90,301.00
WBMAD/ULB/RSM/ 472/23-24 Dated 12.02.2024	Construction of concrete road and culvert at Ashram para bye lane in ward no-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.1,53,709.00
WBMAD/ULB/RSM/ 473/23-24 Dated 12.02.2024	Construction of Covered surface drain at Charak tala near House of Sankar Ghosh in ward no-26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,87,669.00
WBMAD/ULB/RSM/ 474/ 23-24 Dated 12.02.2024	Construction of concrete road at Godberia Elachi Chakraborty Para Behind Lions club in ward no-26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,78,257.00
WBMAD/ULB/RSM/ 475/ 23-24 Dated 12.02.2024	Construction of concrete road beside Balak Brinda Club at P.W.D Das para N.S.C. Bose road in ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,75,401.00
WBMAD/ULB/RSM/ 476/ 23-24 Dated 12.02.2024	Construction of concrete road at School road and BYE-PASS connecting Road near Tilottama Project in ward no-26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,84,911.00

Bid Submission end date: **21.02.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

NIT No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/479/ 23-24 Dated 12.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Ambadkar Road Boro Thakur Mondir, at Ward Number 12 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/480/ 23-24 Dated 12.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Balia Balak Sangha Club , Ward Number 1, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/481/ 23-24 Dated 12.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Bijay Krishna Goswami Ashram More , Ward Number 7, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/482/ 23-24 Dated 12.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Near Garia Gangajoara Main Road (House of Advocate Byomkesh Mondal), Ward Number 4, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/483/ 23-24 Dated 12.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Health Centre, at Ward Number 12, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/484/ 23-24 Dated 12.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, at Karbala (Near Milan Tirthaclub), at Ward Number 07, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: **21.02.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

1. N.I.T. No. WBMAD/ ULB/ RSM/477/23-24 Dated 12.02.2024
E-Tenders are being Invited for Construction of concrete road and Drain and Culvert At Sukanta Sarani From House of Pradip Chakraborty to Ranjit Mahato and House of Purabi Kule to Bipin in ward no-21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.
a) Date of uploadation: **13.02.2024 at 12-00 hrs.**
b) Tender Value: **Rs.10,38,146.00**
d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: **28.02.2024 at 11-00 hrs.**
e) Date & Time for Opening of Technical Bid **:02.03.2024 at 11-05 hrs.**
For more information please visit **http://www.wbtenders. gov.in.**

Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 249 to 251 Dated. 10-02-2024 & NIeT-252 & 253 Dated- 12-02-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at North 24 PGS, Murshidabad, Burdwan, Coochbehar and Nadia District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **11-02-2024 & 13-02-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **24-02-2024 & 27-02-2024 upto 3.00 pm** as per.

Date: 12.02.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, এম জন, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশন বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে ৩ বছর সময়কালের জন্য পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করেছেন। বিস্তারিত জানতে ও ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ক্যাটালগ নং: পার্ক-এইচডব্লিউএইচ-৫০-আর। অকশন শুরুর তারিখ/সময়: ২৮.০২.২০২৪ [illegible]

(HW-489/2023-24)

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

কর্পোরেট অফিস/হেড অফিস : জিআইসিএইচএফএল, ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, জে. টি. রোড, অ্যাস্টোরিয়া হোটেলের পাশে, চার্চগেট, মুম্বই, ৪০০ ০২০ ফোন : (০২২) ৪৩০৪১৯০০ ইমেল : corporate@gichf.com ওয়েবসাইট : www.gichfindia.com
কলকাতা শাখা অফিস : ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি.বি.দি বাগ, রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং কলকাতা - ৭০০০০১

যোগাযোগ বিস্তারিত : ৯৬৯৪০১৯৫০০, ৯৮৮৩০১৪০৮৩, ৭০০৩১৯৮৬৭১, ৯০০৭৯৫০৯১৮

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. (জিআইসিএইচএফএল)** এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীন নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৪ ধারা এবং ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির **স্বত্ব দখল** করেছেন।

ক্রম নং	লোন ফাইল নং/ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির ঠিকানা (বিল্ট আপ এরিয়া সহ)	দাবি নোটিশ প্রকাশের তারিখ	স্বত্ব দখলের তারিখ	৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী মোট বকেয়া পরিমাণ (মূল, সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	**WB0070610003089 & WB0070610002363** দেবজ্যোতি সরকার	গুট নং : দাগ ৯১৮০ কেএইচ ১৮০৯ জেএল ২, বিল্ডিং এর নাম - পুষ্প ভিলা প্রেমিসেস ৬৮, হাউস নং ৩সি, ফ্লোর নং - থার্ড, প্লট নং - পশ্চিম দিক, রাস্তার নাম - বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, সেক্টর ওয়ার্ড নং ১২৯, ল্যান্ড মার্ক - রাইফেল গ্রাউন্ড ৮ নং আর-এর নিকট, গ্রাম - প্রেমিসেস ৫২৮/১০, অবস্থান - বেহালা, তালুকা - কলকাতা, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড - ৭০০০৩৪, থানা - পর্ণশ্রী **(সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭১৮ বর্গফুট)**	প্রাপ্তি স্বীকারের তারিখ ১১.১২.২০১৯	২১.০৩.২০২৩	৪৬৩২৬৪৮/-	২৭০৫০০০/-
২.	**WB0070610003045** মহঃ রায়হানউদ্দিন মোল্লা ও তুহিনা পারভীন মন্ডল	গুট নং আরএস দাগ-১৯৬, ভবনের নাম - হালদার অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি নং - এফ-১১ এলআর দাগ ২৮৭, ফ্লোর নং - ৪র্থ, প্লট নং এলআর কেএইচটি-৮৬৩২, ৮৬৩৩, রাস্তার নাম - মালিকপাড়া হায়দারমোড়, রাস্তা নং - সেক্টর ওয়ার্ড নং ১৯, ল্যান্ড মার্ক - চণ্ডীতলা হাসপাতাল, গ্রাম - মৃগালা, অবস্থান - মৃগালা, তালুকা ডানকুনি, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড ৭১২৩১১, থানা - ডানকুনি **(সুপার বিল্ট আর এরিয়া ৮৩১)**	০৬.০৯.২০২২	২২.০৩.২০২৩	২১৬৪৭৬২	২১৮০০০০/-
৩	**WB0070610001560** রুমা দত্ত শ্রফ ও অপর্ণা দত্ত	ভবনের নাম - শান্তি রেসিডেন্সি, হাউস নং - ফ্ল্যাট-১০১ডি, ফ্লোর নং ১ম, রাস্তার নাম - মনমোহন ব্যানার্জি রোড, রাস্তার নম্বর ৫৪, সেক্টর ওয়ার্ড নং - ওয়ার্ড-১১৮, ল্যান্ড মার্ক - বালক সংঘের নিকট, গ্রাম - বেহালা, অবস্থান : সাহাপুর, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড ৭০০০৩৮, থানা - বেহালা। **(সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪৮ বর্গফুট)**	প্রাপ্তি স্বীকারের তারিখ ১২.০৭.২০১৪	১৩.০৩.২০২৩	১০২০৯০১৮/-	২৭৩০২৪০/-
৪	**WB0070610002383** কুনাল ভট্টাচার্য	গুট নং - ইপি নং ৪৯ এসপি নং ২৩০, বিল্ডিং নাম - বাড়ি নং ৩৮/৩৭ ফ্লোর নং - ৩য় ফ্রন, প্লট নং জেএল নং ৩৯ সি এস প্লট ২৪, রাস্তার নাম - মিনাপাড়া রোড বিজয়গড়, রাস্তা নং - সেক্টর ওয়ার্ড নং ৯৮, ল্যান্ড মার্ক - গান্ধী কলোনি হাই স্কুল, গ্রাম - আরাকপুর, অবস্থান - রিজেন্ট এস্টেট, তালুকা - আরাকপুর, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড - ৭০০০৯২, থানা - নেতাজি নগর **(সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭০০ বর্গফুট)**	২১.০২.২০২২	২১.০৩.২০২৩	৩২৪১১৫২/-	২৩৯৪০০০/-
৫	**WB0070610001425** সুতপা ভট্টাচার্য /নাসির মহম্মদ	গুট নং : বিল্ডিং নাম : বাড়ি নং ২, ফ্লোর নং সেকেন্ড, প্লট নং ১৭আর, রাস্তার নাম - ডোভার ট্যারেস, রাস্তার নং ১৭আর, সেক্টর ওয়ার্ড নং ৮৫, ল্যান্ড মার্ক - গড়িয়াহাট থানার নিকট, গ্রাম - গড়িয়াহাট, অবস্থান - গড়িয়াহাট বাজার, তালুকা - কলকাতা, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড ৭০০০১৯, থানা - গড়িয়াহাট **(সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট)**	২৪.০১.২০১৬	২৭.১০.২০২৩	৭৬২৩২৩০/-	৪৬৮০০০০/-
৬	**WB0070610002631** বাপি প্রধান/ প্রিয়াঙ্কা প্রধান	গুট নং দাগ ১৯১৫ কেএইচটি ১১৮৯, বিল্ডিং নাম - দক্ষিণেশ্বরী অ্যাপার্টমেন্ট, হাউস নং এফএল-এফ-২ এইচওএল ১১৪১/২, ফ্লোর নং থার্ড এফএল, প্লট নং - ২৯ নং, রাস্তার নাম - শ্রী গোপাল মল্লিক রোড, রাস্তার নং - ২৯, সেক্টর ওয়ার্ড নং ৯, ল্যান্ড মার্ক - মিলনী খেলার মাঠ, গ্রাম - আরিদহ, অবস্থান - আড়িয়াদহ, তালুকা - আড়িয়াদহ, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ পিন কোড - ৭০০০৫৭ থানা - বেলঘোরিয়া **(সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮১১ বর্গফুট)**	০২.০৬.২০১৮	৩০.১০.২০২৩	২৪৩২৫০৬/-	১৪৫৯৮০০/-
৭	**WB0070610002901** সুদীপ পুততুন্ড/ ত্রিশা মুখার্জী	গুট নং এলআর কেএইচটি-২১৫৩ ৩৫০ ৩৩৬, বিল্ডিং নাম : লারিকা টাউনশিপ, বাড়ি নং ৯/১০১, ফ্লোর নং - গ্রাউন্ড এফ প্লট নং - ১২৪৭ ১১০১ ১৫২৯ ১৫১৪, রাস্তার নাম - বারাসত ব্যারাকপুর রোড, রাস্তার নং সেক্টর ওয়ার্ড নং ৫, ল্যান্ড মার্ক - লারিকা টাউনশিপ ইটসেলফ এ, গ্রাম - বালুরিয়া, অবস্থান - নবপল্লী, তালুকা - বারাসত, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড - ৭০০১২৬, থানা - বারাসত **(সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪৬ বর্গফুট)**	১১.০৫.২০২২	০৭.১১.২০২৩	১৬০৯৫৭৫/-	১৩৬৬২৯০/-
৮	**WB0070610002996** সিদ্ধার্থ সাহা/ মৌসুমী দে	গুট নং দাগ ৮৭৮ জেএল ১২, বিল্ডিং নাম - হোল্ডিং ১৮, বাড়ি নং ৬, ফ্লোর নং -সেকেন্ড, প্লট নং দক্ষিণমুখী, রাস্তার নাম আগরপাড়া, সেক্টর ওয়ার্ড নং ২৪, ল্যান্ড মার্ক - তারাপুকুর মিতালি সংঘের নিকট, গ্রাম - তারাপুকুর, অবস্থান - আগরপাড়া, তালুকা-খড়দহ, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড ৭০০১০৯, থানা - খড়দহ **(সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫১৯ বর্গফুট)**	০২.১২.২০২২	০৭.১১.২০২৩	১৬২১৭৫৩/-	১১৬৭৭৫০/-
৯	**Wb0070110001899** দেবাশীষ মন্ডল ইপ্সিতা চৌধুরী	গুট নং : দাগ ৯ আরএস কেএইচ ৩৮৩ জেএল ৩৪, বিল্ডিং নাম - রীতা অ্যাপার্টমেন্ট, বাড়ি নং ফ্ল্যাট-বি-৩/৮, ফ্লোর নং থার্ড, প্লট নং - হোল্ডিং নং ৪১৩/সি/২২, রাস্তার নাম - কলেজপাড়া, সেক্টর ওয়ার্ড নং ০৭(এন) ১১(ও), ল্যান্ড মার্ক - এপিসি কলেজের নিকট, গ্রাম সোদেপুর রোড, অবস্থান - নিউ ব্যারাকপুর, তালুকা - মৌজামাসুন্দা, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড ৭০০১৩১, থানা - খড়দা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট	১৫.০৯.২০১৭	১১.০৪.২০১৯	৪০৬৮৪৭০/-	১৬০০০০০/-

ই-অকশনের তারিখ এবং সময় ১৫-০৩-২০২৪ ওয়েব-পোর্টালে (https://www.bankeauctions.com) বেলা ১২.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডারে দরপত্র/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ১৩-০৩-২০২৪ বিকাল ৫.০০ এর আগে।
উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যেমন আছে তেমন আছে"** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

শর্তাবলী

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' ভিত্তিতে ।

১. অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্যের ভিত্তিতে, কোন সম্পত্তির উপর কোন দায়বদ্ধতা নেই। যাইহোক, ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে রাখা সম্পত্তির স্বত্ব এবং দাবী/অধিকার/বকেয়া/সম্পত্তির প্রভাব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-অকশনের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের পরিচিত বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায় সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনও ভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া জন্য দায়ী থাকবে না।

২. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। নিলামে রাখা সম্পত্তির পরিদর্শন প্রতিটি সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে উল্লিখিত সাইটে আগ্রহী দরদাতাদের অনুমতি দেওয়া হবে।

৩. আগ্রহী দরদাতারা ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তাদের ইএমডি জমা দেবেন https: //www.bankeauctions.com Shttps//www.bankeautcions.com-এর সাথে নাম নিবন্ধন করে (বিনামূল্যে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে) লগইনের আইডি এবং পাসওয়ার্ড মাধ্যমে। ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের ১০ শতাংশ **ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে বায়না অর্থ আমানত/গুলি (ইএমডি) জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্কের বিবরণ নিম্নরূপ- ব্যাঙ্কের নাম- ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এ/সি নং- ০০৫১১১০১০০০০০৩৯ , এ/সি নাম- জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড ই অকশন কালেকশন, শাখার নাম- ফোর্ট ঠিকানা- ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শাখা- এলসিবি, ফোর্ট মুম্বাই-৪০০০০১ আইএফএসসি কোড- UBIN0800511। উল্লিখিত ইএমডি ডিপোজিট/সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে।**
উল্লিখিত ইএমডি কোনো সুদ বহন করবে না

৪. ওয়েব পোর্টালে দরদাতার নিবন্ধন (একবার) করার পরে, ইচ্ছুক দরদাতা/ক্রেতাকে বিড ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ের আগে ওয়েব পোর্টালে নিম্নলিখিত নথিগুলির কপি আপলোড করতে হবে। ১) এনইএফটি/আরটিজিএস চালান বা ডিমান্ড ড্রাফটের কপি; ২) প্যান কার্ডের অনুলিপি; ৩) সনাক্তকরণের প্রমাণ/ ঠিকানার প্রমাণ (কেওয়াইসি) অর্থাৎ- ভোটার আইডি কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্ব-সত্যায়িত কপি, পাসপোর্ট ইত্যাদি, যা ছাড়া বিড প্রত্যাখ্যান করা হবে । পরিশিষ্ট-২ এবং ৩ এর স্ক্যান করা কপি (ওয়েব পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে (https//www.bankeauctions.com) আপলোড করার জন্য যথাযথভাবে পূরণ করার পরে এবং স্বাক্ষর করাও প্রয়োজন। আগ্রহী দরদাতারা যাদের লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করতে, ডেটা আপলোড করতে, বিড ডকুমেন্ট জমা দিতে, প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এবং অনলাইনে বিডিং ইত্যাদি করতে সহায়তা প্রয়োজন, তারা যোগাযোগ করতে পারেন মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড প্লট নং-৬৮, সেক্টর-৪৪, গুরুগ্রাম হরিয়ানা-১২২০০৩, ই-মেইল আইডি **support@bankeauctions.com** সহায়তা হেল্পলাইন নম্বর **১২৪-৪৩০২০২০/২১/২২/২৩, ৭২৯১৯৮১১২৪/১২৫৪/১২৫ , যেকোনো প্রশ্ন/বিক্রয় অনুসন্ধানের জন্য, যোগাযোগ করুন শ্রী ভাবিক পান্ড্য +৯১ ৮৮৬৬৬ ৮২৯৩৭, ইমেল maharashtra@c1india.com। সম্পত্তির অনুসন্ধানের জন্য**

৫. আগ্রহী দরদাতাকে তাদের বিড ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে (ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র (৪ নং পয়েন্টে উল্লিখিত) বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখে বা তার আগে এবং নিবন্ধন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে (একবার)) এবং তাদের নিজস্ব ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি করা, ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত হবে, যথাযথ যাচাইকরণ (নথিপত্রের) এবং/অথবা অনুমোদিত অফিসারের অনুমোদন সাপেক্ষে।

৬. অনলাইন ইন্টার-সে বিডিংয়ের সময়, দরদাতা 'উপরে উল্লিখিত দর বৃদ্ধির পরিমাণ বা এর একাধিক অনুসারে তাদের বিডের পরিমাণ উন্নত করতে পারে এবং ই-নিলামের শেষ সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে বিড স্থাপন করা হলে, বন্ধের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে (প্রতিবার ই-নিলাম প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়া পর্যন্ত), অন্যথায়, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। যে দরদাতা ই-নিলাম প্রক্রিয়া বন্ধ করার সময় সর্বোচ্চ দর জমা দেন (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) তাকে প্রয়োজনীয় যাচাইকরণের পর অনুমোদিত অফিসার/সিকিউরড ক্রেডিটর দ্বারা সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।

৭. সফল দরদাতার বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে এবং অসফল দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে৷ আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোনো সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিড মূল্য গ্রহণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে এবং অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয় মূল্যের ১৫ তম দিনে বা তার আগে জমা দিতে হবে। এই ধরনের বর্ধিত সময়ের মধ্যে যা লিখিতভাবে সম্মত হয়েছে এবং শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, অফার দ্বারা ইতিমধ্যে জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং খেলাপি ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি/অংকের বিষয়ে কোনো দাবি/অধিকার থাকবে না।

৮. সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে **মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রা. লি.** মাধ্যমে ই-নিলামের তারিখের আগে। অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক নতুবা মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রা. লি. যেকোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং আগ্রহী দরদাতারা নিশ্চিত করবে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে তৈরি।

৯. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/ট্রান্সফার চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-সংবিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, হার, মূল্যায়ন চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।

১০. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফারটি গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং অনুমোদিত অফিসারের কোন কারণ ব্যতিরেকে যেকোন বা সমস্ত অফার (গুলি) গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা নিলাম স্থগিত/ বন্ধ/ বাতিল করার পরম অধিকার রয়েছে।

১১. দরদাতাদের **https//www.bankeauctions.com** -এ তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে এবং এ-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে **মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড** এর ওয়েব পোর্টালে উপলব্ধ ই-অকশনের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

১২. প্রকাশনা ফোর্স মেজর ক্লজ সাপেক্ষে ।

বিশেষ নির্দেশনা

১৩. দরদাতাদের শেষ মুহূর্তে বিডিং এড়ানো উচিত নিজস্ব স্বার্থে কারণ জিআইসিআইএফএল বা পরিষেবা প্রদানকারী (ইন্টারনেট ব্যর্থতা/পাওয়ার ব্যর্থতা ইত্যাদি)কোন প্রকারের জন্য দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরদাতাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প যেমন পাওয়ার সাপ্লাই ব্যাক-আপ ইত্যাদি আয়োজন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে তারা এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে সক্ষম হয় এবং নিলামে সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের এতদ্বারা ই-অকশনের তারিখের আগে আপ-টু-ডেট সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উপরে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য অবহিত করা হয়েছে, এতে ব্যর্থ হলে সম্পত্তি নিলাম/বিক্রয় করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি থাকে, সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে।

তারিখ : ০৯.০২.২০২৪
স্থান : কলকাতা

স্বা/-অনুমোদিত অফিসার
জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

আরামবাগের সভা থেকে উত্তরপাড়ার জলপ্রকল্প ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের প্রশাসনিক সভা থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলি জেলার সবথেকে বড় জল প্রকল্প ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করলেন। এই উপলক্ষে উত্তরপাড়া পুরসভার ধর্মতলা এলাকায় বড় পানীয় জল প্রকল্প এলাকায় বড় পর্দার স্ক্রিন বসানো হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধন দেখতে প্রচুর লোক এসেছিলেন। এই বড় জলপ্রকল্প হয়েছে বলে সাতটি পুরসভা ও ছ'টি পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা পরিশ্রুত পানীয় জল পাবেন। তৈরি করতে খরচ হয়েছে ১৬ ০০ কোটি টাকা। উত্তরপাড়া পুরসভা, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি, চাঁপদানি ও ডানকুনি পুরসভা এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ হবে এই সঙ্গে ছ'টি পঞ্চায়েত এলাকার রঘুনাথপুর কানাইপুর নবগ্রাম রিষড়া পঞ্চায়েত ও উত্তরপাড়া শ্রীরামপুর ব্লকের আরও দু'টি পঞ্চায়েত এলাকা এই প্রকল্পের পানীয় জল পাবে। পাঁচ বছর আগে এই প্রকল্পর কাজ শুরু হয়েছিল। উপকার পাবে ১৬ লক্ষ মানুষ। কেএমডিএ এই প্রকল্প থেকে দৈনিক ৫৫ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করবে।

এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, 'এত বড় প্রকল্প পেয়ে আমরা খুব খুশি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেএমডিএর আধিকারিকরা ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু কাউন্সিলর ও উত্তরপাড়ার কিছু বাসিন্দারা। উপস্থিত বাসিন্দারা জানালেন, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

CIN: L15520WB1960PLC024710

রেজি অফিস: "এ্যালপে কোর্ট" ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প:ব:
ফোন: (০৩৩)-২২৮১-৭০০১, ওয়েবসাইট: www.obl.org.in, ইমেল: cs@obl.org.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,১৬৬	৩,৩০১	২,৪৩৫	৯,৭৬৫	৭,৫১১	১০,৪১৫	৩,৫৬৫	৩,৮৩৬	২,৯০৭	১১,৩৫৬	৮,৯০৩	১২,২০১
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	৮৯	(৫৭১)	২৫	(৩৮০)	৭৭	১৫৪	১২৬	(৫৯১)	৯৭	(২৮১)	২৮২	৩১২
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৮৯	(৫৭১)	২৫	(৩৮০)	৭৭	১৫৪	১২৬	(৫৯১)	৯৭	(২৮১)	২৮২	৩১২
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৯৯	(৫৬০)	২৬	(৩৪৯)	১২৭	১৯৬	১৩০	(৫৮৩)	৯৩	(২৬০)	৩২৮	২৮৪
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৯৯	(৫৫৯)	৩০	(৩৪৮)	১৪০	১৯৭	১৩০	(৫৮২)	৯৭	(২৫৯)	৩৪১	২৮৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত, নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীট অনুযায়ী)	-	-	-	-	-	১,৭০৩	-	-	-	-	-	১,৫৫৩
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) মৌলিক এবং মিশ্রিত (টা.)	৪.৫৮	(২৫.৯১)	১.২০	(১৬.১৫)	৫.৮৮	৯.০৬	৬.০১	(২৬.৯৭)	৪.৩০	(১২.০৩)	১৫.১৭	১৩.০৯

দ্রষ্টব্য:

১ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য মেসার্স ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ (দি 'হোল্ডিং কোম্পানি')-এর স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের হোল্ডিং কোম্পানি ও তার সাবসিডিয়ারি সমূহ (মেসার্স শারদ কোয়েঞ্চ প্রাঃ লিঃ এবং মেসার্স সত্যনারায়ণ রাইস মিল প্রাঃ লিঃ)-এর কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল তাঁদের ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভাতে নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং কোম্পানি পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

২ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট সমূহ অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.oble.org.in**-তে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ-র জন্য
স্বা/- এন. কে. পোদ্দার
চেয়ারম্যান
DIN: 00304291

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২.০২.২০২৪

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया Union Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬, টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ "যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে আগামী ২৮.০২.২০২৪ তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৮.০২.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৭.০২.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ২৮.০২.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ২৭.০২.২০২৪	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা মনসা কোম্পানি** **শাখা: রানাঘাট** **সম্পত্তি:** "কমলা ভিলা" নামে একতলা ভবন, হোল্ডিং নং ৩২, শরৎ পল্লী, পোস্ট ও থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১ ২০১, সমীর বিড়ি গলি এবং শরৎ পল্লী কালভার্টের কাছে অবস্থিত। ওয়ার্ড নং ১১ মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, জেএল নং ১৫৫, আরএস দাগ নং ৪৩৬৬, ৪৩৪২, এবং ৭৬৬৭, এলআর. দাগ নং ৯০৬৬, ৯০৩৭, এলআর. খতিয়ান নং ৭৮০৮/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩২৩, ৪০৬৬৭, রানাঘাট পৌরসভা, জেলা - নদীয়া, **শ্রীমতী সোমা ঘোষ এর মালিকানাধীন।** **যোগাযোগের ব্যক্তি- খুসবু আগরওয়াল - ৯৭৩৯৫ ১৭১০৪**	১. ১৯,৯৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯৯,৩০০.০০ টাকা	১৭,১৫,৫৪৫.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ পনেরো হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতা- মামনি পাল** **শাখা- বাঁকুড়া ইএবি** **সম্পত্তি-** শ্রী গৌরাঙ্গ পাল, পিতা- শ্রী হরিপদ পাল এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা-খেজুরবেদিয়ায়, জেএল নং- ৪১,এলআর খতিয়ান নং-৫৫৫, আরএস ও এলআর প্লট নং-৪৩১, মানকানালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ও জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৭৫. চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- গগন পালের বাড়ি, দক্ষিণ- সুধীর পালের বাড়ি, পূর্ব- ৬ ফুট প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম- উত্তম পালের বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি- গীতাঞ্জলি কোনার- ৬২৯৪২৭৫৭৭৮**	১. ৬,২৪,০০০.০০ টাকা ২. ৬২,৪০০.০০ টাকা	১৪,৩৬,১৩৭.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশত সাঁইত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতা-মোল্লা মেডিকেল হল** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং মৌজা ও গ্রাম শক্তিগড় এ অবস্থিত **মিসেস সালিমা মোল্লার নামে**, জেএল নং. নং ১৫৫,বার্সুল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট- শক্তিগড়, থানা-বর্ধমান, জেলা বর্ধমান (পূর্ব) পিন-৭১৩১৪৯ পরিমাপ ১০৩৭ বর্গফুট এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৬" প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- বিজয় দত্তের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যের জমি, দক্ষিণ- মিনা দাশগুপ্তের জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ১২,৬৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,২৬,৪০০.০০ টাকা	১৩,৮৪,৩৬৬.০০ টাকা (তেরো লাখ চুরাশি হাজার তিনশত ছেষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতা- সাহেব আলি** **শাখা- রামপুরহাট** **সম্পত্তি** - প্রায় ৪.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ১১৪৩ বর্গফুট বিল্ডিং সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং আই-৬৬/২০১২ তারিখ- ০৩/০১/২০১২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৪৫, এল আর প্লট নং ৭৩৩, রামপুরহাট, মৌজা - বগতুই পূর্ব, কবরস্থান -এর কাছে, জেএল নং ১০৯, রামপুরহাট। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব- নূর আলমের সম্পত্তি, পশ্চিম- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি : কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ১৪,১০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪১,০০০.০০ টাকা	১৬,৩২,৭৫১.০০ টাকা (ষোলো লক্ষ বত্রি হাজার সাতশত একান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বসু** **শাখা: কাঁকসা** **সম্পত্তি:** কাঁকসা ৩ নং কলোনি, কাঁকসা, এলআর- প্লট নং ১৩৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৬৮, জেএল নং ৮৬, মৌজা - কাঁকসা, পোস্ট. - পানাগড় বাজার, থানা - কাঁকসা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত প্রায় ৬.৪১ ডেসিমেল মাপের একটি একতলা ভবন সহ জমি। রামকৃষ্ণ বসুর নামে আছে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- নন্দ কিশোর - ৭৯০৯০২৭৫৬০**	১. ৩৯,২১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৯২,১০০.০০ টাকা	৯,৭৪,২১৭.০০ টাকা (নয় লাখ চুয়াত্তর হাজার দুইশত সতেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতী সাধনা দাস** **শাখা: পুলিশ লাইন** **সম্পত্তি :** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং, রাজগঞ্জ, পরিমাপ- ১৬৪০ বর্গফুট, অবস্থান- মালিরবাগান, রাজগঞ্জ কালীতলার কাছে, মৌজা- বর্ধমানে অবস্থিত, হোল্ডিং নং ৪৬৪, জেএলনং ৩০, আরএস প্লট নং ৬১২, এলআর খতিয়ান নং ১২২২৩, এল.আর. দাগ নং ২৬৯৮, বর্ধমান পৌরসভার মধ্যে, পোস্ট- রাজবাটি, ওয়ার্ড নং ২৫, থানা- বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান পূর্ব, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০২। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ৩৪,৭৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৪৭,৩০০.০০ টাকা	১৭,৯৪,১১১.০০ টাকা (সতেরো লাখ চুরানব্বই হাজার একশত এগারো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতা-সাহানাজ টায়ারস** **শাখা- সাগরদিঘী** **সম্পত্তি-** ১. মৌজা বোখারা প্লট নং- ২৩৩২, খতিয়ান নং- ৩৫৮৯, পোস্ট- বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬-এ একটি দোতলা ভবন সহ জমি ২. মৌজা বোখারায় জমির প্লট, প্লট নম্বর ২২৯৭, খতিয়ান নং- ৩৩৮৪, পোস্ট- বোখারা থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬ **যোগাযোগ ব্যক্তি: রাজীব কুমার: ৮২৯২৬৬২২৬১**	১. ১১,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,১০,৫০০.০০ টাকা ১. ৪,২০,০০০.০০ টাকা ২. ৪২,০০০.০০ টাকা	২৬,৩৪,১৪৯.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতা-সর্বরহা হার্ডওয়্যার** **শাখা-পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি** - জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১২৯, এলআর প্লট নং ১৩৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪৮০ও ১৪৮১ বন্দুলের অধীনে, মৌজা-করোরি, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২২৪এ অবস্থিত **শ্রী সব্যসাচী রক্ষিতের মালিকানাধীন**। পরিমাপ ০.০৬ একর। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৩০" প্রশস্ত পিডব্লিউডি রোড, পূর্ব- নিখিল চন্দ্রের শেড এবং জমি, পশ্চিম- হীরালাল কৌরের জমি, দক্ষিণ- দেবদাস চন্দ্রের শেড এবং জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২২,১০,০০০.০০ টাকা ২. ২,২১,০০০.০০ টাকা	২৮,৩৬,৪৫৯.০০ টাকা (আঠাশ লাখ ছত্রিশ হাজার চারশত উনষাট টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতা-শ্রীরাম অয়েল মিল** **শাখা- বর্ধমান প্রধান** **সম্পত্তি** - ০.০২ একর জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং, বোনাপাসে অবস্থিত, প্লট নং আরএস ৫১৯৭, এলআর খতিয়ান নং- ৩১৫৫, আরএস খতিয়ান নং- ২২৮, জেএল নং- ২১, মৌজা বোনাপাস, থানা- ভাতার, পোস্ট- বোনাপাস, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১২৫, শ্রী জয়দেব মিস্ত্রী পিতা- প্রয়াত কিরীটী মোহন মিস্ত্রীর নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- কমন প্যাসেজ, দক্ষিণ- সুভাষ দাসের সম্পত্তি, পূর্ব- ডোবা, পশ্চিম- ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: মুন্না রাজা: ৯৪৩১২৮২৭৭১**	১. ৪,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ৪৮,২০০.০০ টাকা	৯,৮৪,৭৪৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশত তেতাল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মীর হাসনাত আলী** **শাখা- খাসপুর পীরতলা** **সম্পত্তি** - মীর হাসনাত আলী এবং মিসেস রেশমি বেগমের মালিকানাধীন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৬.৫ শতক, মৌজা-আর্গুনে অবস্থিত, পোস্ট- পাকুড়হাঁস, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- বর্ধমান বিয়ারিং জেএল নং-৪৪, খতিয়ান নং -৭২১,এলআর খতিয়ান নং-১৩১৫ও ১৩১৬, প্লট নং-১২৩৩, এলআর প্লট নং-১৩৪৮। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- পুকুর, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- আবু বক্করের দ্বিতীয় এসটিডি বল্ডিং, পশ্চিম- বাসু সেখের মাটির বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: ধ্রুবজ্যোতি সাইকিয়া: ৯৮৬৪৩৬২০৬৪**	১. ৪১,৬৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৬,০০০.০০ টাকা	৯,৭০,৯৮৭.০০ টাকা (নয় লক্ষ সত্তর হাজার নয়শত সাতাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এমসিএম অ্যাগ্রো,** **শাখা: পুরুলিয়া,** **সম্পত্তি:** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর উপর নির্মিত বিল্ডিং,আর এস প্লট নং ৮৮৮ (পি), আর.এস. খতিয়ান নং ৭৬, জেএল নং ২৮৯/৪, মৌজা- দুলমি, এলআর খতিয়ান নং ২০৩৫, জেলা পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০২ -তে অবস্থিত, প্রায় ৩.৬১ দশমিক পরিমাপ এবং পরিবেষ্টিত উত্তরে : অশোক মাহাতোর সম্পত্তি, দক্ষিণে : দেবাশীষ বাবুর সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যের সম্পত্তি, এবং পশ্চিমে : ৮' প্রশস্ত রাস্তা। **যোগাযোগের ব্যক্তি: বিনোদ কুমার দাস - ৬২০১৫৩০১৫৬**	১. ৫০,৮৮,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৮,৮০০.০০ টাকা	৮৬,৮৩,০২১.০০ টাকা (ছিয়াশি লক্ষ তিরাশি হাজার একুশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১২.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জয়ন্তী ভাদুড়ী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তির বিবরণ :** জয়ন্তী ভাদুড়ির মালিকানায় সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং-৯৯ এলআর খতিয়ান নং-২০২৬৮, ২০২৬৯ ও ২০৩৭০, আরএস প্লট নং-৮১৭, এলআর প্লট নং- ২৫৩৬ এলাকা ১.৩০ শতক, ওয়ার্ড নং- ৮ বোলপুর পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং- ১৮/১২/জিএ/১, এডিএসআর অফিস বোলপুর মৌজা-বোলপুর, চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- বাড়ি, দক্ষিণ- ৩ ফুট গলি প্যাসেজ, পূর্ব -আঁচা তুরি, পশ্চিম- বাড়ি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী উদয় কুমার পান্ডে- ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫**	১. ৩,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ৩২,৬০০.০০ টাকা	২,৬২,২০৩.০০ টাকা (দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশত তিন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জনাব কাজীবর রহমান** **শাখা: রামপুরহাট** **সম্পত্তির বিবরণ:** রামপুরহাট মৌজায় অবস্থিত জনাব কাজীবর রহমানের মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উপহারের দলিল নং আই-৮৭২ সাল- ২০০৫, ১৪৫২ সাল- ২০১০, ৫৮১৫ সাল-২০১১, জেএল নং ৭৭, এলআর খতিয়ান নং-৬৪২৬, এলআর প্লট নং-৩২০৫, জমির পরিমাপ- ৭.০০ ডেসিমেল (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর মালতি মন্ডল, দক্ষিণ- কাজীবর রহমান, পূর্ব- মাগিবর রহমান, পশ্চিম- খালি জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ৩৮,১১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮১,১০০.০০ টাকা	১১,৯৪,৫৩৩.০০ টাকা (এগারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত তেত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী শংকর ঠাকুর** **শাখা: রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়** **সম্পত্তি:** আবাসিক জমি এবং বিল্ডিং শ্রী শঙ্কর ঠাকুরের মালিকানাধীন, এলআর এবং আরএস প্লট নং- ৪৬০, আরএস খতিয়ান নং- ১১৫ এবং এলআর খতিয়ান নং- ১০৪৩, জেএল নং- ২৭, মৌজা- উত্তর ধাড়কা, থনা-আসানসোল (উঃ) , জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পরিমাপ ১ কাঠা ১½ ছটাক এবং পরিবেষ্টিত - উত্তর- ৬ ফুট রাস্তা, দক্ষিণ- অন্যের সম্পত্তি, পশ্চিম- দাগ নং. ৪৫৭, পূর্ব- অন্যের সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তির নাম রাকেশ গুপ্তা- ৬২৬৫০৫৯৮৬৭**	১. ৮,১৭,০০০.০০ টাকা ২. ৮১,৭০০.০০ টাকা	৮,৩৬,০৬২.০০ টাকা (আট লাখ ছত্রিশ হাজার বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সেখ ইয়াদ আলী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তি:** বিক্রয় দলিল নং আই-১৯৭৭ তারিখ ১০/৮/২০১০ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ১৬৩, এলআর খতিয়ান নং ২৪৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৯, আরএস প্লট নং ৩৯০৮ ও ৩৯১০, এলআর প্লট নং ৩৯০৮ এবং ৩৯১০, গ্রাম, পোস্ট এবং জি.পি. - সিংঘী -তে অবস্থিত, জমির প্রকৃতি- বাড়ি, জমির পরিমাপ - ১ শতক (প্রকৃত পরিমাপ) এবং ৩ শতক (উকিল অনুসন্ধান অনুসারে), মৌজা - সিংঘী, পোস্ট ও থানা - বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪০ -তে **সেখ ইয়াদ আলীর নামে** এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - সিংঘী গ্রাম পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণ - সেখ দাদ আলীর খোলা জমি; পূর্ব - সেখ দারাজ এর খোলা জমি, পশ্চিম - সেখ দারাজ এর মাটির ঘর। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী উদয় পান্ডে - ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫**	১. ১০,০৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,০০,৩০০.০০ টাকা	১২,৪৩,১৩৬.০০ টাকা (বারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুজন সমাদ্দার** **শাখা-বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি** - চতুর্থ তলায় নং বি-৩ নং ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের, পরিমাপ প্রায় ৬০৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রায় ২ কাঠা ৯ ছটাক ১০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং মৌজা- নয়াবাদ, পরগনা খাসপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, দাগ নং- ১৯৪,১৯৬, ১৯৭ এবং ২০৫, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং-২৯২১, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর কলকাতা- ৭০০০৯৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায়, ওয়ার্ড নং ১০৯- এ অবস্থিত। সুজন সমাদ্দারের নামে, **জমির সীমানা-** উত্তর- প্লট নং ৪০, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব রোড, পশ্চিম- রোড, **ফ্ল্যাটের সীমানা-** উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ- খোলা আকাশ, পূর্ব- শ্রী অঞ্জন এর ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং-এ৩), পশ্চিম- খোলা আকাশ। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী প্রসেনজিৎ সরকার : ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ১৭,২২,০০০.০০ টাকা ২. ১,৭২,২০০.০০ টাকা	২১,৯৩,৫২৯.০০ টাকা (একুশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত উনত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
১৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুমন এজেন্সি** **শাখা- বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি-** ১. মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীর দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২২৯৩, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। ২. মৌজা, বালিডাঙ্গা জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং (পুরানো) ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীরের দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২৬৬৭, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। পরিবেষ্টিত- উত্তর- মালিকের দোকান, দক্ষিণ- কার্তিক চন্দ্র দে-এর দোকান, পূর্ব- বড়নীলপুর বাজার, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী প্রসেনজিৎ সরকার: ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ১৮,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৮৬,৩০০.০০ টাকা	১৮,৪৯,০৬৫.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম : তামান্না জুয়েলারি ওয়ার্কস** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **১. সম্পত্তি-** স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১২, আরএসও এলআর প্লট নং ৭৩৩, বাস্তু এলাকা- ৩.৪১৬ ডেসিমেল এবং আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৪ এলাকা ১.৬৬ ডেসিমেল বরাবর **নাসিরুদ্দিন মণ্ডলের নামে** দুই তলা পাকা বিল্ডিং এবং এটি **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - মসাবুরান্দ সাদরেয়া আলম মন্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবুদুর রহিমের খালি জমি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং চাঁদের ঘর এবং; ২. স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৯ এবং ৮৫৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৩ বাস্তু এরিয়া ০১ ডেসিমেল দুই তলা পাকাবিল্ডিং সহ **নাসিরুদ্দিন মন্ডল এবং সাহাবুদ্দিন মন্ডলের নামে** দুইতলা বিল্ডিং সহ এবং এর **সীমানা:** উত্তরে - মসবুরান্দ সাদরিয়া আলম মণ্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবদুর রহিমের খালি জমি, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া পথ ও চাঁদের বাড়ি; মোট এলাকা ৬.০৭৬ ডেসিমেল কিন্তু নির্মাণ এলাকা হল ১৭১৬ বর্গফুট- সাগরাই গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা- কেউদিয়া থানা-খণ্ডঘোষ জেলার -পূর্ব বর্ধমান অধীনে জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২৯,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ২,৯৮,২০০.০০ টাকা	৪৪,৭২,০৫৬.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৯.	**ঋণগ্রহীতা - মেসার্স ওম হ্যাচারি,** **শাখা- মোহনপুর** সম্পত্তি- জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ ৩.৫৮৩ কাঠা বা ২৫৮০ বর্গফুট এবং হোল্ডিং নং ৯৯/১৯, আরএস দাগ নং ১৭২১, এলআর দাগ নং ১৭২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৮, এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৮১, টি.সি.আই.রোড, বড় শ্রীরামপুর, বড় শ্রীরামপুর কৃষ্ণ চন্দ্র ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, ওয়ার্ড নং ৩৫, ভাটপাড়া পৌরসভা, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর) পোস্ট - নারায়ণপুর, থানা- জগদ্দল, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩১২৬ এ অবস্থিত। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রিতেশ দাস- ৯০৫১৫৮৭৮৭৯**	১. ১২,৯৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,২৯,৬০০.০০ টাকা	১৩,১৫,১০৮.৯০ টাকা (তেরো লক্ষ পনেরো হাজার একশত আট টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২০.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা: উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ১৬,৪৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৪,৬০০.০০ টাকা	৯,৯৪,৬২৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরানব্বই হাজার ছয়শত তেইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাপি এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-মোহনপুর** **সম্পত্তি-** মৌজাও গ্রাম হারবাটি, জেএল নং ০৯, পরগনা উখরা, খতিয়ান নং- ১৪৯ এবং ৩৬, পার্চা হিসাবে খতিয়ান নং- ৩১৭, দাগ নং- ২৮, মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- মাসুন্দা, থানা- আমডাঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এ জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ- ২২ ডেসিমেল, **বাপি মণ্ডলের নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর-রঞ্জন মণ্ডলের খালি জমি,দক্ষিণ-৭ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, পূর্ব- রামজান মণ্ডলের বাড়ি,পশ্চিম-শ্রী মতিলাল সূত্রধরের খালি জমি দ্বারা, বাপি মন্ডলের নামে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রীতেশ দাস : ৯০৫১৫৮৭৮৭৯**	১. ১৫,১৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,৬০০.০০ টাকা	১৪,০৬,৪০৯.০০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ ছয় হাজার চারশত নয় টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **২৭.০২.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ www.unionbankofindia.com এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট www.mstcecommerce.com -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ১২.০২.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

মোদিকে চিঠি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি: এবার রাহুল গান্ধির গলাতেও মমতার সুর! বাংলাকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি। ১০০ দিনের প্রকল্পের বকেয়া টাকা চেয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন তিনি। কংগ্রেস সাংসদের দাবি, ২০২২ সাল থেকে বাংলাকে মনরেগা প্রকল্পের টাকা দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে কয়েক লক্ষ জব কার্ড হোল্ডার বিপাকে পড়েছেন। বাধ্য হয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হতে হচ্ছে তাদের। প্রধানমন্ত্রীকে দ্রুত টাকা পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন রাহুল।

ইজরায়েলি হানা রাফায় প্রাণ কাড়ল ৩৭ প্যালেস্তিনীয়র

গাজা, ১২ ফেব্রুয়ারি: ঘুমের মধ্যেই প্রাণ ৩৭ প্যালেস্তিনীয়র প্রাণ কাড়ল ইজরায়েলি সেনার সাঁড়াশি হানা। জানা গিয়েছে, স্থানীয় সময় সোমবার ভোরে হামাসের ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয় দুই ইজরায়েলি পণবন্দিকে। তার পরেই দক্ষিণ গাজার রাফায় হামলা চালায় ইজরায়েলি সেনার তিন বাহিনী।

রাফার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অন্তত ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে ইজরায়েলি হানায়। আহতের সংখ্যা ১২। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, সোমবার সকালে যখন ইজরায়েল হামলা চালিয়েছে তখন ঘুমিয়ে ছিলেন সকলেই। আচমকা হামলায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুটি মসজিদ ছাড়াও আমজনতার বসতবাড়ি লক্ষ্য করে হামলা হয়েছে। ইজরায়েলের ট্যাঙ্ক, বিমান ও জাহাজ- সবদিক থেকেই হামলা হয়েছে রাফায়। সামরিক অভিযানের কথা স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে ইজরায়েল। বলা হয়, দক্ষিণ গাজার বেশ কয়েকটি হামলা চালানো হয়েছে। তবে অভিযান শেষ করে ফিরে এসেছে সেনা। উল্লেখ্য, রাফায় ইজরায়েলি সেনার অভিযান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে রাফায় যেন ইজরায়েল হামলা না চালায়।

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

BCL

রেজিস্টার্ড অফিস: পলাশডিহা পাঁচগাছিয়া রোড, পোঃ- কন্যাপুর, আসানসোল - ৭১৩৩৪১ জেলা- বর্ধমান, পঃবঃ,
ফোন : (০৩৩) ৪০০৩ ০২১২, ই-মেল: cs@burnpurcement.com,
ওয়েবসাইট: www.burnpurcement.com, CIN No.: L27104WB1986PLC040831

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৪০৭৪.৩৯	৪৩৩৯.৯৪	৩৪৯৩.১২	১৩৩৮৬.০১	৯৯২৫.৪২	১৪৬২২.০৯
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(৪৫১৫.৬৭)	(১৯১১.৪৬)	(২০৬১.৬৭)	(৮২৫৯.১৩)	(৫৮৪৭.৫৫)	(৭০৬৪.৮৫)
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৪৫১৫.৬৮)	(১৯১১.৬২)	(২০৬১.৬৭)	(৮২৫৯.৩০)	(৫৮৪৮.৫০)	(৭০২৬.৯৫)
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৪৫১৫.৬৮)	(১৯১৫.৫৩)	(২০৭৬.৯৫)	(৮২৬৬.০৬)	(৫৮৯৪.২১)	(৭০৮৩.৪৩)
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(৪৫১৫.৬৮)	(১৯১৫.৫৩)	(২০৭৬.৯৫)	(৮২৬৬.০৬)	(৫৮৯৪.২১)	(৭০৮৩.৪৩)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা মূল্যের)	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪	৮৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪
মজুত (পুনর্মুল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-		-	(৪৪৩৬১.৩২)
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য)						
মৌলিক	(৫.২৪)	(২.২২)	(২.৪১)	(৯.৬০)	(৬.৮৪)	(৮.২২)
মিশ্রিত	(৫.২৪)	(২.২২)	(২.৪১)	(৯.৬০)	(৬.৮৪)	(৮.২২)

দ্রষ্টব্য

১. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের সভায় অনুমোদিত।

২. চলতি সময়কালের শ্রেণিভুক্তিকরণকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই বিগত সময়কালের রাশিসমূহ পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।

৩. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ বিএসই **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই **(www.nseindia.com)** -তে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.burnpurcement.com)** -তেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
হোলটাইম ডিরেক্টর
DIN: 06526392

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

(₹ in million, except per share data)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	কনসোলিডেটেড: নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২২
১	**কার্যাদি থেকে মোট আয়**	৮,০৩৮.৩৬	২১,৩৪১.২৬	৪,৪৬০.৭১	৮,০৩৮.৩৬	২১,৩৪১.২৬	৪,৪৬০.৭১
২	**কার্যাদি থেকে রাজস্ব**	৮,০১৫.৮১	২১,২৮৫.৩৫	৪,৪৪৮.৫২	৮,০১৫.৮১	২১,২৮৫.৩৫	৪,৪৪৮.৫২
৩	**ইবিআইডিটিএ** (সুদ, অবচয়, কর ও অন্যান্য আয় পূর্ববর্তী রোজগার)	৭৭০.৬৭	২,১০৮.৯৭	৪৫৩.১৫	৭৭০.৬৭	২,১০৮.৯৭	৪৫৩.১৫
৪	**কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)(পিবিটি)**	২৬৩.৬২	৭৫১.৭৬	৯৪.২৯	২৯০.৫৫	৮০৮.৯৯	১১৮.২৩
৫	**কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)**	১৭৭.৭৬	৫০৭.৮৩	৭১.১২	২০৪.৬৯	৫৬৫.০৬	৯৫.০৬
৬	**সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয়** [সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	১৬২.১১	৪৯৬.৭৩	৫৫.৯৯	১৮৮.৯০	৫৫৩.৮২	৭৯.৮৭
৭	**ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন**	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭	১০২.৬৭
৮	**ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি রোজগার** (ত্রৈমাসিক সময়কালের জন্য বার্ষিকীকৃত নয়)						
	মৌলিক (টাকায়)	১.৭৪	৪.৯৫	০.৬৯	১.৯৯	৫.৫০	০.৯২
	মিশ্রিত (টাকায়)	১.৭৪	৪.৯৫	০.৬৯	১.৯৯	৫.৫০	০.৯২

দ্রষ্টব্য :

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সংক্ষিপ্তসার উপরেরটি। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট সমূহে (www.bseindia.com ও www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট-এ (www.skipperlimited.com) পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২-০২-২০২৪

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড বিবরণের সংক্ষিপ্তসার

পর্ষদের জন্য ও পক্ষে
সজন কুমার বনশল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00063555

স্কিপার লিমিটেড
CIN : L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭, ভারত
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com, ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক

(একটি সরকারী উদ্যোগ)
মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক কার্যালয়, ৪৮, নয়া সড়ক রোড, পোস্ট- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ,
পিন-৭৪২১০১, ইমেইল: romsd@bgvbco.in ফোন নং- ০৩৪৮২-২৭৪৪২০/২৫০৪৬৫

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮ (১)]

যেহেতু **বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক** এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/গণ) এবং জামিনদার/গণ কে আহ্বান জানায় ।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগকে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) সঙ্গে পঠিত উক্ত রুলের রুল ৯-এর অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, তাঁদের নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ ও চার্জ **বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতেঅ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন ৮-এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

ক্র.নং. , শাখার নাম, ফোন নং, ই-মেইল	অ্যাকাউন্টের নাম/ ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী জামিনদার এবং ঠিকানা	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বর্ণনা	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবির পরিমাণ
(১) নোটিয়াল শাখা মোবা- ৯০৪৬০০৭২৫৯ ই-মেইল : bmnot@bgvbank.co.in	১. **আকবর বিশ্বাস,** পিতা-জান মোহাম্মদ বিশ্বাস, গ্রাম- মোল্লারচক, পোস্ট- নোটিয়াল, থানা-জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৮, **ঋণগ্রহীতা,** ২. **জামাল সেখ,** পিতা-বচ্ছু সেখ, গ্রাম-সাতভাইপাড়া, পোঃ - নোটিয়াল, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৮, **গ্যারান্টার,** ৩. মসিদুল মোল্লা,পিতা-মুনছের মোল্লা, গ্রাম-মোল্লারচক, পোঃ নোটিয়াল, থানা-জলঙ্গি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৮, **গ্যারান্টার**	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। (see table 1 below)	১) ২০.০২.২০২৩ ২) ০৭.০২.২০২৪ ৩) ৩,২৫,২৪১.০০ টাকা **(তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশো টাকা মাত্র)** তদুপরি ০৪.০২.২০২৪ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ ।
(২) সালার শাখা মোবা- ৯০৪৬০০৭২৭৫ ই-মেইল: bmsal@bgvbank.co.in	**১. আরোজ মোল্লা,** পিতা-ফিরোজ মোল্লা, গ্রাম- সালার পূর্ব শেখপাড়া, পোঃ- সালার, থানা- সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৪০১, **ঋণগ্রহীতা,** ২. **রেশমা বিবি,** স্বামী-কাজী আরোজ মোল্লা, গ্রাম. সালার পূর্ব শেখপাড়া, পোস্ট- সালার, থানা- সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৪০১, **গ্যারান্টর,** **৩. জাহাঙ্গীর সেখ,** পিতা-ধনু সেখ , গ্রাম- সালার, পোস্ট-- সালার, থানা- সালার, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৪০১, **গ্যারান্টর**	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। (see table 2 below)	১) ১৪.০৮.২০২৩ ২) ০৯.০২.২০২৪ ৩) ৭,৯৬,৯০৮.২৮ টাকা **(সাত লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার নয়শো আট টাকা আটাশ পয়সা মাত্র)** তদুপরি ১৪.০৮.২০২৩ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ ।
(৩) সাহেবরামপুর শাখা মোবা- ৯০৪৬০০৭২৭৩ ই-মেইল: bmsrp@bgvbank.co.in	**১. ভীম চন্দ্র ঘোষ,** পিতা-অজিত কুমার ঘোষ, গ্রাম- সাহেবরামপুর, পোস্ট -সাহেবরামপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৫, **ঋণগ্রহীতা,** **২. অনিতা ঘোষ,** স্বামী-ভীম চন্দ্র ঘোষ, গ্রাম- সাহেবরামপুর, পোস্ট- সাহেবরামপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৫, **গ্যারান্টর**	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। (see table 3 below)	১) ২০.০২.২০১৯ ২) ০৭.০২.২০২৪ ৩) ৮,৭৪,২৪১.০০ টাকা **(আট লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশো একচল্লিশ টাকা মাত্র)** তদুপরি ২৯.০৩.২০২৩ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ ।
(৪) মধুপুর শাখা মোবা- ৯০৪৬০০৭২৫১ ই-মেইল: bmmdh@bgvbank.co.in	১. **বিল্লা মঙ্গল মণ্ডল,** পিতা- চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, অষ্টম- মধুপুর কলোনি, পোস্ট- মধুপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১২১, **ঋণগ্রহীতা।** **২. চিত্তরঞ্জন মন্ডল,** পিতা- ব্রজবাসি মন্ডল, গ্রাম- মধুপুর কলোনি, পোস্ট- মধুপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১২১, **গ্যারান্টার,** **৩. অন্তরা মন্ডল,** স্বামী- বিল্লা মঙ্গল মণ্ডল, গ্রাম- মধুপুর কলোনি, পোস্ট- মধুপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১২১, **গ্যারান্টার**	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। (see table 4 below)	১) ১৭.০৯.২০১৯ ২) ০৭.০২.২০২৪ ৩) ১০,৪৭,৪১১.০০ টাকা **(দশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশো এগারো টাকা মাত্র)** তদুপরি ২৯.০৩.২০২৩ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ ।
(৫) নোটিয়াল শাখা মোবা- ৯০৪৬০০৭২৫৯ ই-মেইল: bmnot@bgvbank.co.in	**১. মুর্শিদা বিবি,** স্বামী-মিষ্টার রানী সেখ, গ্রাম- ঘোষপাড়া, পোস্ট- রাজাপুর, থানা- রাণীনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৮, **ঋণগ্রহীতা,** ২. **মিষ্টার রানী সেখ,** পিতা-আইনাল হক গ্রাম- ঘোষপাড়া, পোস্ট- রাজাপুর, থানা- রাণীনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৮, **ঋণগ্রহীতা,** ৩. **আনসারুল ইসলাম শেখ,** পিতা- আইনাল হক গ্রাম- ঘোষপাড়া, পোস্ট- রাজাপুর, থানা- রাণীনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৮, **গ্যারান্টার,** ৪. **হাসেন আলী,** পিতা-খোস মোহাম্মদ, গ্রাম-নোটিয়াল, পোস্ট- নোটিয়াল, থানা-রাণীনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ পিন- ৭৪২৩০৮, **গ্যারান্টর**	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। (see table 5 below)	১) ২০.০২.২০২৩ ২) ০৭.০২.২০২৪ ৩) ৩,৭৮,৬৯৭.৩৫ টাকা **(তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার ছয়শো সাতানব্বই টাকা পয়ত্রিশ পয়সা মাত্র)** তদুপরি ০৪.০২.২০২৪ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ ।
(৬) জঙ্গিপুর শাখা মোবা- ৯০৪৬০০৭২৪৪ bmjgp@bgvbank.co.in	**১. মুস্তাকিম মন্ডল,** পিতা-জৈনুদ্দিন মন্ডল, গ্রাম- বহলনগর (বড় মসজিদের কাছে), পোস্ট-- বোখারা, থানা- সাগরদিঘি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২২৬, **ঋণগ্রহীতা,** **২. সাহাদাত হোসেন,** পিতা- প্রয়াত একতার হোসেন, বড়শিমুল, হুদ্রাপুর, সম্মতিনগর, পোস্ট- জঙ্গিপুর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২১৩, **গ্যারান্টর,** ৩. **মোঃ আশিকুল ইসলাম আনসারী,** পিতা- আব্দুল লতিফ আনসারী, গ্রাম- গফুরপুর মাঠপাড়া, পো- জঙ্গিপুর, থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২১৩, **গ্যারান্টার,**	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। (see table 6 below)	১) ১৯.০৮.২০২৩ ২) ০৯.০২.২০২৪ ৩) ১৪,৭৭,৯৮২.০০ টাকা **(চৌদ্দ লক্ষ সাতাত্তর হাজার নয়শো বিরাশি টাকা মাত্র)** তদুপরি ১৯.০৮.২০২৩ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ ।
(৭) ভাকুড়ি শাখা মোবা- ৯০৪৬০০৭২৩৪ ই-মেইল: bmbhk@bgvbank.co.in	১. **শ্রী শুভাশীষ দত্ত,** পিতা-শ্রী কমলা কান্ত দত্ত, ১৯, ভাগরথী লেন, গোরাবাজার, পোস্ট- বহরমপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ পিন- ৭৪২১০১, **ঋণগ্রহীতা,**	জমি / ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। (see table 7 below)	১) ১৯.০৬.২০২৩ ২) ০৮.০২.২০২৪ ৩) ৩৬,১৬,৩৬৭.৫৫ টাকা **(ছত্রিশ লক্ষ ষোল হাজার তিনশো সাতষট্টি টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র)** তদুপরি ০৬.০২.২০২৪ থেকে কার্যকর অনাদায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ ।

(১)

	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
প্লট/দাগ নং এলআর-	এলআর- ২০৮৫	এলআর- ২০৮৫
খতিয়ান নং এলআর-	এলআর- ৫১১৩	এলআর- ৫১১৩
জেএল নং-	০৫	০৫
মৌজা-	নোটিয়াল	নোটিয়াল
ব্লক	জলঙ্গি	জলঙ্গি
থানা	জলঙ্গি	জলঙ্গি
জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ
এলাকা	৭.০০ ডেসিমেল	৭.০০ ডেসিমেল
শ্রেণীবিভাগ	বাড়ি	বাড়ি
পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম- মোল্লারচক, পোস্ট- নোটিয়াল, থানা-জলঙ্গি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৮	গ্রাম- মোল্লারচক, পোস্ট- নোটিয়াল, থানা-জলঙ্গি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৮
সীমানা	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
উত্তর	রাস্তা	রাস্তা
দক্ষিণ	কেতাব বিশ্বাসের সম্পত্তি	কেতাব বিশ্বাসের সম্পত্তি
পূর্ব	জলিল সেখের সম্পত্তি	জলিল সেখের সম্পত্তি
পশ্চিম	ইরোস বিশ্বাসের সম্পত্তি	ইরোস বিশ্বাসের সম্পত্তি

(২)

	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
প্লট/দাগ নং এলআর-	আরএস- ২২৬, এলআর- ২২৬৮	এলআর- ২২৬৮
খতিয়ান নং এলআর-	এলআর- ১১৩৭০	এলআর- ১১৩৭০
জেএল নং-	১০২	১০২
মৌজা-	সালার	সালার
ব্লক	ভরতপুর-২	ভরতপুর-২
থানা	সালার	সালার
জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ
এলাকা	৩.০০ ডেসিমেল	৩.০০ ডেসিমেল
শ্রেণীবিভাগ	ভিটি	ভিটি
পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম- সালার পূর্ব শেখপাড়া, পোস্ট-সালার, থানা- সালার, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৪০১	গ্রাম- সালার পূর্ব শেখপাড়া, পোস্ট-সালার, থানা- সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৪০১
সীমানা	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
উত্তর	৩ ফুট রাস্তা	মারি বিবি ও কমন প্যাসেজ
দক্ষিণ	সামসুদ্দিন আহমেদ আমান	জাহাঙ্গীর সেখের জমি
পূর্ব	আমন জমি	গোকুল সেখের জমি
পশ্চিম	নালা	নালা

(৩)

	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
প্লট/দাগ নং এলআর-	এলআর- ৭১৬	এলআর- ৭১৬
খতিয়ান নং এলআর-	এলআর- ১৪৯২১	এলআর- ১৪৯২১
জেএল নং-	৩৩	৩৩
মৌজা-	সাহেবরামপুর	সাহেবরামপুর
ব্লক	জলঙ্গি	জলঙ্গি
থানা	জলঙ্গি	জলঙ্গি
জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ
এলাকা	৪.০০ ডেসিমেল	৪.০০ ডেসিমেল
শ্রেণীবিভাগ	বাড়ি	বাড়ি
পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম- গোপেজান, পোস্ট- রাধারঘাট, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৭	গ্রাম- গোপেজান, পোস্ট- রাধারঘাট, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৮৭
সীমানা	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
উত্তর	দলিল পাওয়া যায়নি	শচীন ঘোষের বাড়ি
দক্ষিণ		মস্তারাম ঘোষের বাড়ি
পূর্ব		রাস্তা
পশ্চিম		কমল ঘোষের বাড়ি

(৪)

	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
প্লট/দাগ নং এলআর-	এলআর- ৭৭৩৪/১১৬১৬	এলআর- ৭৭৩৪/১১৬১৬
খতিয়ান নং এলআর-	এলআর- ১৯৯২	এলআর- ১৯৯২
জেএল নং-	১৮	১৮
মৌজা-	মধুপুর	মধুপুর
ব্লক	নওদা	নওদা
থানা	নওদা	নওদা
জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ
এলাকা	১০.০০ ডেসিমেল	১০.০০ ডেসিমেল
শ্রেণীবিভাগ	করখানা	করখানা
পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম- মধুপুর কলোনি, পোস্ট-মধুপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১২১	গ্রাম- মধুপুর কলোনি, পোস্ট-মধুপুর, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১২১
সীমানা	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
উত্তর	আদিত্য মন্ডল	আদিত্য মন্ডলের সম্পত্তি
দক্ষিণ	নিশিকান্ত	নিশিকান্ত মন্ডলের সম্পত্তি
পূর্ব	গোপাল চক্রবর্তী	গোপাল চক্রবর্তীর সম্পত্তি ও সরু রাস্তা
পশ্চিম	নিত্য মন্ডল	নিত্য মন্ডলের সম্পত্তি

(৫)

	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
প্লট/দাগ নং এলআর-	এলআর- ৫৪০২	এলআর- ৫৪০২
খতিয়ান নং এলআর-	এলআর- ২৭৯৪৫	এলআর- ২৭৯৪৫
জেএল নং-	৯১	৯১
মৌজা-	রাজানগর	রাজানগর
ব্লক	রাণীনগর-২	রাণীনগর-২
থানা	রাণীনগর	রাণীনগর
জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ
এলাকা	৪.৪৪ ডেসিমেল	৪.৪৪ ডেসিমেল
শ্রেণীবিভাগ	ভিটি	ভিটি
পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম- ঘোষপাড়া, পোস্ট- রাজাপুর, থানা- রাণীনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৮	গ্রাম- ঘোষপাড়া, পোস্ট- রাজাপুর, থানা- রাণীনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০৮
সীমানা	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
উত্তর	রাস্তা	রাস্তা
দক্ষিণ	জয়নালের সম্পত্তি	জয়নালের সম্পত্তি
পূর্ব	খোরসেদের খালি জমি	খোরসেদের খালি জমি
পশ্চিম	খবিরের সম্পত্তি	খবিরের সম্পত্তি

(৬)

	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
প্লট/দাগ নং এলআর-	এলআর- ৮৪২	এলআর- ৮৪২
খতিয়ান নং এলআর-	এলআর- ২৩৭৬	এলআর- ২৩৭৬
জেএল নং-	৫৯	৫৯
মৌজা-	বহলনগর	বহলনগর
ব্লক	সাগরদিঘী	সাগরদিঘী
থানা	সাগরদিঘী	সাগরদিঘী
জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ
এলাকা	৩.০০ ডেসিমেল	৩.০০ ডেসিমেল
শ্রেণীবিভাগ	ভিটি	ভিটি
পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম- বহলনগর, পোস্ট- বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২২৬	গ্রাম- বহলনগর, পোস্ট- বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২২৬
সীমানা	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
উত্তর	অনুল্লেখিত	পুকুর
দক্ষিণ		রাস্তা
পূর্ব		সুকুরউদ্দিন সেখের বাড়ি
পশ্চিম		জনেদ আলীর গোয়ালঘর

(৭)

	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
প্লট/দাগ নং এলআর-	এলআর- ৪০৭, ৪০৮ এবং ৪১২	এলআর- ৪০৭, ৪০৮ এবং ৪১২
খতিয়ান নং এলআর-	এলআর- ৫৪৯১	এলআর- ৫৪৯১
জেএল নং-	০৮১	০৮১
মৌজা-	চালতিয়া	চালতিয়া
ব্লক	বহরমপুর	বহরমপুর
থানা	বহরমপুর	বহরমপুর
জেলা	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ
এলাকা	৫২.০০ ডেসিমেল	৫২.০০ ডেসিমেল
শ্রেণীবিভাগ	ভিটি	ভিটি
পিন সহ ডাক ঠিকানা	গ্রাম- চালতিয়া, পোস্ট- চালতিয়া, থানা-বহরমপুর, জেল- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৬৫,	গ্রাম- চালতিয়া, পোস্ট- চালতিয়া, থানা-বহরমপুর, জেল- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৬৫,
সীমানা	দলিল অনুযায়ী	পরিদর্শন অনুযায়ী
উত্তর	অন্যদের জমি	অন্যদের জমি
দক্ষিণ	কাঁচা রোড	মেটাল রোড
পূর্ব	অন্যদের বাড়ি	অন্যদের বাড়ি
পশ্চিম	অন্যদের জমি	অন্যদের জমি

নিম্নস্বাক্ষরকারীকে এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এন্ড এন্ড রিকভারি অফ ডেট ল'স(সংশোধিত মত)এক্ট ,২০০৪ এর সংশোধিত মত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (সারফেইসি এক্ট, ২০০২) এর বিধান অনুসারে যথাযথভাবে ব্যাঙ্ক দ্বারা অনুমোদিত অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

তারিখ: ১৩.০২.২০২৪
স্থান: মুর্শিদাবাদ

অনুমোদিত অফিসার
বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, মুর্শিদাবাদ আঞ্চলিক অফিস

ভ্যালেন্টাইন ডে

চাহিদার দৌড়ে যেন স্মার্ট গেম না হয়ে যায়

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমরা মানুষেরা সত্যিই কি অপার্থিব হতে পারি? অ্যারিসটেটলের থিওরি - মানুষ একটি সামাজিক জীব তত্ত্ব- র পুণর্মূল্যায়নের সময় এসেছে। এখন যারা স্মার্ট যুগে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি, বিশেষ করে স্মার্ট নতুন প্রজন্ম, তারা কতোটা সামাজিক জীব জানি না কিন্তু পুরোপুরি পার্থিব জীব। বিংশ শতকের শেষের দিকে জন বাউলবি থেকে মারি এইনসওয়ারথ কিংবা ডোনাল্ড ইউনিকোট এমন সব দিকপাল চিন্তকেরা কাগজ কলম মগজ ঘেঁটে মানুষের আবেগের অসংখ্য অঙ্ক কষেছেন। মানুষের সেন্স অফ সিকিউরিটি থেকেই হয়তো তারা পার্থিব জগতের প্রতি আকৃষ্ট। এমনটাই সবাই মেনে নেন। একটা পার্থিব জগত এই মানুষ নামক সামাজিক জীবটার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। তার আবেগী উৎকণ্ঠাকে প্রতিহত করে। তাকে নিশ্চিত উত্তেজনাহীন সামাজিক ক্রিয়া কলাপে আবিষ্ট করে। সেদিন সেই সব পশ্চিমি দার্শনিকরা বলেছিলেন- কে বলেছে ম্যাটেরিয়ালিসটিক হওয়া মন্দ? আত্মবিশ্বাস পেতে গেলে অত্মকেন্দ্রীক হতেই হবে। জাগতিক বিষয় নির্ভর সুখ তখন মানুষের মূল বস্তু এবং লক্ষ্য হতে থাকল। আমি আমরা আপনি - হ্যাঁ এই কনজিউমারিজিমের দৌড়ে আমরা সবাইই জাগতিক দৌড়ে লিপ্ত। তাকে এখন আর দোষ বলা যায় না। বরং অভ্যাস। কিন্তু এক একটা সম্পর্ক যদি জাগতিক পরিমাপে ওঠা নামা করে। যদি প্রেমের দিনে- , অর্থাত নির্দিষ্ট চিহ্নিত দিনের গুরুত্বটাও নির্ভরশীল হয় জাগতিক উপহারের ওপর- তবে তো তার মতো অসুখ আর কিছুই হয় না। সেই অসুখের কথা তাবড় তাবড় মনস্তত্ত্ববিদরা একটা সময় পর্যন্ত দেখতে পাননি। ১৮৯০ তে যখন উইলিয়াম জেমস মানুষের মন নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন যখন তিনি ' সেলফ' লাভকে স্বীকার করছেন- আন্দাজ করতেই পারেননি একদিন পৃথিবীর বুকে একটা মানুষের জেনারেশন তৈরি হবে যাদের সিংহভাগ মানুষ সম্পর্কের পরিমাপ করবে কেমন গিফট পাচ্ছে, কতো টাকা আছে, কতোটা জাগতিক বস্তু নির্ভর স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছে তাতে ভর করে। এই লিপ্সার যে কি করুন পরিণতি হতে পারে তা হয়তো আজকে আমরা দেখতে পারছি না। মনস্তত্ত্ববিদ কাইয়গমি কিম কিংবা মারসিকা জনসন একটি বস্তুকে নিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে ম্যাগনেটিক রেজনেনস ইমাজিনের খুঁটি নাটি দেখিয়েছিলেন কিন্তু এটা বলতে পারেননি কেমন করে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক ওঠা নামা করবে কেবলমাত্রই দামী (টাকায়) উপহারে ভর করে। যে যতো মূল্যবান ভেট দিতে পারবে সে ততো মূল্যবান মানুষ। শুনতে খুব অপ্রিয় লাগলেও আজকের মানুষের একটা বড় অংশ তাই। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম। বিশেষ করে মহিলারা। কনভিনিয়েনস খুঁজতে গিয়ে তারা উল্টোদিকের মানুষের সাথে একরকম গুরুত্ব তাৎপর্যের কেনাবেচা করে। পুরুষরাও একই দোষে দুষ্ট, তবে এ বিষয়ে তারা মহিলাদের চাইতে পিছিয়ে। ১৯৪৩ এ আব্রাহাম মাসলো পিরামিডাল হায়ারআর্চিক তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। তিনিও বোঝেননি সব ওলোট পালট করে সবার ওপরে থাকবে মানুষের প্রতি মানুষের পার্থিব চাহিদার খিদে। রিলেশানসিপ ইউথ পিপল থেকে হয়ে গেছে ইউথ অবজেকট! এবং সেই বস্তুকে ভালোবাসার যদি কোনও বাইপ্রোডাক্ট হয় তার নাম- টিকে থাকা সম্পর্ক। কেন বলব না এতগুলো নেগেটিভ কথা? যেই না ফেব্রুয়ারি কড়া নাড়া শুরু হয়েছিল, এমন একটাও বিজ্ঞাপন দেখতে পেলাম কি? যা বলছে - ভালোবাসো। যা বলছে ভালো থাকো। আইসক্রিম পার্লার থেকে চুলে রঙ, হীরের গয়না থেকে বালি ট্যুর, জামা জুতো থেকে ডিনার কূপন সবেতেই ১৪ ই ফেব্রুয়ারির জুগুগ। এবং সেই হুজুগে নাচছে তা থৈ তা থৈ করে। সেলফ লাভারদের এতো আনন্দ কারণ তারা উপহার পাবে। পাবে কিনা তা জানিনা, আদায় করেই ছাড়বে। এই দোষের জন্যই এই নিবন্ধের অবতারনা। উপহার দেওয়া নেওয়ায় মাধুর্য বাড়ে কিন্তু এই হুজুগের কবলে যেটা চলছে তার নাম - আদায় করা। যখনই আদায় করতে ব্যর্থ তখনই ক্রমশ ক্রমশ সম্পর্কটাও ব্যর্থ ঠেকে। ভ্যালেন্টাইন তখন সাদা কালো ক্যানভাস। এই জটিল রোগের থেকে পরিত্রাণ নিয়ে আমাদের সার্বিক চিন্তা ভাবনা খুব কম। পেতে খুশী হওয়ারা তলিয়ে ভাবে না - না পেয়েও কেমন করে সুখ সংশ্লেষ করা যায়।

কূপন আছে, ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যা জীবিত। অনেক গুলো শপিংমল অফার দিচ্ছে তাও ১৪ই ফেব্রুয়ারির জন্য। ভালোবাসার দিন উদযাপনের হিড়িক দেখতে ভালোই লাগে কিন্তু যখন নিত্য নতুন অফারের গুঁতোয় ভালোবাসার জন্য পার্থিব বস্তুটাই ক্রমে ক্রমে অধিক প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ হয় তখন তা ভালোবাসার দম বন্ধ করে দেয়। পার্থিব সম্পদ এখন অনেক সময়ই ভালোবাসা নামক বস্তুটিকে নিয়ন্ত্রণ করছে যার পরিনামে সবকিছুই থাকছে। পলাতক হচ্ছে কেবল ভালোবাসা। আবার একটা ভ্যালেন্টাইন ডে আসল, দিন উদযাপনের নেশা এখন অগনিত মানুষের বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের। কিন্তু নতুন প্রজন্মের দিন কে দিন আগ্রহ বৃদ্ধি হচ্ছে উপহার পাওয়াতে, সম্পর্কের দেনা পাওনায় ক্রমশ ভোগবাদী মানসিকতা আগ্রাসী হচ্ছে। কেনাকাটা বাজারঘাট নিশ্চিত করে প্রেমের সম্পর্কে উন্নতি আনে কিন্তু যেটা আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হচ্ছে তা হলো বিজ্ঞাপন ভিত্তিক চাহিদার দোলাচল। উল্টোদিকের পুরুষ সঙ্গীর ওপর চাহিদার পাহাড় নির্মান। চাহিদা না মিটলে সঙ্গী বদল। ম্যাটেরিয়ালিসটিক হয়ে যাচ্ছে অগনিত সম্পর্ক যা আসলে কোনো অর্থেই উন্নতির পথ দেখাতে পারছে না। টিন এজাররা বিশেষ করে, অত্যন্ত বেশী জাগতিক এবং তাৎক্ষনিক আনন্দ পেতে চায়। তাই শপিংমল নির্ভর যে আনন্দ তা তাদের অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট করছে। জামা জুতো কসমেটিকস থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম সবেতেই আকাশ ছোঁয়া চাহিদা তাদের। চাহিদা তৈরি হচ্ছে পরিবার থেকেই। তা সম্প্রসারিত হচ্ছে বয় ফ্রেন্ড নামক বস্তুটির দিকে। উপহারের আধুনিক ধরন ঠিক যেন অ্যানড্রয়েড ফোনের মতোই রোজ আপডেট হচ্ছে। বই, গানের অ্যালবাম বা ইনোভেটিব কোনো উপহারে অধিকাংশ প্রেমিকার মন পাওয়া দায়। প্রেমিকরাও তা চায় না। উপহার মানেই তা হচ্ছে আদ্যপ্রান্ত টাকার ওজন। উপহারের মূল্য বহু সময় সম্পর্কের মূল্য এবং স্থায়ীত্ব নির্ণয় করছে। খুব নির্মম সত্যি তাই সময় নষ্ট না করে চটপট বলে ফেললাম।

সুখ কি থেকে আসে? কখনও সখনও নিবন্ধ পড়ি , বা চোখে পড়ে, সুখ কখনও বস্তু নির্ভর হয় না। তা দেখার পরেই আমরা চটপট একটু কয়েকটা অ্যাপস ঘেঁটে দেখে নিই যদি

দাবি তো করাই যায়। কিন্তু এটাও কি ভেবে দেখেছি যারা শুধুই দামী উপহারের ভেলায় ভাসে তারা কেন এমন মানুষ হলো? সমাজের বেশীরভাগ যুগল কেন হঠাত এইরকম ভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। উত্তর একটাই- ওটাই একমাত্র বিনোদন তাই। বিনোদনের জন্য আরো যা যা অসংখ্য উপকরণ ছিল- নিখাদ আড্ডা, পাড়ার মাঠ, লাইব্রেরিতে হানা দিয়ে কে কোন বইটা আগে আনতে পারে, বই বদল, দল করে বেড়াতে যাওয়া, গঠনমূলক তর্ক, লিটল ম্যাগাজিন এবং লেখা, লেখার জন্য ভাবা - কোনটা আছে? ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালির কোনটা জীবিত? আমাদের এতোটাই অসহায় অবস্থা যেখানে বাড়িতে বাড়িতে পাঠ্যপুস্তকের পড়া শেষ হলো মানে বই এর সাথে সম্বন্ধ ঘুঁছল। তারা তো তখন বস্তুনির্ভর হবেই। দাও আর দাও- ছাড়া আর তো কোনো চারিত্রিক বিকল্প তখন থাকে না।। বাল্য বয়স থেকেই না চাইতেই পাওয়ার অভ্যাস কি আর বুড়ো বয়সে নিয়ন্ত্রিত হয়?

কিছু অফার থাকে তবে একটু কেনা যায়। সুখ তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছেড়ে দে মা বলে ওঠে। সুখ চিনতে গেলে যে টুকু সময় দিতে হয় তার জন্যও বোধহয় অগনিত যুগল, মানুষ রাজী নয়। পার্থিব হওয়া কি লজ্জার কিছু? অন্যায়? আমরা কি উপেক্ষা করতে পারি পার্থিব হওয়ার থেকে! সব কটা উত্তরেই আমাদের মাথা নীচু করতে হবে। বলতে হবে - হ্যাঁ আমরা সবাই পার্থিব পরিধির নীচে অবস্থান করছি। নন ম্যাটেরিয়ালিসটিক বলে আদৌ কি কিছু এই দুনিয়াতে হয়! হয় না বোধহয়। বা যে স্পিরিচুয়ালিটির সন্ধান গুটিকয়েক মানুষ পান তা আবার হিসেবে আসেনা। তবে? অভিযোগ এটাই কেন ভালোবাসাকে নিয়ন্ত্রণ করবে , কান ধরে ওঠাবে বসাবে পার্থিব সম্পদ। কনজিউমারিজিমের জাঁতাকলে সব কিছু, তা বলে প্রেমটাও। প্রেম কি তবে কিনতে হচ্ছে। শপিংমল, রেস্তোঁরা, নামি দামী সিনেমা হল, ক্যাফেরেটিয়া এরা সবাই যে আজ প্রেম বিক্রি করছে। এ যে কেবলমাত্রই টিন এজারদের জন্য প্রযোজ্য তা নয়, সারা বিশ্বের সব বয়সীদের জন্যই আজ সত্যি এবং বিবাহিত যুগলদের জন্যও অনেকটা বেশী সত্যি।

সারা বিশ্বের এ এক জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা তবে কি অতিরিক্ত পার্থিব চাওয়া পাওয়া সম্পর্কের সূক্ষ্মতাকে ভোঁতা করে দিচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে এ নিয়ে অগনিত গবেষণা চলছে। ২০১৪ তে গবেষক দিতমার তাঁর তত্ত্বে জানাচ্ছেন- বস্তুবাদ যদি কেবলমাত্রই অর্থ পরিমাপে ব্যস্ত থাকে তখন তা কিছুতেই মানসিক সুখ দিতে পারে না। বস্তুবাদী আমরা সবাই কিন্তু একটা সম্পর্ক যদি বস্তুবাদী হয়ে তা অন্য এক বস্তুবাদের সাথে প্রতিনিয়ত তুলনার অঙ্ক কষে, তখন তা নেগেটিভ মেটিরিয়ালিজমের জন্ম দেয়। যার পরিনাম মানসিক টানাপোড়েন এবং লোভ। উন্নত সম্পর্ক তাতে দম বন্ধ হয়ে অকাল মৃত্যু বরণ করে। সমাজবিদ বেলক ১৯৮৪ তেই এই ম্যাটেরিয়ালিসটিক রিলেশন বিষয়ে মতামত স্পষ্ট করেছিলেন- Materialism is the importance a consumer attaches to worldly possessions and possessions assume a central place in a personós life and are believed to provide the greatest source of satisfaction and dis-satisfaction — পার্থিব জগত হয়ে দাঁড়াল দিল্লির লাড্ডু। খেলেও বিপদ, না খেলেও নয়। কিন্তু একাধিক গবেষণা এই সিদ্ধান্তে একমত যে অতিরিক্ত ভোগবাদ সম্পর্কের মননের সুস্থিতি নষ্ট করে। অ্যাডঅ্যাপটেশান লেবেল থিওরি- যে বা যারা পালন করছেন- অর্থাত পার্থিব জগতের মধ্যে থেকেও পার্থিব জগত নির্ভর সুখ কেনাবেচায় যারা সম্পর্কের সূচক মাপেন না। যারা কোয়ালিটি টাইম, কোয়ালিটি উপহার, স্পর্শকাতর উপহার, এবং আর কি করলে একটা সম্পর্ক আরো একটু টেকসই হবে তা নিয়ে ভাবে, তারা এই দলে পড়েন। যার সংখ্যা নিশ্চিত করে অত্যন্ত কম। অধিকাংশ মানুষ সোস্যাল কমপারিজন থিওরি র রেলে চড়ে বলে আমি সুখ পাচ্ছি না। আমার সম্পর্ক টিকছে না। যে রেলগাড়ি শুধুমাত্র হিসেব করে আমার কি আছে , আর ওর কি আছে। প্রতিটা বগি যেখানে চাই আর চাই তে ভরপুর। আমারও চাই- তে যা জোর দেয়। সম্পর্ক অবনতির দিকে যায়। শেষ সহায়িকা ম্যাগাজিনের কাউন্সিলিং পড়া; কেমন করে সুখের সম্পর্ক গড়বেন। কিন্তু ভ্যালেন্টাইন ডে বা বিশেষ কোনো ডে আসলেই সহায়ক পাঠ মগজচ্যুত হয়।

লিজেসি প্রেস - ২০২০ র ভ্যালেন্টাইন ডে তে এক প্রতিবেদন (অ্যালেক্স ডেভিস) প্রকাশ করে। যা এই দিনটিকে পার্থিব উপহার থেকে অ-ভারাক্রান্ত হতে বলে। দিন উদযাপনের সাথে তাতে প্রতিযোগিতায় নেমে উপহার কেনা বেচার কোনো যুক্তি এবং তাৎপর্য নেই এমনটাই দাবি করে।

দাবি তো করাই যায়। কিন্তু এটাও কি ভেবে দেখেছি যারা শুধুই দামী উপহারের ভেলায় ভাসে তারা কেন এমন মানুষ হলো? সমাজের বেশীরভাগ যুগল কেন হঠাত এইরকম ভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। উত্তর একটাই- ওটাই একমাত্র বিনোদন তাই। বিনোদনের জন্য আরো যা যা অসংখ্য উপকরণ ছিল- নিখাদ আড্ডা, পাড়ার মাঠ, লাইব্রেরিতে হানা দিয়ে কে কোন বইটা আগে আনতে পারে, বই বদল, দল করে বেড়াতে যাওয়া, গঠনমূলক তর্ক, লিটল ম্যাগাজিন এবং লেখা, লেখার জন্য ভাবা - কোনটা আছে? ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালির কোনটা জীবিত? আমাদের এতোটাই অসহায় অবস্থা যেখানে বাড়িতে বাড়িতে পাঠ্যপুস্তকের পড়া শেষ হলো মানে বই এর সাথে সম্বন্ধ ঘুঁছল। তারা তো তখন বস্তুনির্ভর হবেই। দাও আর দাও- ছাড়া আর তো কোনো চারিত্রিক বিকল্প তখন থাকে না।। বাল্য বয়স থেকেই না চাইতেই পাওয়ার অভ্যাস কি আর বুড়ো বয়সে নিয়ন্ত্রিত হয়? বরং তা সুদে আসলে আরো বাড়ে। বিষয়টা ভ্যালেন্টাইন ডে নয়, এই দিনটা সামনে এলো তাই এই দিনটা একটা উদাহরণ মাত্র। বিষয়টা সোস্যাল অ্যানিম্যাল- আজকের জেনারেশানের বস্তুনির্ভর চরিত্র বিশ্লেষণ ।এবং এই বস্তুবাদী মনন কালচারাল ম্যাটেরিয়ালিজম নয়। সে ভুল যেন আমরা না করি। রেমন্ড উইলিয়াম যখন দ্য কানট্রি এন্ড দ্য সিটি (১৯৭৩) লিখছেন তখনও তিনি নগর , নগর জীবন এবং পুঁজিবাদের অন্তর্বর্তী সমন্বয় চিহ্নিত করেন। তারপরে যখন সৃষ্টি করলেন - দ্য ভলেনটিয়ারস (১৯৭৮) তাতেও একই সুর। মানুষের ওপর ভোগবাদ আক্রমন করছে- ব্যাস ওই পর্যন্তই। কিন্তু এক এক আনুপাতিক সম্পর্কে একজন অন্য জনের ওপর অমুকটা দাও বলে আক্রমন করবে এবং ভোগবাদ সর্বস্ব হয়ে যাবে ভালোবাসার সম্পর্ক; তা সত্যিই ভাবা যায় নি। আজ থেকে এক দশক আগেও কি আমরা ভেবেছিলাম। আমরা ভাবতে পারতাম বয়ফ্রেন্ড 'ঠিক ঠাক ' উপহার দিতে পারে না তাই সম্পর্ক টেকে না। রুচিগত কারণে সম্পর্ক না টেকার জন্য কতো উঠতি কবির কবিতা পড়েছি। কিন্তু চাহিদার উপহার সাগরে ডুব দিতে পারছে না বলে সম্পর্কের অবনতি - এও এক নতুন সংস্করণ। সমস্যার নতুন সংস্করণ। এখনও সবাই মুখ খুলে বলে না- পাছে কে কি ভাবে। কিন্তু বিষয়টা ওপেন সিক্রেট। ভ্যালেন্টাইন ডে, এই ডে ওই ডে - আসতেই থাকবে। অথরেটেটিভ ওম্যান গড়া এবং ন্যাকামি করে দাও দাও করা - সহাবস্থান করতে পারে না। সম্পর্কে যত বেশী দাও দাও থাকবে তা আদতে ততো বেশী অথরিটি গ্যাপ তৈরি করবে।

ডলি আলডারটন- চমৎকার লেখেন। - এভরিথিং আই নো অ্যাবাউট লাভ- একটা সময় সানডে টাইমস বেস্ট সেলার ছিল। এ ছিল তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা। তিনিও বলছেন মহিলা ততক্ষণ যতক্ষণ উপহার পাওয়াটা- ' সার্টেন' মনে করছি। আত্মগরিমাবোধ যদি সোস্যাল অ্যানিম্যালের মধ্যে যথেষ্ট থাকে তবে সে উপহারী দিন এবং তাতে মজেই ফিকসনাল মুড তৈরির নেশায় বুঁদ থাকবে না। উপহার পেতে আমাদের সবার ভালো লাগে। একটা মানুষের প্রতি যে টান ভালোলাগা দরদ ভালোবাসা থাকে তার একটা প্রমান আমরা সবাই দিতে চাই, পেতেও চাই। কিন্তু তা মাপতে চাইতে গেলেই যতো বিপদ। সম্পর্কগুলো তখন - 'ইমপোসটার সিনড্রোমে' ধুঁকতে থাকে। যে সিনড্রোম মানে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি। ভ্যালেন্টাইন ডে কেন তেমন সিনড্রোম বইবে। উপহার দেওয়ার কবলে সম্পর্ক যেন স্মার্ট গেম না হয়ে যায়!

শাকিব-যুগ কি শেষ? তিন সংস্করণে নতুন বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: তিন সংস্করণেই বাংলাদেশের নতুন অধিনায়ক হিসেবে নাজমুল হোসেনের নাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। নতুন প্রধান নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাবেক অধিনায়ক গাজী আশরাফ হোসেন।

আজ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদের সভা শেষে বড় এই দুটি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান।

এত দিন সাকিব আল হাসান তিন সংস্করণেই বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন। গত অক্টোবরে ওয়ানডে বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে এক টিভি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, বিশ্বকাপের পর আর একদিনও অধিনায়ক থাকবেন না। তবে শুধু ওয়ানডের কথা বলেছিলেন, নাকি সব সংস্করণের; তা পরিষ্কার ছিল না। বিশ্বকাপে সাকিবের চোটের কারণে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুটি ম্যাচে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নাজমুল হোসেন।

পরে সাকিবের অনুপস্থিতিতে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজেও নাজমুল অধিনায়কত্ব করেন। অধিনায়ক ছিলেন এর পরপরই নিউজিল্যান্ড সফরেও। নাজমুলের নেতৃত্বে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট জেতে। নিউজিল্যান্ড সফরে প্রথমবারের মতো নিউজিল্যান্ডকে

ওয়ানডেতে হারায় বাংলাদেশ, পরে জেতে একটি টি,টোয়েন্টিতেও।

নতুন অধিনায়কের সঙ্গে নতুন নির্বাচক কমিটিও পাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট। আগের নির্বাচক কমিটি থেকে আবদুর রাজ্জাক অবশ্য আছেন নতুন কমিটিতেও। আগের কমিটি থেকে বাদ পড়েছেন মিনহাজুল আবেদীন ও হাবিবুল বাশার। মিনহাজুল আবেদীনের বদলে প্রধান নির্বাচক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম ওয়ানডে অধিনায়ক গাজী আশরাফ হোসেনের নাম। কমিটির তৃতীয় সদস্য হিসেবে নতুন এসেছেন হান্নান সরকার, এতদিন যিনি জুনিয়র নির্বাচক কমিটির সদস্য ছিলেন।

PODDAR PROJECTS LIMITED

CIN: L51909WB1963PLC025750

18 RABINDRA SARANI PODDAR COURT 9TH FLOOR KOLKATA-700001

PHONE NO: 033 -22250352/4147 **EMAIL:** investors@poddarprojects.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTE & NINE MONTHS R ENDED 31ST DECMBER 2023

(₹. in Lakhs)

Particulars	Quarter ended			Nine Months Ended		Year ended
	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Continuing Operations	1,523.41	1,337.80	1,497.62	4,644.55	4,180.84	5,949.52
Profit [+]/Loss[-] from Operations before Exceptional items and Tax	156.73	297.36	159.08	835.06	437.76	789.23
Profit [+]/Loss[-] from Operations before tax from continuing operations	156.73	297.36	159.08	835.06	437.76	789.23
Profit [+]/Loss[-] for the period from continuing operations	118.64	261.19	(112.49)	665.56	274.67	595.69
Total Comprehensive income						11.86
Paid Up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/-)	297.35	297.35	297.35	297.35	297.35	297.35
Other Equity						16,319.83
Earning Per Share of Rs 10/- each (not annualised) from continuing and discontinuing operations						
Basic (Rs)	3.99	8.78	(3.78)	22.38	9.24	20.03
Diluted(Rs)	3.99	8.78	(3.78)	22.38	9.24	20.03

Notes :

1. The above audited financial results have been approved by Board of Directors at their meeting held on **12th February'2024** after being reviewed by Audit Committee.
2. The above is an extract of the detailed format of the Un-audited Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015. The full format of the results is also available on the company's website www.poddarprojects.com
3. The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS) prescribed under Companies (Indian Accounting Standard) Rules,2015 and relevant Amendment Rules issued thereunder.
4. Previous period figure have been re-grouped/re-classified, wherever necessary to confirm to current period's classification.

By the order of the Board of Director
For Poddar Projects Ltd
Sd/-
ARUN KUMAR PODDAR
(Chairman)
DIN : 01598304

Place : Kolkata
Date : 12th February, 2024

hindware

home innovation limited

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND PERIOD ENDED 31 DECEMBER 2023

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months period ended			Period ended 31 December 2023	Year ended 31 March 2023
		31 December 2023	30 September 2023	31 December 2022		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1 (a)	Total income from operations	703.60	708.46	723.23	2,054.33	2,907.90
1 (b)	Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)	61.30	79.99	60.39	209.73	281.07
2	Net profit from ordinary activities before tax	6.43	25.26	13.27	48.44	102.99
3	Exceptional Item	-	-	-	-	-
4	Net profit from ordinary activities after tax	6.12	20.87	9.75	29.86	66.47
5	Net profit for the period after tax (after extraordinary items)	6.12	20.87	9.75	29.86	66.47
6	Share in profit/(loss) after tax of joint ventures/associates	(1.59)	(1.17)	(1.97)	(4.96)	(8.91)
7	Net profit after tax and share in profit/(loss) of joint ventures from continuing operations	4.53	19.70	7.78	24.90	57.56
8	Other comprehensive income/(expenditure)(net of tax)	(0.15)	(0.13)	0.14	(0.42)	(0.98)
9	Total comprehensive income	4.38	19.57	7.92	24.48	56.58
10	Equity share capital	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46
11	Reserves (excluding revaluation reserve/business reconstruction reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	-	-	-	-	561.28
12	Earning per share(before extraordinary items) (of ₹ 2/- each) (not annualized)					
	(a) Basic (₹)	0.63	2.72	1.08	3.44	7.96
	(b) Diluted (₹)	0.63	2.72	1.08	3.44	7.96
13	Earning per share(after extraordinary items) (of ₹2/- each) (not annualized)					
	(a) Basic (₹)	0.63	2.72	1.08	3.44	7.96
	(b) Diluted (₹)	0.63	2.72	1.08	3.44	7.96

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months period ended			Period ended 31 December 2023	Year ended 31 March 2023
		31 December 2023	30 September 2023	31 December 2022		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	120.53	106.08	140.23	374.93	600.52
2	Profit before tax	(15.66)	(15.17)	(4.76)	(12.74)	18.70
3	Profit after tax	(10.24)	(9.26)	(3.51)	(8.12)	10.61

Notes:

(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the above results and its release at their respective meetings held on 12 February 2024. The statutory auditors of the Company have also carried out the limited review of the above results.

(2) The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and period ended 31 December 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and period ended 31 December 2023 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.hindwarehomes.com".

Place: Gurugram
Date: 12 February 2024

Sandip Somany
Chairman and Non-Executive Director

Hindware Home Innovation Limited (Formerly known as Somany Home Innovation Limited)
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 | Tel: 033-22487407/5668
Website: www.hindwarehomes.com; www.hindware.com | Email: investors@shilgroup.com | CIN : L74999WB2017PLC222970

মানাকসিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার **L74950WB1984PLC038336**
রেজিস্টার্ড অফিস : টার্নার মরিসন বিল্ডিং, ৬, লায়ন্স রেঞ্জ,
ম্যাজেনাইন ফ্লোর, উত্তর-পশ্চিম কোণে, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল: **investor.relations@manaksia.com;** ওয়েবসাইট: **www.manaksia.com**
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৩১ ০০৫৫

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লক্ষ-তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫,২৩৫.৫৭	৫৮,৬৯১.০৩	২৮,৯৪০.৯১
মোট রাজস্ব	১৭,২০২.৬২	৬৩,৫২৫.২১	৩১,৩১৮.৫০
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	৪,০৯৬.৯১	১২,৪৭৩.৮২	৫,০৮৩.২০
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৩,৪৫৯.৮৬	১০,৭২৭.২৯	৪,০৫৩.৫২
ব্যতিক্রমী দফা	৯৩৩.৫৮	১,৫৯২.০৮	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (পিবিটি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২,৫২৬.২৮	৯,১৩৫.২১	৪,০৫৩.৫২
কর ব্যয়	৭৮১.১২	২,৭৭৭.৪৮	৮৬৯.৮৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (পিএটি) (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৭৪৫.১৬	৬,৩৫৭.৭৩	৩,১৮৩.৬৮
মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়ের অন্তর্গত]	(৭,১৬০.৪০)	(৩৯,৩৮৬.৫৪)	৯৮৪.৮০
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮	১,৩১০.৬৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের শেষে নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে দেখানো হয়েছে	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (₹২/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (₹)	২.৪৯	৯.৩৬	৪.৭৪
(খ) মিশ্রিত (₹)	২.৪৯	৯.৩৬	৪.৭৪

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা :

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,১৪০.৮৭	১৪,৫২৬.২৫	৩,১৩৯.৪১
মোট রাজস্ব	১,৪২০.৫১	১৫,৩৭৫.২৬	৩,৪৩৮.২২
সুদ, কর, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ পূর্ব লাভ/(ক্ষতি) (ইবিআইটিডিএ)	১১৭.১০	১,৩৮২.৩১	২৯৬.১০
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিবিটি)	১০৭.০২	১,৩১৭.৩৪	২৭২.২৫
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি) (পিএটি)	৬৩.৭১	১,০৪০.৭১	৬২০.৪৬

দ্রষ্টব্য-

(১) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কোম্পানির আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন এবং এই ফলাফল সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ ধারা ৩৩ অনুযায়ী প্রকাশিত।

(২) ২০২৩ সালের জুনে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ নাইজেরিয়া ('সিবিএন') সেগমেন্টেশন বিলুপ্ত করে নাইজেরিয়ার বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে কার্যক্রমে পরিবর্তনের ঘোষণা দেয়, সমস্ত বিভাগ এখন ইনভেস্টর্স এবং এক্সপোর্টার্স ('এল অ্যান্ড ই') উইন্ডোতে ভেঙে পড়েছে এবং এল অ্যান্ড ই উইন্ডোতে 'ইচ্ছুক ক্রেতা, ইচ্ছুক বিক্রেতা' মডেলটি পুনরায় প্রবর্তন করেছে। এর ফলে মার্কিন ডলারের বিপরীতে নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন হয়েছে।

ফলস্বরূপ, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাসের জন্য, গ্রুপটি ১৫৯২.০৮ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি করেছে এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য নাইজেরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত তার সহায়ক সংস্থাগুলিতে ৯৩৩.৫৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। অবমূল্যায়নের পরিমাণ বিবেচনা করে, উল্লিখিত বিনিময় ক্ষতিকে গ্রুপের সমন্বিত আর্থিক ফলাফলে একটি ব্যতিক্রমী আইটেম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপরন্তু, গ্রুপটি ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া নয় মাসের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অনুবাদ ক্ষতির স্বীকৃতি দিয়েছে ৪৫৭৫৪.৪৩ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য গ্রুপের উপস্থাপনা মুদ্রায় (আইএনআর) বৈদেশিক ক্রিয়াকলাপ অনুবাদ সম্পর্কিত ৮৯১২.৪৮ লক্ষ টাকা, যা অন্যান্য বিস্তৃত আয়ের অন্তর্ভুক্ত।

নাইজেরিয়ান মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়নের কারণে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ -এ সমাপ্ত নয় মাসের সমন্বিত ফলাফলগুলি পূর্ববর্তী সময়ের প্রকাশিত ফলাফলের সাথে তুলনীয় নয়।

(৩) তুলনামূলক সংখ্যাগুলি পুনর্সজ্জিত/পুনর্বিন্যস্ত/যেখানে প্রয়োজন সাজানো হয়েছে।

(৪) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksia.com -তে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া লিমিটেড
স্বা/-
সুরেশ কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00520769

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

Kothari Group

Imagine Inspire Deliver

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194
ফোন: (০৩৩) ২২৩০-২৩৩১ (৬ লাইন), ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৩০-৪১৮৫, ই-মেল: gillander@gillandersarbuthnot.com ওয়েবসাইট: www.gillandersarbuthnot.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত		নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১-ডিসে.-২৩	৩১-ডিসে.-২২	৩১-ডিসে.-২৩	৩১-ডিসে.-২২	৩১-মার্চ-২৩	৩১-ডিসে.-২৩	৩১-ডিসে.-২২	৩১-ডিসে.-২৩	৩১-ডিসে.-২২	৩১-মার্চ-২৩
		(অনিরীক্ষিত)		(অনিরীক্ষিত)		(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)		(অনিরীক্ষিত)		(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯,৪২০.৯৯	৯,৯১৯.৪২	২৭,২৪৯.৭৪	৩৫,০৪৪.২০	৪২,১৬০.০৪	১০,১৪২.৯৩	১০,৩২৩.৮১	২৯,৪৫২.৯৯	৩৭,১৬১.২২	৪৪,৯০২.৯৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(৩৪৭.৬১)	১৬২.৯৯	৬৭৫.০৭	৩,৩০৬.০৮	১,০৭৭.১০	(২,২৮৭.৮৯)	৪৮.৭৯	(২,৩৭১.৪৫)	১,৭৮২.২১	১৫৪.৬২
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৩৪৭.৬১)	১৬২.৯৯	৬৭৫.০৭	৪,৩৭০.৭৪	২,১৪১.৭৬	(২,২৮৭.৮৯)	৪৮.৭৯	(২,৩৭১.৪৫)	২,৮৪৬.৮৭	১,২১৯.২৮
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২৯৪.৬৩)	১৮৭.৯৩	৬৪৯.৬৭	৪,০৮৭.৩৭	২,০৩৯.৫৫	(২,২৩৪.৯১)	৭৩.৭৩	(২,৩৯৬.৮৫)	২,৫৬৩.৫০	১,৪৮২.২৫
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(৩০২.১৩)	১৮৪.৫১	৬০২.৩৮	৪,০০১.৪৭	১,৮৪৯.২৭	(২,৯৫৯.৮৯)	৮৩.১৪	(৩,২৫৭.৪৩)	১,৮৯৭.০২	৬৯৪.১৬
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩
৭	রিজার্ভ বিগত গণনাবর্ষের ব্যালেন্সসিট দর্শিত (পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত রিজার্ভ)					২৪,৮৮৪.৩১					২৫,৫৪৪.৩১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) মৌলিক এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১.৩৮)	০.৮৮	৩.০৪	১৯.১৫	৯.৫৬	(১০.৪৭)	০.৩৫	(১১.২৩)	১২.০১	৬.৯৫

দ্রষ্টব্য

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com** -এও পাওয়া যাবে।

২. পূর্ববর্তী বছর/সময়ের সংখ্যাগুলিকে প্রয়োজনমতো পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
মহেশ সোধানি
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 02100322

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

রাজকোট টেস্টে অভিষেক হতে পারে সরফরাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি: তৃতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন কেএল রাহুল। বোর্ডের তরফে সোমবার সন্ধ্যায় সেই খবর সরকারি ভাবে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। রাহুল ছিটকে যাওয়ায় ভারতীয় দলে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল তা পূরণ করা হতে পারে সরফরাজ খানকে দিয়ে। রাজকোটে তৃতীয় টেস্টে তাঁর অভিষেক কার্যত নিশ্চিত। শুধু তাই নয়, উইকেটকিপার হিসাবে অভিষেক হতে পারে ধ্রুব জুরেলের।

ঘরোয়া ক্রিকেটে গত তিন মরসুমে ১০০-র উপর গড় ছিল সরফরাজের। ঝুরি ঝুরি রান করেও জাতীয় দলের দরজা খুলছিল না তাঁর সামনে। তাঁরপ্রতিবাদ করে 'বিদ্রোহী' ক্রিকেটার নামেও পরিচিত হয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ড সিরিজে প্রথম বার দলে তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়। এ বার জাতীয় দলে খেলার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে তাঁর।

বোর্ডের এক কর্তা এক ওয়েবসাইটে বলেছেন, সরফরাজ খানের অভিষেক হচ্ছে তৃতীয় টেস্টে। যে হেতু কেএল রাহুল এই ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছে, তাই সরফরাজকে প্রথম বার খেলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। বিরাট কোহলির জায়গায় ইতিমধ্যেই ভারতীয় দলের হয়ে খেলে ফেলেছেন রজত পাটীদার। তাঁকে রাখা হবে দলে।

এ দিকে, উইকেটের পিছনে কেএস ভরতের ভূমিকা সন্তুষ্ট করতে পারছে না দল পরিচালন সমিতিকে। না পারছেন নিখুঁত উইকেটকিপিং করতে, না পারছেন ব্যাট হাতে রান করতে। ফলে জুরেলকে সুযোগ দিতে এক বার দেখে নেওয়া হতে পারে। ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনিও প্রচুর রান করেছেন।

গত সপ্তাহে বোর্ডের তরফে একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা হয়। সেখানে সরফরাজ

জাতীয় দলে নিজের ডাক পাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তরঞ্জি খেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ব্যাগ গোছানোই ছিল। এমন সময় হঠাৎ করে ফোন পেলাম। প্রথম বিশ্বাস করতে পারিনি। আমার বাবা এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল। বাবাকে ফোন করে বলতেই কেঁদে ফেলে। বাড়ির সকলে খুব খুশি হয় খবরটা পেয়ে।

সরফরাজরে বাবা নওশাদ খানই তাঁর কোচ। ছেলেকে ভারতীয় দলের খেলতে দেখাই ছিল নওশাদের প্রধান লক্ষ্য। সেই পথে এগিয়ে চলেছেন সরফরাজ। শুক্রবার তাঁকে দলে রাখা না হলেও আগামী দিনের রাস্তাটা কিছুটা পরিষ্কার হল তাঁর জন্য। সরফরাজ বলেছিলেন, তআমার বাবার স্বপ্ন সত্যি করাটাই আমার লক্ষ্য। বাবা চায় আমি দেশের হয়ে খেলি। ফোন পেয়ে মনে হল আমার এত দিনের কষ্ট সার্থক। আমি খুব খুশি।দ

রঞ্জিতে ধারাবাহিক ভাবে রান করেছেন সরফরাজ। কিন্তু এর আগে কখনও ভারতীয় দলে ডাক আসেনি। বোর্ডের ডাক না পেয়ে অনেক সময়ই ইঙ্গিত পূর্ণ পোস্ট করেছেন। বোর্ডকে খোঁচা দিয়েছেন। তবে ডাক পেয়ে তিনি খুশি। সরফরাজ বলেছিলেন, ভারতীয় দলে ডাক পাওয়ার জন্য যে পরিমাণ অপেক্ষা করেছি, তা ভাবলে কান্না পায়। বাবা আমাকে বলতো, পরিশ্রম করে যেতে। এক দিন ঠিক সুযোগ আসবে। আমি বাবার জন্য খুশি। এটা ভেবেই ভাল লাগছে যে আমি জাতীয় দলের অংশ। এত বড় দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছি আমি।

চেন্নাইয়ে জিতে ২৩ ধাপ লাফ, ১০০-র নাগাল পেলেন ভারতের নাগাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাই চ্যালেঞ্জার্স চ্যাম্পিয়ন হয়ে এটিপি সিঙ্গলস ক্রমতালিকায় প্রথম ১০০-র মধ্যে চলে এলেন সুমিত নাগাল। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে নজরকাড়া ভারতের টেনিস খেলোয়াড় এখন ক্রমতালিকায় ৯৮ নম্বরে।

একটা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ক্রমতালিকায় ২৩ ধাপ এগিয়ে এলেন নাগাল। বিশ্বের ১২১ নম্বর সিঙ্গলস খেলোয়াড় হিসাবে চেন্নাই চ্যালেঞ্জার্সে নেমেছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর তিনি বিশ্বের ৯৮ নম্বর সিঙ্গলস খেলোয়াড়। টেনিসজীবনে এই প্রথম এটিপি সিঙ্গলস ক্রমতালিকায় প্রথম ১০০ জনের মধ্যে জায়গা করে নিলেন নাগাল। সোমবার এটিপি নতুন ক্রমতালিকা প্রকাশ করার পর সমাজমাধ্যমে নাগাল লিখেছেন, ''দিনটা আমার কাছে আবেগের। ক্রমতালিকায় প্রথম ১০০-র মধ্যে ঢুকতে পেরেছি। দেশের মাটিতে খেলে এই সাফল্য পাওয়ায় আরও ভাল লাগছে। আমার দলের সকলের জন্য আমি গর্বিত। যাঁরা প্রতি দিন আমার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের জন্যই এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি।''

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে নাগাল হারিয়েছিলেন বিশ্বের ২৭ নম্বর কাজাখস্তানে আলেকজান্ডার বুবলিককে। গত ৩৫ বছরের প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে গ্র্যান্ড স্ল্যামে কোনও বাছাই খেলোয়াড়কে হারিয়ে নজির গড়েছিলেন নাগাল। তার পর থেকে ক্রমশ এগিয়েছেন ক্রমতালিকায়।

ভারতের ১০তম টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে সিঙ্গলস ক্রমতালিকায় প্রথম ১০০ জনের মধ্যে এলেন নাগাল। ২০১৯ সালে শেষ বার এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন প্রজনেশ গুণেশ্বরন।

তৃতীয় টেস্টের আগে রোহিতদের সতর্ক বার্তা ব্রডের

বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় টেস্ট জিতলেও উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই ভারতীয় শিবিরের। রাজকোটে প্রত্যাঘাত করতে পারেন বেন স্টোকসেরা। এমনই মনে করছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন জোরে বোলার স্টুয়ার্ট ব্রড। তাঁর দাবি, ইংল্যান্ডের 'বাজবল' (ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলাচ্ছেন দলকে। যে হেতু তাঁর ডাকনাম 'বাজ', ইংল্যান্ডের ক্রিকেটকে বাজবল বলা হচ্ছে।) ক্রিকেট সব দেশেই প্রমাণিত সফল। রোহিত শর্মাদের কিছুটা সতর্কই করে দিয়েছেন ব্রড।

হায়দরাবাদে ধাক্কা খেতে হয়েছিল রোহিত শর্মাদের। প্রথম টেস্ট জিতে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। রাজকোটেও তেমন কিছু হলে অবাক হবেন না ব্রড। দু'দলের লড়াইয়ে খুশি তিনি। প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেছেন, ''এমন লড়াই আমি ভালবাসি। সিরিজ এখন ১-১। বাজবল বিশ্বের সব জায়গায় সফল হতে পারে। এটা এখন প্রমাণিত। আমার মতে, হায়দারাবাদে ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্স সাম্প্রতিক সময় সব থেকে চিত্তাকর্ষক। আমরা পাকিস্তানের মিটাতে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছি। নিউ জল্যান্ডে গিয়ে ভাল খেলেছি। বাজবল এমন একটা মানসিকতা, যেটা আমাদের ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।''

ব্রড মনে করেন, ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের কোচ ব্র্যান্ডন ম্যাকালাম আগ্রাসী ক্রিকেট দর্শন বিশ্বের সব ধরনের উইকেটে কার্যকর। প্রতিপক্ষ দলকে চাপে রাখা যায়। বাজবল টেস্ট ক্রিকেটের আকর্ষণ ফিরিয়ে এনেছে বলেও মনে করেন তিনি। উল্লেখ্য, ভারত-ইংল্যান্ড তৃতীয় টেস্ট রাজকোটে শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে।

পর পর দু'ম্যাচে লজ্জার হার! রঞ্জি থেকে বিদায় বাংলার, শেষ মনোজ তিওয়ারির ট্রফি জয়ের স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত মরসুমে রানার্স হওয়ার পরে বাংলার অধিনায়ক মনোজ তিওয়ারি জানিয়েছিলেন, আর একটা মরসুম খেলবেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেষ্টা করবেন। মনোজের সেই স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। চলতি মরসুমে রঞ্জি ট্রফি থেকে বিদায় হল বাংলার। মুম্বইয়ের পরে ইনিংসে হারের পর এ বার কেরলের কাছেও ১০৯ রানে হেরে গেল তারা। অনেক চেষ্টা করেও দলের হার আটকাতে পারলেন না শাহবাজ আহমেদ। একাই লড়াই করলেন তিনি। কিন্তু তত ক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

এই হারের ফলে গ্রুপ পর্বে ৬ ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট ১২। শেষ ম্যাচ জিতলেও সর্বোচ্চ ১৯ পয়েন্ট হবে তাদের। তার পরেও গ্রুপের প্রথম দুইয়ে শেষ করতে পারবে না বাংলা। কারণ, মুম্বই ও অন্ধ্রপ্রদেশের পয়েন্ট এখনই ১৯-এর বেশি। তাই বলে দেওয়া যায়, বাংলার কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল।

কেরলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতার খেসারত দিতে হল বাংলাকে। দ্বিতীয় ইনিংসে জয়ের জন্য ৪৪৯ রান করতে হত বাংলাকে। তৃতীয় দিন শেষ হওয়ার আগেই দুই উইকেট হারায় বাংলা। চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করেছিলেন অভিমন্যু ও অনুষ্টুপ। চলতি মরসুমে বাংলার সব থেকে ধারাবাহিক ব্যাটারের উপর ভরসা ছিল দলের। কিন্তু এই ইনিংসে পারলেন না তিনি। সেই জলজ সাক্সেনার বলে ১৬ রানে আউট হলেন। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ভাল খেলছিলেন তিনি। ভরসা দিচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মনোজ। ম্যাচ জেতা নির্ভর করছিল এই দুই ব্যাটারের উপরে। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির আগে ছন্দপতন হল অভিমন্যুর। সেই জলজের বলেই ৬৫ রানে আউট হলেন অভিমন্যু।

অভিষেক পোড়েল ব্যাট করতে নেমে আক্রমণাত্মক শট খেলা শুরু করেন। সেটাই তাঁর স্বাভাবিক খেলা। মাত্র ১৮ বলে ২৮ রান করলেও টিকে থাকতে পারলেন না অভিষেক। শ্রেয়স গোপালের বলে আউট হয়ে গেলেন। মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে বাংলার রান ছিল ৫ উইকেটে ২১৭। মনোজ ৩২ ও শাহবাজ আহমেদ ২১ রানে ব্যাট করছিলেন। তখনও জিততে ২৩২ রান দরকার ছিল বাংলার। বিরতির পরেই মনোজ ৩৫ রানে আউট হয়ে যান। তখন মনে হচ্ছিল আর বেশি ক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না বাংলা। কিন্তু শাহবাজ সাবলীল ব্যাট করলেন। তাঁকে সঙ্গ দিলেন করণ। দু'জনে মিলে বেশ দ্রুত রান তোলেন। পাল্টা আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে কিছুটা খেই হারায় কেরলের বোলিং।

শাহবাজ ও করণের মধ্যে ৮৩ রানের জুটি হয়। দেখে মনে হচ্ছিল, চা বিরতি পর্যন্ত তাঁরাই টিকে থাকবেন। কিন্তু বিরতির ঠিক আগেই ৪০ রানের মাথায় আউট হন করণ। শাহবাজ একাই লড়াই করেন। কিন্তু তার পর আর সঙ্গী পাননি তিনি। অপর প্রান্তে একের পর এক উইকেট পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত রানে শেষ হয় বাংলার ইনিংস। শাহবাজ ৮০ রান করে আউট হন। কেরল ১০৯ রানে ম্যাচ জেতে।

প্রথম ইনিংসে কেরল ৩৬৩ রান করেছিল। শতরান করেছিলেন সচিন বেবি (১২৪) এবং অক্ষয় চন্দ্রন (১০৬)। কেরলের পিচে পেসারেরা খুব একটা সাহায্য পাচ্ছিলেন না। বাংলার দুই পেসার আকাশ দীপ এবং সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল একটি করে উইকেট নেন। চোট সারিয়ে দলে ফেরা শাহবাজ আহমেদ নেন ৪ উইকেট। অঙ্কিত মিশ্র নেন ৩ উইকেট। একটি উইকেট করণ লালের।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলার ইনিংস শেষ হয়ে যায় ১৮০ রানে। অভিমন্যু ঈশ্বরণ ছাড়া আর কোনও ব্যাটার রান করতে পারেননি। ৭২ রান করেন তিনি। ৯টি উইকেট নেন জলজ। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে কেরল ৬৪.২ ওভারে ২৬৫ রান তোলে। কেরলের এই ইনিংসে বাংলার দুই জোরে বোলার একটি বলও করেননি। সদ্য ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন আকাশ দীপ। ফর্মে রয়েছেন সূরজও। কিন্তু পিচ থেকে স্পিনারেরা সাহায্য পাচ্ছিলেন বলে অধিনায়ক মনোজ টানা বল করিয়ে গেলেন শাহবাজ, অঙ্কিত এবং করণকে দিয়ে। মাঝে নিজে করলেন ১ ওভার এবং রণজ্যোত সিংহ খারিয়াকে দিয়ে ২ ওভার করালেন। তাতেও লাভ হয়নি। বাংলার সামনে ৪৪৯ রানের লক্ষ্য রাখে কেরল। সেই রান করতে পারল না বাংলা।

'প্রতিপক্ষ ভারত বলেই যুগ্ম শিরোপা মেনে নিয়েছে বাংলাদেশ'

নিজস্ব প্রতিনিধি: মেয়েদের সাফ অনূর্ধ্ব১৯ চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের সঙ্গে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়ে পুরোপুরি খুশি নয় বাংলাদেশও। বাংলাদেশ নারী ফুটবল উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ প্রথম আলোকে বলেছেন, 'প্রতিপক্ষ ভারত দেখেই আমরা যুগ্ম শিরোপাটা মেনে নিয়েছি। সঠিক আইন অনুসরণ করা হলে তো বাংলাদেশকেই এককভাবে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করার কথা।'

মাহফুজা আক্তার তাঁর দাবির পক্ষে যুক্তিও তুলে ধরেছেন, 'ম্যাচ রেফারি ভুল করলেন, তিনি সাডেন

ডেথ চালিয়ে না গিয়ে টস করলেন। আমাদের দল প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু তিনি তাড়াহুড়া করে টস করলেন। ভারত সেই টসে জেতার পর তিনি ভুল সংশোধন করে আবারও সাডেন ডেথ শুরু করতে চাইলেন। ভারত মাঠ ত্যাগ করল। বাংলাদেশ দল তো মাঠে ছিল। ৩০ মিনিট অপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল। ভারত মাঠেই আসেনি। নিয়ম অনুযায়ী তো বাংলাদেশকেই বিজয়ী ঘোষণা করার কথা।'

বাংলাদেশ,ভারত ম্যাচ ছিল বলেই বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশ সাফের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে জানিয়ে মাহফুজা বলেন, 'সাফ বৃহত্তর স্বার্থে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশও বেঁকে বসতে পারত, কিন্তু সেটি করলে খারাপ হতো। এমনিতেই ভারত,বাংলাদেশ যেকোনো খেলাতেই যখন মুখোমুখি হয়, তখন স্পর্শকাতরতা থাকে।

রাজনৈতিক ব্যাপার,স্যাপার থাকে। বৃহস্পতিবার সাফের ফাইনালে ম্যাচ কমিশনারের ভুলের কারণে অচলাবস্থা তৈরি হলে অনেকেই সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবেসহ ভারতীয় হাইকমিশনও জড়িয়ে পড়েছিল এই অচলাবস্থা নিরসনে। যুগ্ম শিরোপাই সবচেয়ে সেরা সমাধান ছিল। পুরো বিষয়টি রাজনৈতিক স্পর্শকাতর হওয়ায় আমরা সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি।'

সাফ অনূর্ধ্ব,১৯ নারী ফুটবলে মহানাটকীয় এক ফাইনাল দেখেছেন ফুটবলপ্রেমীরা। নির্ধারিত সময়ের খেলা ১,১ গোলে অমীমাংসিত থাকার পর টাইব্রেকারেও ছিল ১১,১১ গোলে সমতা। ফুটবলের আইন অনুযায়ী সাডেন ডেথ চালিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও শ্রীলঙ্কার ম্যাচ কমিশনার ডি সিলভা জয়াসুরিয়া দিলান হঠাৎ করেই টসে শিরোপা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। ব্যাপারটি পরিস্থিতি ঘোলাটে করে ফেলে।

বাংলাদেশ দলের প্রতিবাদের মধ্যেই টস হয়ে গেলে তাতে ভারতের জয় হয়। শিরোপা জয়ের উৎসব চলার মধ্যেই ম্যাচ কমিশনার নিজের ভুল শুধরে আবারও সাডেন ডেথ করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর ভারত বেঁকে বসে। তাঁরা মাঠই ত্যাগ করে। তিন ঘণ্টা ধরে অনেক দেনদরবার ও তৎপরতার পর বাংলাদেশ ও ভারত দুই দলকেই যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে দক্ষিণ এশীয় ফুটবল ফেডারেশন (সাফ)।

১০০ বছর বয়সেও ডাইভিংয়ে আসকর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৫১ সাল

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বসেছিল এশিয়ান গেমসের প্রথম আসর। সেই গেমসে ডাইভিংয়ে একটি রুপা ও একটি ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তাগি আসকর।

২০২৪ সাল

কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ব অ্যাকুয়াটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ। গত শুক্রবার সেখানে ডাইভিং প্ল্যাটফর্মে দেখা গেল সেই তাগি আসকরকে।

অবাক হচ্ছেন! ভাবছেন ৭৩ বছর আগে-পরে একই ব্যক্তি কীভাবে ডাইভিং করে যেতে পারেন। অবাক করা কাণ্ড হলেও এটিই সত্যি। এবার দোহায় পুলে ঝাঁপিয়েছে ইরানের শতবর্ষী তাগি আসকর।

না, সরাসরি বিশ্ব অ্যাকুয়াটিকস চ্যাম্পিয়নশিপের ডাইভিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি আসকর। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে শেষে দুই সপ্তাহ পর দোহাতেই অনুষ্ঠিত হবে বিশ্ব অ্যাকুয়াটিকস মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপ। যেখানে অংশ নেবেন অবসরে যাওয়া সাঁতারু ও ডাইভাররা। সেই প্রতিযোগিতার ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে শুক্রবার। সেই উপলক্ষে ও মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপের প্রচারণা চালাতেই ১ মিটার স্প্রিংবোর্ড থেকে পুলে ঝাঁপিয়েছেন আসকর। তবে এখানেই

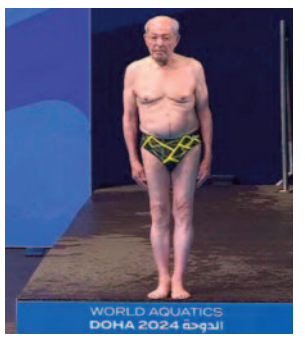

থামছেন না তিনি। বিশ্ব সাঁতারের অভিভাবক সংস্থা ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়াটিকস জানিয়েছে, ১০০ বছর বয়সী আসকর অংশ নেবেন মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপেও।

সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেই ৫৯ বছর পর ডাইভিংয়ে ফেরা আসকর ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়াটিকসের ওয়েবসাইটে বলেছেন নিজের ডাইভিং,জীবনের কথা। আসকর বললেন, মাথা উঁচু করেই ডাইভিং ছেড়েছিলেন তিনি, '৪১ বছর বয়সে সর্বশেষ (ইরানের) জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিলাম। জাতীয় ওই প্রতিযোগিতায় সোনা জয়ের পর খেলাটিকে বিদায় বলে দিলাম।'

ডাইভিংয়ে ইরানের ঐতিহ্যের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন আসকর, '১৯৫১ সালে নয়াদিল্লিতে যখন প্রথমবার এশিয়ান গেমসে অংশ নিই, ইরানে ডাইভিংয়ের মান খুব উঁচুতে ছিল। আমি দুটি পদক জিতেছিলাম। কিন্তু ১৯৭৪ সালে যখন তেহরানে গেমস হলো, সুন্দর এই খেলাটিতে চীনারা আসতে শুরু করেছে। ওরা তো রীতিমতো বিপ্লব করেছে। যেভাবে ওরা উন্নতি করেছে, আমরা তার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি; বরং যেখানে শুরু করেছিলাম, সেখানেই পড়ে আছি।'

সেই আসকর শুক্রবার আবার পুলে ঝাঁপ দিয়েছেন এই সময়ের সেরা সব ডাইভারের সামনে। পরে তাঁকে যখন ওয়ার্ল্ড অ্যাকুয়াটিকসের সভাপতি ক্যাপ্টেন হুসেইন আল মুসাল্লাম বিশেষ একটি পদক পরিয়ে দিলেন, আবেগ সামলাতে না পেরে কেঁদেছেন আসকর।

এত বছর পর আবার ডাইভিং পুলে ফেরার অনুপ্রেরণা কোথায় পেলেন, সেটিও জানিয়েছেন আসকর, 'সেই যে কিশোর বয়সে ডাইভিংয়ের প্রেমে পড়লাম, সেই প্রেম এখনো আছে। ১৯৫১ ও বর্তমানের মধ্যে আমার পারফরম্যান্স ছাড়া আর কোনো পার্থক্য দেখি না।'

তবে ভালোবাসা থাকলেই তো আর সবাই এই বয়সে পুলে ঝাঁপাতে পারেন না। আসকর কীভাবে পারলেন, সেটিও বললেন, 'আমি শুধু একটি কথাই বলব, খেলাটির প্রতি ভালোবাসা ও নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা।'

'বড়-ছোট' কোনো পর্যায়েই আর্জেন্টিনার কাছে পাত্তা পাচ্ছে না ব্রাজিল

নিজস্ব প্রতিনিধি: রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা, এসি মিলান-ইন্টার মিলান, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-লিভারপুল...ক্লাব ফুটবলে এমন দ্বৈরথ অনেক আছে। প্রসঙ্গ যদি হয় আন্তর্জাতিক ফুটবল, তাহলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় দ্বৈরথ নিঃসন্দেহে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার। দক্ষিণ আমেরিকার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে ১১০ বার। কিছুটা এগিয়ে ব্রাজিলই, ৪৩টি ম্যাচ জিতেছে পেলে-সক্রেটিস-রোনালদো- রোনালদিনিও-নেইমারদের ব্রাজিল। ম্যারাডোনা-মেসিদের আর্জেন্টিনা জিতেছে ৪১টি ম্যাচ। ২৬টি ম্যাচ ড্র হয়েছে।

কিন্তু বড় বা ছোটদের খেলা মিলিয়ে ২০২১ সাল থেকে হিসাবটা আর্জেন্টিনার পক্ষে একচেটিয়া। কোপা আমেরিকা, বিশ্বকাপ বাছাই, অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ, অলিম্পিক বাছাই;কোথাও যেন আর্জেন্টিনার কাছে পাত্তা পাচ্ছে না ব্রাজিল। লিওনেল মেসি-আনহেল দি মারিয়াদের আর্জেন্টিনা যেমন নেইমার-রদ্রিগোদের ব্রাজিলের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে, তেমনি বয়সভিত্তিক ফুটবলে এনদ্রিক-কেনেডিদের পেছনে ফেলছে এচেভেরি-আলমাদাদের আর্জেন্টিনার ছোটদের দল।

ব্রাজিলে ২০১৯ সালের কোপা আমেরিকার সেমিফাইনাল ম্যাচটি যেন বেশি করে তাতিয়ে দিয়েছিল মেসি-দি মারিয়াদের। বেলো হরিজন্তের বিতর্কিত রেফারিংয়ের সেই ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল ব্রাজিল।

পরে পেরুকে ৩-১ গোলে হারিয়ে জেতে শিরোপা। ২০১৯-এর কোয়ার্টার ফাইনালের পর ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার জাতীয় দল আবার মুখোমুখি হয় ২০২১ সালে। সেখান থেকেই প্রতিশোধ নেওয়া আর ব্রাজিলের ওপর আর্জেন্টিনার ছড়ি ঘোরানোর শুরু।

২০২১ কোপা আমেরিকা

২০২০ সালে করোনা মহামারির কারণে সেবারের কোপা আমেরিকা হয় পরের বছর। ভেন্যু বদলে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়

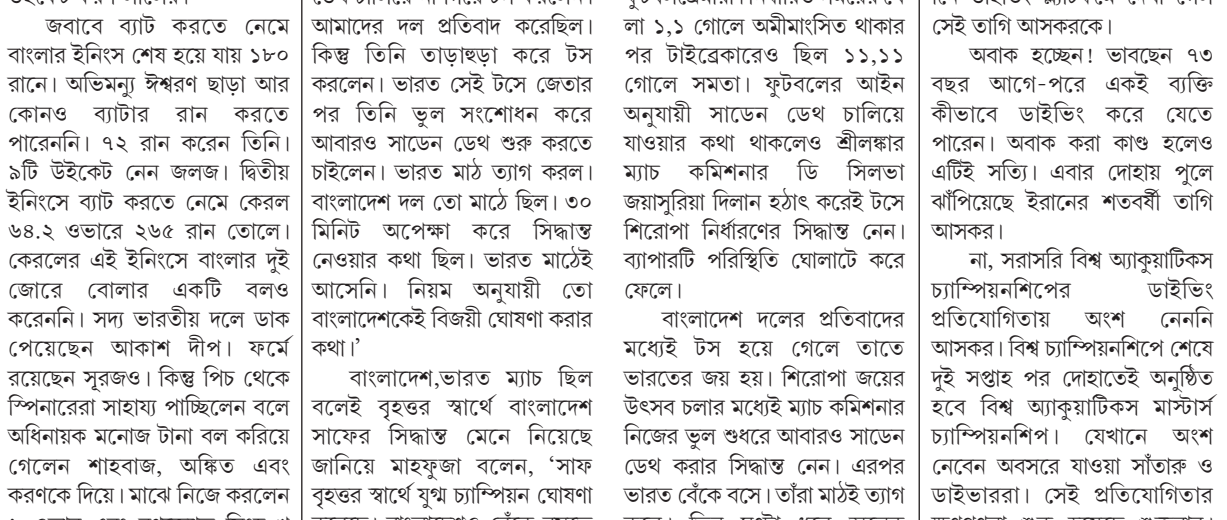

ব্রাজিলে। সেই টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। ১-০ গোলে সেই ফাইনাল জিতে ব্রাজিলিয়ানদের আরেকটি মারাকানাজো 'উপহার' দেন মেসিরা।

বাছাইপর্বের কলঙ্কিত সেই ম্যাচ

জুলাইয়ে কোপা আমেরিকা জয়ের পর ২০২১ সালেরই সেপ্টেম্বরে আবার ব্রাজিলের মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা। এবার ২০২২ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের ম্যাচে। ব্রাজিলের মাটিতে সেই ম্যাচ পঞ্চম মিনিটে থেমে যাওয়ার পর আর মাঠে গড়ায়নি। ম্যাচের ৫ মিনিটের মাথায় মাঠে ঢুকে পড়েছিল ব্রাজিলের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিল্যান্স এজেন্সির লোকেরা। তাঁদের যুক্তি ছিল, আর্জেন্টিনা দল করোনার নিয়ম ভেঙেছে। ইংল্যান্ড থেকে আসা আর্জেন্টিনা দলের কয়েকজন খেলোয়াড় নাকি কোয়ারেন্টিন ছাড়াই মাঠে নেমেছিলেন। সেই ম্যাচটি পরে বাতিল ঘোষণা করেছিল ফিফা।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এরপর গোলশূন্য ড্র ও আর্জেন্টিনার জয়

২০২১ সালের নভেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আর্জেন্টিনা থেকে গোলশূন্য ড্র নিয়ে ফিরতে পারে ব্রাজিল। কিন্তু গত বছর ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইর্বে মুখোমুখি হওয়া সবশেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে হেরেছে ব্রাজিল। এবারও ম্যাচটি হয়েছিল মারাকানায়। এ ম্যাচেও অনেক নাটক হয়েছে। ম্যাচ চলাকালে ব্রাজিলিয়ান পুলিশ আর্জেন্টিনার সমর্থকদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। দুই দলের সমর্থকদের ঝামেলার জেরে মেসি তাঁর সতীর্থদের নিয়ে মাঠ থেকে ড্রেসিংরুমে চলে গিয়েছিলেন। পরে অবশ্য ম্যাচ আবার শুরু হয়।

অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ

গত বছর ইন্দোনেশিয়ায় হওয়া অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেই ম্যাচে ক্লদিও এচেভেরির হ্যাটট্রিকে ব্রাজিলকে ৩-০ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা।

অলিম্পিক বাছাই

গতকাল ভেনেজুয়েলায় ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-২৩ দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্যারিস অলিম্পিকের মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দল। দুই দলের জন্যই ম্যাচটি ছিল মহাগুরুত্বপূর্ণ। হারলেই আর যাওয়া হবে না অলিম্পিকে। ম্যাচটিকে বলা হচ্ছিল অলিখিত 'ফাইনাল'। সেই ফাইনাল জিতে ব্রাজিলের ওপর নিজেদের আধিপত্য ধরে রেখেছেন আর্জেন্টিনার যুবারা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**